পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 283 Monday, 14 September 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৮৩ সংখ্যা ✱ ২৭ ভাদ্র ১৪৩৩, সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

চার্জশিটে প্রাক্তন দেহরক্ষীদের বয়ান

শালবনি জমি-কাণ্ডে বিস্ফোরক দাবি সিআইডির!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ শালবনি জমি দুর্নীতি মামলার তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে বলে দাবি রাজ্য গোয়েঃদা সংস্থা সিআইডির। তদন্তকারীদের জমা দেওয়া চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে, সরকারি জমি সংক্রান্ত জালিয়াতির মাধ্যমে সংগৃহীত বিপুল অর্থের একটি অংশ নাকি পৌঁছে দেওয়া হত সুমিত রায়ের দপ্তরে। এই দাবির পক্ষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষী এবং কয়েক জন সাক্ষীর বয়ানকে হাতিয়ার করেছে তদন্তকারী সংস্থা। যদিও অভিযোগগুলির সত্যতা আদালতে প্রমাণিত হওয়া এখনও বাকি। শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি সুমিত রায়কে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর এই মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছিল সিআইডি। সেই চার্জশিটে মোট ২০ জন সাক্ষীর উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রয়েছেন অভিষেকের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষী এবং দুই গাড়িচালক। সিআইডির দাবি, শালবনিতে সরকারি জমিকে কেন্দ্র করেই একটি পরিকল্পিত জালিয়াতির চক্র গড়ে উঠেছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, সংশ্লিষ্ট জমির একটি অংশ উদ্বাস্তুদের চাষাবাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। অভিযোগ, সেই জমি নিয়েই বেআইনি লেনদেন ও জাল নথির মাধ্যমে কারবার চালানো হয়েছিল। এই ঘটনায় প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা, অনিতেশ পয়রা-সহ আরও কয়েক জনের নাম উঠে এসেছে বলে চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত এই কারবার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন সুজয় হাজরা। পরে সেই অর্থ সুমিত রায়ের দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হত বলে কয়েক জন সাক্ষীর বয়ানে উঠে এসেছে। সুমিতের নির্দেশেই জমি সংক্রান্ত জালিয়াতির কার্যকলাপ পরিচালিত হত বলেও তদন্তকারীদের দাবি। এই গোটা প্রক্রিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষীর বয়ানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সিআইডি। তদন্তকারীদের দাবি, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জমি সংক্রান্ত লেনদেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি সুজয় হাজরার ব্যক্তিগত গাড়িচালককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর বয়ান থেকেও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি সিআইডির। চার্জশিটে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, সুজয় হাজরার হয়ে দু'জন দালাল জমি সংক্রান্ত কারবারে কাজ করতেন। তাঁদের মাধ্যমে জমি নিয়ে যোগাযোগ এবং লেনদেন চালানো হত বলে তদন্তকারীদের দাবি। অর্থা স্থানীয় স্তরে জমির ক্রেতা-বিক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক কাজ করেছিল বলে মনে করছে সিআইডি। তদন্তে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সিআইডির চার্জশিট অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সুমিত রায়ের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে প্রায় সাত কোটি টাকা জমা পড়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, এই বিপুল অর্থের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি সুমিত। এছাড়াও মেদিনীপুর আদালতে সুমিতকে নিয়ে পাঠানো ফরোয়ার্ডিং লেটারে সিআইডি দাবি করেছে, দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি মামলায় নিজের ভূমিকা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য দিয়েছেন, যা তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে তিনি কোনও অপরাধ স্বীকার করেছেন কি না, সেই বিষয়ে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে শালবনি জমি-কাণ্ডের তদন্তে সরকারি জমি, উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ জমি, আর্থিক লেনদেন এবং একাধিক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। চার্জশিটে করা অভিযোগগুলির ভিত্তিতে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিআইডি। এখন আদালতে এই অভিযোগগুলি কতটা প্রমাণিত হয় এবং মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ হয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

জিনপিংয়ের সামনেই চিনকে কড়া বার্তা মোদীর!

বিরল মৃত্তিকা ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ নিয়ে ব্রিকস মঞ্চে বড় মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ব্রিকস সম্মেলনের মঞ্চে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিতিতেই গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও প্রযুক্তি নিয়ে বড় বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরাসরি কোনও দেশের নাম না করলেও, তাঁর বক্তব্যের নিশানা যে চিনের দিকে, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং বিরল মৃত্তিকা বা 'রেয়ার আর্থ' খনিজের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে চিনের দীর্ঘদিনের আধিপত্য রয়েছে। ব্রিকস সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, প্রযুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজকে যদি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পারস্পরিক অগ্রগতির পথে বাধা তৈরি করতে পারে। তাঁর বক্তব্যে প্রযুক্তির ব্যবহার ও গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের সরবরাহে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহযোগিতামূলক নীতির প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজকে হাতিয়ার করা আমাদের মিলিত অগ্রগতিকে বাধাপ্রাপ্ত করতে পারে। তাই আমরা প্রযুক্তির গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টির উপর জোর দিয়েছি। মোদীর এই বক্তব্য এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও রেয়ার আর্থ নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি, ব্যাটারি, সৌরশক্তির সরঞ্জাম, স্মার্টফোন, সেমিকন্ডাক্টর থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি-আধুনিক শিল্পের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই খনিজগুলির প্রয়োজন হয়। ফলে এই কাঁচামালের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারা এখন অর্থনৈতিক শক্তির পাশাপাশি কৌশলগত প্রভাবেরও বড় উৎস। রেয়ার আর্থ বলতে একগুচ্ছ বিশেষ ধাতব উপাদানকে বোঝানো হয়, যেগুলি আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্পক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের রেয়ার আর্থ খনিজের খনন, পরিশোধন ও

প্রক্রিয়াকরণে চিনের উল্লেখযোগ্য আধিপত্য রয়েছে। বিশেষ করে খনিজ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বেজিংয়ের অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী। গত বছর আমেরিকা ও চিনের মধ্যে বাণিজ্যিক উত্তেজনা বাড়ার সময় বেজিং রেয়ার আর্থ এবং উন্নত প্রযুক্তি উপাদনে ব্যবহৃত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের রফতানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করেছিল। এর ফলে বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়। পরবর্তীতে চিন কিছু ক্ষেত্রে সেই বিধিনিষেধ শিথিল করলেও, গুরুত্বপূর্ণ খনিজকে ঘিরে ভূ-রাজনৈতিক টানাপড়েন পুরোপুরি শেষ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ব্রিকস-এর মঞ্চ থেকে মোদীর মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের বক্তব্য বরাবরই হল, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও কাঁচামালের সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও বৈচিত্র্যময় করা দরকার। কোনও একটি দেশ বা গোষ্ঠীর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বিশ্ব অর্থনীতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজের চাহিদা আরও বাড়বে। ফলে এই সম্পদের সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও তীব্র হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে জিনপিংয়ের উপস্থিতিতে মোদীর এবারের ব্রিকস সম্মেলনে বিশ্ব রাজনীতির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ ঘোষণাপত্রে পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘাত এবং যুদ্ধের বিরোধিতার বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। দ্বিতীয় দিনের বক্তব্যেও প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বক্তব্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের নিরাপদ সরবরাহের উপর জোর দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বৈদ্যুতিক যান, সবুজ শক্তি এবং উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রেয়ার আর্থ ও বক্তব্যকে কেবল ব্রিকস-এর অর্থনৈতিক সহযোগিতার বার্তা হিসেবে দেখলে তা অসম্পূর্ণ হবে। চিনের রেয়ার আর্থ-নির্ভর সরবরাহ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এটি কার্যত একটি কৌশলগত বার্তাও বলে মনে করছেন অনেকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন- প্রযুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ যেন কোনও দেশের উপর চাপ তৈরির হাতিয়ার না হয়। বরং সেগুলির ব্যবহার হওয়া উচিত বিশ্বের সার্বিক উন্নয়ন, সহযোগিতা এবং সমান সুযোগ তৈরির জন্য। ব্রিকস-এর মঞ্চ থেকে মোদীর এই বক্তব্য ভবিষ্যতের বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের রাজনীতিতে ভারতের অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করল।

২৫২ মাদ্রাসা বন্ধের নোটিস ঘিরে বিতর্ক

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ টেনে শমীকের কড়া বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের নোটিস ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের মধ্যে অধিকাংশই '২৫২ মাদ্রাসা' বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আরও প্রায় ১০০টি মাদ্রাসাকে শোকজ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, অনিয়ম বা জঙ্গিপনার সঙ্গে যুক্ত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বরদাস্ত করা হবে না। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুরনো মন্তব্যও টেনে এনেছেন শমীক। তাঁর দাবি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একসময় মাদ্রাসায় উগ্রপন্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তবে সেই মন্তব্য নিয়ে তকালীন বামফ্রন্টের অভ্যন্তরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। শমীকের বক্তব্য, বুদ্ধদেবের সেই অবস্থানকে রাজনৈতিক চাপের কারণে পরে নরম করতে হয়েছিল। শমীক বলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সতর্কবার্তা যদি সেই সময় গুরুত্ব পেত, তা হলে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারত। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে রাজ্য সরকারের তরফে মাদ্রাসাগুলির পরিকাঠামো ও কার্যকলাপ যাচাইয়ের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা প্রয়োজনীয়। তবে মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্নও উঠেছে। কোন মাদ্রাসায় কী ধরনের অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে, কতগুলি প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুমোদন বা নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে পরিচালিত হচ্ছিল-সেই তথ্য প্রকাশের দাবিও উঠছে। সরকারের তরফে যে পরিকাঠামোগত যাচাই শুরু হয়েছে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শমীক অবশ্য ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগে কোনও বৈষম্যের পক্ষে নন বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দেশের প্রতিটি এরপর ৬-র পাতায়

বাংলায় ২৫ হাজার কোটি বিনিয়োগের ইঙ্গিত সঞ্জীব গোয়েঙ্কার!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে ফের জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আরপি-সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। বাংলার শিল্প পরিবেশ নিয়ে তাঁর ইতিবাচক মন্তব্যকে ঘিরে নতুন করে আশাবাদী শিল্পমহল। তবে এই অঙ্কের বিনিয়োগ এখনও পরিকল্পনা বা আগ্রহের পর্যায়েই রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। প্রায় ২২০ বছরের পুরনো এই ব্যবসায়ী পরিবারের রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ রয়েছে। বিদ্যুৎ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে নতুন প্রজন্মের শক্তি ও প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষেত্রেও গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর আগ্রহ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিবেশ নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দ্রুত অনুমোদন, পরিকাঠামোর উন্নতি এবং নীতিগত স্থিতিশীলতার মতো বিষয়গুলি শিল্পপতিদের আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে রাজ্যে নতুন করে বড় বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে শিল্পমহলের একাংশ। ২৫ হাজার কোটি টাকার সম্ভাব্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসেনি। তবে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর আগের বিনিয়োগের ধরন থেকে বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে নতুন প্রকল্পের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের শিল্পনীতি নিয়েও একাধিক পরিবর্তনের কথা সামনে এসেছে। জমি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সহজ করা, বিভিন্ন দপ্তরের অনুমোদন দ্রুত দেওয়া এবং শিল্প পরিকাঠামো উন্নত করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শিল্পপতিদের জন্য প্রশাসনিক জটিলতা কমানোর পাশাপাশি বিনিয়োগের পরিবেশ আরও স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্য রয়েছে বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যে পড়ে থাকা অব্যবহৃত শিল্পজমিকে কাজে লাগানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিল্প পার্কে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা জমিতে নতুন প্রকল্প আনার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে সড়ক, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে শিল্পস্থাপনের পরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সরকারি ঠিকাদারদের ৫০ হাজার কোটি বকেয়া! বিপাকে পরিকাঠামো প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কাজের বিল বাবদ ঠিকাদারদের বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া রয়েছে-এমনই দাবি করেছে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া-র কলকাতা সেঃটার। সংগঠনের দাবি, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাছে ঠিকাদারদের পাওনার পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ জল জীবন মিশন, পথশ্রী, আমার পাড়া আমার সমাধান-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে। বিপুল এই বকেয়া নিয়ে নতুন সরকারের কাছে দ্রুত অর্থ মেটানোর আবেদন জানিয়েছে ঠিকাদারদের সংগঠন। বিএআই কলকাতা সেন্টারের সম্পাদক রাজা মুখোপাধ্যায়ের দাবি, বকেয়া অর্থের বড় অংশ আগের সরকারের আমলেই জমেছে। বিশেষ করে করোনা-পরবর্তী সময়ে বহু প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও ঠিকাদারদের বিল সময়মতো মেটানো হয়নি বলে অভিযোগ। সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ইমেল করে পুরনো বকেয়া দ্রুত মেটানোর আবেদন জানানো হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য অনুযায়ী, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছু ছোট অঙ্কের বিল মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে বড় অঙ্কের পাওনা এখনও বাকি রয়েছে। ফলে বহু ঠিকাদার আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। তাঁদের দাবি, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার পর বিলের টাকা ৪৫ দিনের মধ্যে পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে সেই টাকা পেতে এক বছর বা তারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর ফলে শুধু ঠিকাদারদের ব্যবসাই নয়, তাঁদের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক, সরবরাহকারী এবং ছোট ব্যবসার উপরও চাপ তৈরি হচ্ছে বলে দাবি সংগঠনের। কাজের জন্য আগে থেকে শ্রমিকের মজুরি, নির্মাণসামগ্রী, পরিবহণ এবং অন্যান্য খরচ বহন করতে হয় ঠিকাদারদের। অথচ কাজ শেষ করার পর দীর্ঘদিন টাকা না এলে নগদ অর্থের জোগানে সমস্যা তৈরি হয়। ব্যাংক ঋণের কিস্তি, সুদ এবং সরবরাহকারীদের পাওনা মেটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জিএসটি-র এরপর ৬-র পাতায়

রাজ্যে পুজোর আগেই ডেঙ্গুর চোখরাঙানি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগে রাজ্যে ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যজুড়ে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে যে সব এলাকায় সংক্রমণের হার তুলনামূলক বেশি, সেই সব জায়গাকে চিহ্নিত করে ডেঙ্গু পরীক্ষা ও মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে রাজ্যের ৮৫টি ব্লক, ২৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ২৯টি পুরসভাকে ডেঙ্গুর সম্ভাব্য হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই এলাকাগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালানোর পাশাপাশি জ্বরের রোগীদের পরীক্ষা এবং সচেতনতা প্রচারেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুজোর মরশুমে মানুষের জমায়েত বাড়ায় সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আগেভাগেই সতর্ক হতে চাইছে প্রশাসন। শুধু বাড়ি বা আবাসিক এলাকা নয়, পুজোর প্যান্ডেলগুলিকেও নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে মণ্ডপ ও তার আশপাশের এলাকায় যাতে কোথাও জল জমে না থাকে, তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা অন্যান্য পাত্র, আইসক্রিমের কাপ, চায়ের ভাঁড়, ডাবের খোলা কিংবা অন্য কোনও পরিত্যক্ত সামগ্রীতে জমে থাকা জল যাতে মশার বংশবিস্তারের জায়গা হয়ে না ওঠে, সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতার পাশাপাশি মশার লার্ভা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন। বাড়ির চৌবাচ্চা এবং জল রাখার ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ঢাকনা ব্যবহার করা সম্ভব না হলে মশারি বা জাল দিয়ে জলাধার ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে। ছাদে রাখা ফুলের টব, পুরনো বালতি বা অন্যান্য পরিত্যক্ত পাত্রেও যাতে জল না জমে, সে বিষয়েও বাসিঃদাদের সতর্ক করা হচ্ছে।ডেঙ্গু শনাক্তকরণে দ্রুত পরীক্ষা শুরু করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এরপর ৬-র পাতায়

পানিহাটিতে সিইএসসি ভবনে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানিহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে সিইএসসির একটি ডিস্ট্রিবিউশন বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডকে কেঃদ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। বিটি রোডের উপর অবস্থিত বহুতল ওই ভবনের নিচের তলায় আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ভবনের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আচমকাই একটি ট্রান্সফরমারে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। তার পরেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। যদিও ঠিক কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণই অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি না, তা খতিয়ে দেখছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়েই একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে যুদ্ধকালীন তপরতায় কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা। আগুন নেভাতে জল ব্যবহারের পাশাপাশি ফোমও প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভবনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়া আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে একাধিক দিক থেকে জল ছোড়া হয়। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ভবনের পিছনে থাকা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। স্থানীয়দের দাবি, আগুনের আঁচ ইতিমধ্যেই কয়েকটি ঝুপড়িতেও পৌঁছেছে। যদিও সেই দাবির বিষয়ে সরকারি ভাবে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। দমকলের কর্মীরা কোনও ভাবেই যাতে আগুন বসতিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে দিকে বিশেষ নজর রাখছেন। স্থানীয় বাসিঃদাদেরও সতর্ক করা হয়েছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারও আহত হওয়ার খবর মেলেনি। তবে আগুনের ভয়াবহতা এবং কালো ধোঁয়ার কারণে এলাকায় আতঙ্ক এরপর ৬-র পাতায়

ফারাক্কার ১০৯ গেট খোলা, বাড়ছে পদ্মার জল! বন্যার আশঙ্কায় সতর্কতা

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ টানা বৃষ্টি এবং উজান থেকে আসা জলের চাপে ফের উদ্বেগ বাড়ল গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকায়। ফারাক্কা ব্যারেজের ১০৯টি গেট খোলা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এর জেরে বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মার জলস্তর দ্রুত বাড়ছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। নদীর চর ও নিম্নাঞ্চলে জল ঢুকতে শুরু করায় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গত কয়েক দিনে রাজশাহী এলাকায় পদ্মার জলস্তর উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে বলে জানা গিয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নদীর চরাঞ্চলের একাধিক জায়গায় জল ঢুকে পড়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। কোথাও কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছে, কোথাও আবার বসতিতেও জলের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ফলে নদীর কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষজনকে সতর্ক করা হয়েছে। ফারাক্কা ব্যারেজ গঙ্গার জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ষাকালে উজানে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে ব্যারেজের গেট খুলে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার-সহ গঙ্গার উজান এলাকায় ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়লে তার জের এসে পৌঁছয় ফারাক্কাতেও। জলস্তর এবং প্রবাহের পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যারেজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবারও উজানে জলের চাপ বৃদ্ধির কারণেই ফারাক্কার গেটগুলি খোলা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে দাবি। তবে গেট খোলার ফলে ভাটির দিকে পদ্মায় জলপ্রবাহ বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাজশাহী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের নিম্নাঞ্চলগুলিই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই চরাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়ার খবর মিলেছে। কৃষিজমিতে জল ঢুকে পড়ায় ফসলের ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতির অবনতি হলে প্রয়োজন অনুযায়ী বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিও রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ফের সামনে এসেছে ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন নদী ব্যবস্থাপনার বিষয়টি। গঙ্গা-ফারাক্কা-পদ্মা জলপ্রবাহ দুই দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার জনজীবন, কৃষি এবং পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বর্ষার সময় উজান থেকে জলপ্রবাহ বাড়লে তার প্রভাব দ্রুত ভাটির এলাকায় পড়ে। ফলে জলস্তর পর্যবেক্ষণ এবং আগাম সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বালোচিস্তানে ফের রক্তাক্ত পাক সেনা! কনভয়ে ভয়াবহ হামলা

ইসলামাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফের রক্তাক্ত পাকিস্তানের বালোচিস্তান। বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির তৎপরতার মধ্যে পাকিস্তানি নিরাপত্তাবাহিনীর উপর একের পর এক হামলায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। সম্প্রতি বালোচিস্তানে পাক সেনার কনভয়কে লক্ষ্য করে হামলার ঘটনায় বহু সেনা হতাহত হওয়ার দাবি করেছে বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি। যদিও হামলায় হতাহতের সঠিক সংখ্যা নিয়ে পাক সরকারের তরফে সব তথ্য প্রকাশ করা হয়নি এবং বিদ্রোহীদের দাবিও স্বাধীন ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সাম্প্রতিক হামলাগুলির মধ্যে একটি বড় আক্রমণে বিএলএ দাবি করেছে, জিয়ারাত ক্রস এলাকায় একটি সামরিক কনভয়ের একাধিক গাড়িতে হামলা চালানো হয়। সংগঠনটির বক্তব্য অনুযায়ী, হামলায় অন্তত ১৮ জন পাক সেনা নিহত হন এবং দুটি সামরিক যান ধ্বংস করা হয়। পরে মৃতের সংখ্যা ২৫ বলে দাবি করে তারা। হামলার পর বালোচিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ফের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পাক বাহিনীও পাল্টা অভিযান শুরু করেছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে জানা গিয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এর আগে বালোচিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বহু জঙ্গি নিহত করার দাবি করেছে। ফলে একের পর এক হামলা ও পাল্টা অভিযানে প্রদেশজুড়ে সংঘাত আরও তীব্র হচ্ছে। বালোচিস্তানের ক্ষেত্রে সেনা কনভয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ দীর্ঘদিন ধরেই হামলার অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে এন-২৫ জাতীয় সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সড়ক করাচিকে কোয়েটার সঙ্গে যুক্ত করে এবং বালোচিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছে। চলতি বছর জুলাইয়েও লাসবেলার বেলা-উইন্ডার এলাকায় এই

সড়কের কাছে পাক সেনার কনভয়ে হামলা হয়েছিল। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর দাবি ছিল, সেই ঘটনায় ১১ জন সেনা নিহত হন এবং হামলাকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৪ জন জঙ্গি নিহত হয়। বালোচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ চলছে। বালোচ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি প্রদেশটির স্বাধীনতা অথবা বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছে। তাদের অভিযোগ, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই প্রদেশের সম্পদের যথাযথ সুবিধা স্থানীয় মানুষ পান না। পাশাপাশি নিরাপত্তা অভিযান, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। পাকিস্তান সরকার অবশ্য সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালিয়ে আসছে। এই সংঘাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন বিএলএ। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সংগঠনটির হামলার মাত্রা বেড়েছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে। সেপ্টেম্বরের শুরুতেও বিএলএ দাবি করেছিল, বালোচিস্তানের দুটি পৃথক হামলায় মোট ২৫ জন পাকিস্তানি সামরিককর্মী নিহত হয়েছেন। একটি হামলা ছিল সামরিক কনভয়ের উপর, অন্যটি ছিল সুরাব এলাকায় বিস্ফোরণ। বালোচিস্তানের অশান্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের বিষয়টিও জড়িত। প্রদেশটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এর ভৌগোলিক অবস্থান পাকিস্তানের পাশাপাশি চিনের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। গদর বঃদর এবং চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের মতো প্রকল্পের কারণে অঞ্চলটির কৌশলগত গুরুত্ব আরও বেড়েছে। একই সঙ্গে এই প্রকল্পগুলিকে ঘিরে স্থানীয় অসন্তোষও সংঘাতের অন্যতম প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বালোচিস্তানে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সেনা ও নিরাপত্তাবাহিনীর কনভয় চলাচলও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। হামলার পর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নিরাপত্তা বাড়ানো এবং তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে প্রতিটি হামলার দায়, হতাহতের সংখ্যা এবং ঘটনার প্রকৃত বিবরণ নিয়ে বিদ্রোহী সংগঠন ও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য থাকছে। ফলে বালোচিস্তানে নতুন করে সংঘাতের আগুন কতটা ছড়ায়, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। একদিকে পাক বাহিনীর পাল্টা অভিযান, অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধারাবাহিক হামলা-দুইয়ের মাঝে ফের অশান্তির কেঃদ্র হয়ে উঠছে পাকিস্তানের এই সম্পদসমৃদ্ধ প্রদেশ।

অন্ধ্রপ্রদেশে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক ও সমন্বিত জনস্বাস্থ্য গবেষণাগারের উদ্বোধন নাড্ডার

অমরাবতী, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা গত শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক এবং সমন্বিত জনস্বাস্থ্য গবেষণাগারের উদ্বোধন করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাড্ডা এদিন বলেন, ক্রিটিক্যাল কেযার ব্লক এবং সমন্বিত জনস্বাস্থ্য গবেষণাগারগুলি এমন সক্ষমতার প্রতীক যা মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে এবং কোনও রোগ ব। ধরনের জনস্বাস্থ্য সংকটে রূপ নেওয়ার আগেই তা শনাক্ত ও মোকাবিলা করার সামর্থ্য জোগায়।নাড্ডা আরও বলেন, ভবিষ্যতের অতিমারি ও জনস্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা জোরদার করার পাশাপাশি নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্য নিয়ে 'পিএম-এবিএইচআইএম' কর্মসূচিটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'পিএম-এবিএইচআইএম'-এর আওতায় ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৬৩১টি ক্রিটিক্যাল কেযার ব্লক স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে, যার মাধ্যমে ক্রিটিক্যাল কেয়ার বা গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসায় সক্ষমতার একটি দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। আগে মূলত প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ওপর জোর দেওয়া হতো তবে ২০১৭ সাল থেকে প্রতিরোধমূলক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং টারশিয়ারি (বিশেষায়িত) স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাড্ডা অন্ধ্রপ্রদেশের 'সঞ্জীবনী' কর্মসূচির প্রশংসা করেছেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এবং ৪১টি স্বাস্থ্য-মানদণ্ড বা প্যারামিটার অনুযায়ী রোগ পরীক্ষার সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক বৈঠকে মিলিত হন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশ নিতে অমরাবতীতে আসা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডাকে এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু তাঁর বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান। জেপি নাড্ডাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী এবং এরপর দুই নেতা একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন।

জম্মু ও কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে বিজেপির ' সেবা সংকল্প অভিযান'

জম্মু, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী ' সেবা সংকল্প অভিযান' আয়োজন করবে বিজেপি। এই সময়ে দলের পক্ষ থেকে ১৩টি পৃথক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।বিজেপি নেতা ড. নির্মল সিং এবং সাধারণ সম্পাদক বলদেব সিং বিলাওয়ারিয়া শনিবার অভিযানের বিষয়ে জানান, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের উপর জোর দেওয়া হবে।

পুরশুড়া বিধানসভায় বিজেপির বৈঠক

আরামবাগ,১৩সেপ্টেম্বরঃরবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার পুরশুড়া বিধানসভার উদ্যোগে আযোজিত হলো ' সেবা সংকল্প অভিযান'-এর কর্মী বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসেবা ও দেশসেবায় ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই কর্মসূচির আযোজন করা হয়।এই কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়া বিধানসভার বিধাযক বিমান ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ ২৫ বছরের জনসেবা ও দেশসেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি ' সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আরও জোরদার করার বিষয়ে কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিধাযক।বিমান ঘোষ কর্মীদের মানুষের পাশে থেকে সেবামূলক কাজ আরও সক্রিযভাবে করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যে জনসেবা ও মানুষের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওযার বার্তা উঠে আসে।কর্মী বৈঠককে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বসুর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহ-র

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বসুর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার এক্স মাধ্যমে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস-এর প্রয়াণবার্ষিকীতে তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম জানান তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, অল্প বয়সেই যতীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। কারাগারের অকথ্য নির্যাতনও তাঁর সংকল্পকে টলাতে পারেনি। কারাগারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে তাঁর অনশন দেশপ্রেম ও অদম্য সাহসিকতার এক অমর দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তাঁর আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতি দেশের মানুষকে দেশসেবায় চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে বলে জানি ।

বিহারের ভাগলপুরে কমছে জলস্তর, বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি

ভাগলপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারের ভাগলপুরে গঙ্গার জলস্তর ক্রমাগত কমছে। ফলে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে গঙ্গার জলস্তর এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নিরাপত্তার স্বার্থে এসডিআরএফ দল মোতায়েন করা হয়েছে। বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলমগ্ন হয়ে রয়েছে।রবিবার সকালে এসডিআরএফ টিমের কমান্ডার কুমার নেনু বলেন, জলস্তর দে। থেকে ২ ফুট কমেছে, তবে তা এখনও বিপদসীমার উপরেই রয়েছে। বিপদ এখনও কাটেনি। এসডিআরএফ দলগুলিকে মোতায়েন করা হয়েছে। জল খুব দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় জোরকদমে চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ধানজমিতে পরিণত মাদ্রাসা, অস্তিত্ব নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

আরামবাগ , ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গোঘাটে আনসারিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসা ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য। গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়রাখালি আনসারিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসার আর কোনও অস্তিত্ব নেই। মাদ্রাসার জায়গায় এখন ধান চাষ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় পাঁচ কাঠা জমির উপর গ।ে উঠেছিল ওই মাদ্রাসা। কিন্তু বর্তমানে রবিবার সেখানে গিয়ে দেখা যায়, মাদ্রাসার ভবনের কোনও অস্তিত্ব নেই। ধানজমির মধ্যে প।ে রয়েছে কেবল কয়েকটি পিলার। বাকি অংশ সম্পূর্ণভাবে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে।ঘটনাস্থলে গিয়ে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রধান শিক্ষক শেখ ঈদুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলা হয়। তাঁর দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর মাদ্রাসাটি কার্যত ভেঙে পড়েছিল। আর্থিক সমস্যার কারণে মাদ্রাসার খরচ চালানো এবং শিক্ষকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণেই তিনি মাদ্রাসাটি তুলে দিয়েছেন বলে জানান।শেখ ঈদুল ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী, মাদ্রাসায় প্রায় ১০ জন শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের নিয়মিত বেতন দিতে না পারায় পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসার প্রায় ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী অন্য বিদ্যালয়ে চলে যায়।অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, গত আষা। মাসেই মাদ্রাসাটি ভেঙে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ওই জমিতে ধান চাষ করা হচ্ছে। জমিটির মালিকানা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা শেখ ঈদুল ইসলামের বলেও স্থানীয়দের দাবি। তবে মাদ্রাসা কেন এবং কীভাবে বন্ধ হল, তা নিয়ে এলাকায় তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।স্থানীয়দের কেউ কেউ আবার দাবি করছেন, নতুন সরকার গঠনের পরই মাদ্রাসাটি তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সেই দাবি মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, আর্থিকভাবে মাদ্রাসা চালানো সম্ভব না হওয়ায় তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন।এদিকে মাদ্রাসার জায়গায় গিয়ে ভবনের কোনও চিহ্ন না থাকায় বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছ।য়েছে। প্রশাসনের নোটিশ দেওয়ার পর মাদ্রাসার জমি ও প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিষয়টি নিয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী।

যতীন্দ্র নাথ দাসের আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবী শহিদ যতীন্দ্র নাথ দাসের আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবী শহিদ যতীন্দ্র নাথ দাস যিনি লাহোর জেলে বন্দি থাকাকালীন ৬৩ দিনের অনশনরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। যতীন দাস সাহসের নাম, বীরত্বের নাম, স্বাধীনতার ধ্বনির নাম। তাঁর আত্মবলিদান দিবসে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবী শহিদ যতীন্দ্র নাথ দাসের আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি সমাজ মাধ্যমে লেখেন, মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের প্রয়াণ দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আত্মত্যাগ চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।বিজেপি বিধাযক জিতেন্দ্র তিওয়ারি শহিদ যতীন্দ্র নাথ দাসের আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে সমাজ মাধ্যমে লেখেন, সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের এক অমর প্রতীক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবী শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মবলিদান আজও দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা জোগায়। লাহোর জেলে বন্দি অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ৬৩ দিন অনশন করে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁর অদম্য সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশের স্বাধীনতার প্রতি অবিচল সংকল্প ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মবলিদান দিবসে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে রাইবাকিনা তার প্রথম ইউএস ওপেন শিরোপা জিতলেন

নিউইয়র্ক, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ গত শনিবার এলেনা রাইবাকিনা আরিনা সাবালেঙ্কাকে টানা তৃতীয় ইউএস ওপেন শিরোপা জেতা থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং শীর্ষস্থানে যাকে তিনি প্রতিস্থাপন করছেন, সেই খেলোয়াড়কেই পরাজিত করে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে নিজের উত্থানকে সুনিশ্চিত করেছেন।নিউইয়র্কে সেমিফাইনালে পৌঁছে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে সাবালেঙ্কাকে সরিয়ে দেওয়া ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করে ফেলা রাইবাকিনা ৬-৪, ৫-৭, ৬-২ গেমে জযলাভ করে তার তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জিতে নেন।তিনি ২০২২ সালে উইম্বলডনে তার প্রথম শিরোপা জেতেন এবং জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা জয়ে সাবালেঙ্কাকে পরাজিত করেন।রিবাকিনা বলেছেন, অসাধারণ লাগছে মনে হয়েছে আজ।

গুজরাটে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর গুজরাটে অত্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য 'লাল সতর্কতা' জারি করেছে। এছাড়া মধ্য মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, তেলেঙ্গানা, বিদর্ভ এবং মধ্যপ্রদেশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামীকাল পর্যন্ত দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পঞ্জাব, পূর্ব রাজস্থান এবং হিমালয়-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, আগামী দু'দিন অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয় ও সিকিম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতেও এই

ব্রিকস মঞ্চের মাধ্যমে ভারত বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ব্রিকস মঞ্চের মাধ্যমে ভারত বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ব্রিকস মঞ্চের মাধ্যমে ভারত বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার মনোভাবকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা এমনভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছি যাতে ব্রিকস-এর সহযোগিতা কেবল সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে আমরা চাই আমাদের উদ্যোক্তা, কৃষক, গবেষক, নারী, যুবসমাজ এবং সাধারণ নাগরিকরাও এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। মোদী বলেন, 'ব্রিকস কানেক্ট'-এর মাধ্যমে আমরা দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানযোগ্যতা, শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করেছি। ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে জ্ঞান, অর্থায়ন এবং নতুন বাজারের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে একটি 'ব্রিকস এমএসএমই সহযোগিতা পোর্টাল' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আমাদের শহরগুলির মধ্যে সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি বা 'বেস্ট প্র্যাকটিস' বিনিময়ের সুবিধার্থে একটি 'ব্রিকস আরবান মোবিলিটি হাব' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ব্রিকস লজিস্টিক সাপ্লাই চেইন কো-অপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিস্থাপক করে তুলতে সহায়তা করবে। উদ্ভাবনের উদ্যোগের আওতায়, 'ব্রিকস ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক' আমাদের স্টার্টআপ ও ইনকিউবেটরগুলোকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। উদ্ভাবনী ও সম্প্রসারণযোগ্য সমাধানের প্রসারে আমরা 'ব্রিকস স্টার্টআপ ইনোভেশন ফান্ড' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছি। 'ব্রিকস নেটওয়ার্ক অন ডিজিটাল এগ্রিকালচার' কৃষকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামোকে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। প্রযুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের অস্ত্রায়ন আমাদের যৌথ অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে তাই প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দিয়েছি। অন্যদিকে অন্যদিকে ভারতীয় সভ্যতায় প্রকৃতিকে মায়ের মর্যাদায় পূজা করা হয়, ব্রিকস শিখর সম্মেলনে এই বার্তা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা এই বিশ্বাস লালন করে আসছি যে, উন্নয়ন ও পরিবেশ একে অপরের বিকল্প নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। ব্রিকস-এর ক্ষেত্রেও আমরা মানব কল্যাণ ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছি এটিই সুস্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি এবং ভবিষ্য প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার পরিচায়ক। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট গ্রিড ও শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থার জন্য আমরা একটি ' ডিজিটাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' প্রতিষ্ঠা করেছি, যা আমাদের পরিচ্ছন্ন শক্তি ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও সহজলভ্য করে তুলতে সহায়তা করবে। কৃষি-বাস্তুবিদ্যা এবং পুনরুৎপাদনশীল কৃষির জন্য স্থাপিত ' অফ এক্সিলেন্স'গুলো ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণভিত্তিক যে নীতিগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে, তা জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে আদিবাসী জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।অন্যদিকে ব্রিকসে গ্লোবাল সাউথের আস্থা বেড়েছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ব্রিকস সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ' নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ব্রিকসের উপর গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির আস্থা বেড়েছে। কারণ এখানে তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা হয়, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান করা হয় এবং তাঁদের জন্য নয়, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই সমাধান তৈরি করা হয়। ভিন্ন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে থাকলেও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাই এবং মানবতার জন্য আরও ভালো ভবিষ্য তৈরি করি। আমাদের বৈচিত্র্য যেন আমাদের পরিচয় হয়ে থাকে, সহযোগিতা আমাদের প্রেরণা জোগাক এবং আমাদের অগ্রগতি যেন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে আসে।'প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে বিশ্বে নানাবিধ উত্তেজনার মাত্রা ক্রমাগত বা।ছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর ও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। মহামারি, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন-এসব ঘটনা প্রমাণ করেছে, আজকের আন্ত ঃসংযুক্ত বিশ্বে কোনও সংকটই আর নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই ব্রিকস জোটের সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধির ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। একইসঙ্গে, সময়মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা, সেগুলোর মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়া এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি ' সমন্বিত আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা' চালুর বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ' সতর্কবার্তা সংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় নির্দেশিকা'ও প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভারত একাই বিশ্বকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিশা দেখাতে পারেঃদিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত একাই বিশ্বকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিশা দেখাতে পারে, জোর দিয়ে বললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রবিবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, এশিয়ার তিনটি বৃহৎ দেশ-রাশিয়া, চিন ও ভারত-যখন একত্রে কাজ করবে, তখন অগ্রগতি হবে এবং বিশ্বের অনেক সমস্যারই উপশম ঘটবে।দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, পরিস্থিতি সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে এবং এর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমার বিশ্বাস, ভারত একাই বিশ্বকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাবে। এর ফলে একটি নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য এবং বিশ্বের স্বার্থেই নিবেদিত। উল্লেখ্য, ভারতের পৌরোহিত্যে শনিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু হয় অষ্টাদশ ব্রিকস শিখর সম্মেলন, রবিবার সেই সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিন।

গুজরাটে দূষিত জল নিয়ে খাড়গের নিশানা, ' হর ঘর জল'-এর দাবি দূষিত জলে ভেসে গিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ একটি সংবাদপত্রে গুজরাটে দূষিত জল নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর ' হর ঘর জল' প্রকল্পের দাবিকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর ' হর ঘর জল'-এর দাবি দূষিত জলে ভেসে গিয়েছে।গত শনিবার এক্স-এ খাড়গে বলেন,গুজরাটে কয়েক দশক ধরে বিজেপি সরকার রয়েছে। অথচ ১০টির মধ্যে ৯টি জলের নমুনা পানীয় হিসেবে অনুপযুক্ত পাওয়া গিয়েছে। তাঁর দাবি, মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন ২০০৪ সালে 'সুজলাম -সুফলাম প্রকল্পের প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও গুজরাটের মানুষ এক ফোঁটা জলের জন্য অপেক্ষা করছেন।কংগ্রেস সভাপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেই একই দাবি ' জল জীবন মিশন'-এ পৌঁছেছে। নিয়ন্ত্রক ও মহালেখা পরীক্ষক (ক্যাগ)-এর রিপোর্টের উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, ২০২২ সালে গুজরাট সরকারের ১০০ শতাংশ নল-সংযোগ দেওয়ার দাবিরও পর্দাফাঁস হয়েছে। এখনও প্রায় ১৪ লক্ষ পরিবার জলের অপেক্ষায় রয়েছে।খাড়গে আহমেদাবাদ জেলার ধোলকায় দূষিত জল নিয়ে সামনে আসা খবরেরও উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, গত সপ্তাহেই দূষিত জল পান করার কারণে ক্যানসারে ৫৪ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। তিনি বলেন, সৌরাষ্ট্রের রাজকোট ও জামনগরের মতো এলাকাও এখনও পানীয় জলের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে কচ্ছ-সৌরাষ্ট্রের কৃষকরা খরার সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছেন।সরকারের বিরুদ্ধে গুজরাতের মানুষকে ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন দেখানোর এবং গত ২৮ বছরে শুধু প্রচার চালানোর অভিযোগও করেন খাড়গে। তাঁর বক্তব্য, বাস্তব সমস্যার সমাধান না করে মিথ্যা প্রচার ও রঙিন ছবি দেখিয়ে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে।

শেখ খালেদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন দিল্লিতে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক দফতরের প্রধান শেখ খালেদ বিন মহম্মদ-বিন-জায়েদ অল-নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শনিবার দুপুরে সাক্ষাৎ সারেন তাঁরা। সে কথা নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। নিজের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, তাঁদের আলোচনায় উঠে এসেছে প্রতিরক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ গবেষণা, খনিজ এবং অশোধিত তেলের উত্তোলনের মতো বিষয়গুলি। এ ছাড়াও অশান্ত পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও শেখ খালেদ বিন মহম্মদ-বিন-জায়েদ অল-নাহিয়ানের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, শেখ খালেদ বিন মহম্মদ-বিন-জায়েদ অল-নাহিয়ান হলেন আমিরশাহির শাসক মহম্মদ-বিন-জায়েদ অল-নাহিয়ানের পুত্র।

রিষড়ায় ৫২তম অল বেঙ্গল অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপে মন্ত্রী সুমনা সরকার

হুগলি , ১৪ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার রিষড়া সুইমিং ক্লাব আয়োজিত ৫২তম অল বেঙ্গল অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী সুমনা সরকার। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে আয়োজক, প্রতিযোগী ও ক্রী।াপ্রেমীদের মধ্যে ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা ও আয়োজনের বিভিন্ন মুহূর্তের সাক্ষী হন মন্ত্রী। আয়োজকদের উদ্যোগের প্রশংসা করে সুমনা সরকার জানান, এমন সু ন্দর একটি আয়োজনের অংশ হতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই জলক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঘিরে রিষড়ায় তৈরি হয় উৎসবের পরিবেশ। সাঁতারুদের প্রতিভা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব উপস্থিত দর্শকদেরও আকর্ষণ করে। সুমনা সরকার বলেন, খেলাধুলা শুধু শরীরচর্চার মাধ্যম নয়, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগামী দিনে এই ধরনের ক্রীড়া আয়োজন আরও বিস্তৃত হোক, সেই প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন তিনি।

কাশ্মীরের একাধিক স্থানে অভিযান সিআইকে-র

কুলগাম, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সন্ত্রাসবাদ এবং দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার হলো। রবিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কাউন্টার ইন্টে লিজেন্স কাশ্মীর (সিআইকে) সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে এই অভিযান চালায়।এ দিন এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শোপিয়ান ও কুলগাম জেলার একাধিক স্থানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

রাশিফল

মেষঃআজ প্রেম সংক্রান্ত বিষয় আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আর্থিক সাফল্য জীবনে শান্তি নিয়ে আসবে। খরচ সম্পর্কে খেয়াল রাখবেন এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসই কিনবেন। যার ফলে কোনও সন্দেহজনক স্কিমে টাকা নষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। শুভদিন
বৃষঃ আজ শুরু করা যে কোনও কাজেই আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিকালে করা আর্থিক লেনদেন সন্তোষজনক ও লাভজনক, উভয়ই হতে পারে।
মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।
কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবেন। শুভদিন হবে
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ আপনার প্রতিভা ও দক্ষতা দেখানোর এটাই আদর্শ সময়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ও তার জন্য যা যা করতে হবে তা করার জন্য আপনি প্রস্তুত। আপনার প্রয়াস ব্যর্থ হবে না, কেননা তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে।
কুম্ভঃ আজকে আপনি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে দিন কাটাবেন, কিন্তু তাও মানসিক শান্তি পাবেন না। কিছু অনিবার্য পরিস্থিতি সামলাতে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মীনঃ প্রেম জীবন আনন্দে ভরপুর থাকবে। আজকে আপনি আপনার প্রিয়তম ও পরিবারের সদস্যদের পেছনে প্রচুর অর্থ খরচ করবেন। সন্তান হতে পারে আজকে। শুভদিন। সংসারে শান্তি হতে পারে

আবহাওয়া

নিম্নচাপের মেঘ কাটিয়ে ধীরে ধীরে রোদ ঝলমলে হচ্ছে আকাশ। শরতের মেঘের আনাগোনাও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এই পরিস্থিতিতে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃষ্টির দাপট কমবে দক্ষিণবঙ্গে। মোটের উপর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নিতে পারে বলে পূর্বাভাস। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপট কমলেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাগুলিতে আগামী ২ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গে কমবে বৃষ্টি, এরপর ১৬ তারিখ ফের বৃষ্টি বাড়তে পারে। মহানগরী কলকাতাতেও বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ডিগ্রি ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য (০.২ ডিগ্রি) বেশি। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২১মিনিটে হতে পারে।

স্কুলে সচেতনতা শিবির, উদ্যোগে বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ি

দুরন্তবার্তা, রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কালনার বড়ধামাস পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিরুহা শরৎচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো এক বিশেষ সচেতনতা শিবির। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিবিরে প্রধানত সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং মাদক সেবনের কুফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার এবং সাইবার অপরাধ থেকে কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ আইনত অপরাধ এবং এটি কীভাবে একজন নাবালিকার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে, তা তুলে ধরেন বক্তারা। সমাজ থেকে মাদকের মতো ব্যাধি দূর করতে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) সৌরভ দত্ত সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিরুহা শরৎচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার মাধ্যমে অপরাধমুক্ত ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলাই এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রুটে নতুন এসি বাস পরিষেবা চালু মালদায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। মালদায় কলকাতা,শিলিগুড়ি রুটের দুটি নতুন এসি বাসের উদ্বোধন করা হয়েছে। নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যাতায়াত আরও আরামদায়ক ও সুবিধাজনক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। যাত্রীদের দীর্ঘপথের যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে এই এসি বাস পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় মালদা হয়ে কলকাতা ও শিলিগুড়ির মধ্যে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

ট্রেন থেকে এনজেপি স্টেশনে উদ্ধার প্রায় ১ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ শিলিগুড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় আড়াই কিলোগ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। ঘটনায় দুই মহিলা-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হলো রোজিনা খাতুন,লাভলী বিবি, সৈয়ফুল হক ও ইসমাইল আলী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, শিলিগুড়ি জিআরপির এসওজি ও এনজেপি জিআরপির সাদা পোশাকের পুলিশ যৌথভাবে এই অভিযান চালায় এনজেপি স্টেশনের ৬নম্বর প্লাটফর্মে। এসি কামড়ায় অভিযানের সময় সন্দেহভাজন চারজনকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় তিনটি পিঠব্যাগ ও একটি মহিলাদের ব্যাগের ভিতর থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়।

মানসিক ভারসাম্যহীন গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ মানসিক ভারসাম্যহীন এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করলো বকুলতলা থানার পুলিশ। শনিবার রাতে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার তুলসিঘাটা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ। ধৃত যুবকের নাম ইউসুফ মোল্লা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ৩৫-এর ওই গৃহবধূ শনিবার রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগে অভিযুক্ত যুবক তাঁর বাড়িতে ঢুকে ওই মহিলার উপর চড়াও হন এবং তাঁকে ধর্ষণ করেন। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক ওই গৃহবধূর বাড়িতে পরিচারকের কাজ করতেন। ঘটনার কথা পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছতেই তাঁরা শনিবার রাতে বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

শিক্ষার নামে কোথাও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ চালানো হলে তা বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব, ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ শিক্ষার নামে কোথাও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ চালানো হলে তা বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গে ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার হাওড়ার সাতাসিতে একটি রক্তদান শিবিরে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানান।রাজ্য সরকারের তরফে পরিকাঠামো ও বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখে প্রথম দফায় ২৫২টি মাদ্রাসাকে বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই 'খারিজি মাদ্রাসা' বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আরও প্রায় ১০০টি মাদ্রাসাকে শোকজ করা হয়েছে। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, খারিজি মাদ্রাসা নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও একসময় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দলীয় চাপ ও ভোটের রাজনীতির কারণে তাঁর অবস্থান বদলাতে হয়েছিল বলে দাবি বিজেপি নেতার। তাঁর অভিযোগ, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কিছু মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্রদের 'র্যাডিক্যালাইজ' করার চেষ্ট্া এবং ভারতবিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যে কোনও সরকারের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবেই রাজ্য সরকার ২৫২টি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসকেও কটাক্ষ করেন শমীক। তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষের কাছে তৃণমূলকে নিয়ে আর কোনও আগ্রহ বা প্রত্যাশা নেই। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খারিজি মাদ্রাসা প্রসঙ্গে শমীক বাবু বলেন, তআজকের সীমাবর্তী এলাকায়, সমস্ত সীমান্তবর্তী জেলায় যেভাবে মাদ্রাসা বেড়েছে এবং সেই মাদ্রাসায় কার্যত শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্রদের র্যাডিক্যালাইজড করে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। ভারত বিরোধী প্রচার চলেছে। সংখ্যা দিয়ে ভারত দখলের তত্ত্ব চলেছে। ফলে যেকোনও সরকারের কাজই হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা। আর তার জন্য সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটাই তাদের নেওয়া উচিত।দ এদিন তৃণমূল প্রসঙ্গেও আক্রমণাত্মক ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, তৃণমূলকে নিয়ে মানুষের কোনও আগ্রহ নেই। তাঁর কথায়, তঋত আর মৃত নিয়ে মানুষের কোনও আগ্রহ নেই। তৃণমূল গৃহীত, পরীক্ষিত এবং পরিত্যক্ত এই মুহূর্তে নির্মূল। তৃণমূল নামে কোনও রাজনৈতিক দল নেই। তৃণমূলকে নিয়ে মানুষের কোনও আগ্রহ নেই। আর মানুষের যেখানে কোনও আগ্রহ না থাকে, স্বাভাবিকভাবে আমাদের যাদের মানুষের সরকার পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছে, তাদের কোনও দায়িত্ব নেই।দ এদিন ভুয়ো চিকিৎসকের হদিস নিয়েও বিগত তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন শমীক। তাঁর অভিযোগ, ''এটা দীর্ঘদিন ধরে এ রাজ্যে চলছিল। যেখানে মানুষের বদলে কুকুরের ডায়ালিসিস হয়, তাও পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর হাসপাতালে সেখানে ভুয়ো ডাক্তার পাওয়া যাবে;এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।'' অতীতেও ভুয়ো চিকিৎসক পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করে তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অব্যবস্থা ও অরাজকতার অভিযোগ তোলেন। মদন মিত্রের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করেন শমীক। এনআইএ তদন্তের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর প্রশ্ন, ''এনআইএ তদন্ত আগে করেননি কেন ? ভোটের পরে কেন ?'' এরপর রসিকতার সুরে তিনি বলেন, ''পুজো এসে গেছে। গণেশ পুজো চলছে। গান গান উনি। মদন'দা তো রসসিক্ত। মদন'দা মানেই জলভরা তালশাঁস।''

নদী বাঁচাতে এবার দিল্লির পথে দুই প্রবীণ ! কৃষ্ণনগর থেকে শুরু 'সেভ জলঙ্গি' সাইকেলযাত্রা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ একটা নদী এক দিনে মরে না। একটু একটু করে তার বুক ভরাট হয়, জলধারা সরু হয়, পাড় দখল হয়। আর একদিন দেখা যায়, নদীর জায়গায় শুধু চর কিংবা নির্মাণ। জলঙ্গী-অঞ্জনার এমনই পরিণতি ঠেকাতে এ বার পথে নামলেন দুই প্রবীণ। রবিবার সকাল ৮টা। কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়। সেখান থেকেই সাইকেল নিয়ে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন কাঁচরাপাড়ার তারকচন্দ্র পাল এবং কৃষ্ণনগরের দুলাল বিশ্বাস ওরফে 'বাঁকা দা'। তাঁদের অভিযানের বার্তা একটাই;'সেভ জলঙ্গি'। তারকচন্দ্রের দাবি, নদিয়া তথা কৃষ্ণনগরের জলঙ্গী ও অঞ্জনা নদী ক্রমেই অস্তিত্ব হারাচ্ছে। কোথাও নদী এতটাই সরু হয়েছে যে ড্রেনের মতো দেখায়, কোথাও আবার জলধারার চিহ্নও নেই। নদীর পাড়ে গড়ে উঠছে বাড়িঘর। নদী ভরাট করে জমি তৈরির অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতির কথা এবার দিল্লিতে গিয়ে জানাতে চান দুই প্রবীণ। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছে জলঙ্গী-সহ বিভিন্ন নদী সংস্কার এবং পরিবেশ রক্ষার দাবি জানাবেন তাঁরা। আগে জলঙ্গী ও অঞ্জনাকে বাঁচানোর যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই কথাও মনে করিয়ে দিতে চান। তবে এই যাত্রার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের যোগ নেই বলেই জানিয়েছেন তারকচন্দ্র। তাঁর বক্তব্য, সরকার সরকারের মতো কাজ করবে, আর সাধারণ মানুষও নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে। নদী বাঁচানোর কাজে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় করার বার্তাই তাঁদের। দুলাল বিশ্বাসের প্রশ্ন আরও সরাসরি। তাঁর বক্তব্য, রাস্তা ভেঙে গেলে তা নিয়ে দ্রুত হইচই হয়। সংবাদমাধ্যমের নজর পড়ে, প্রশাসনের কাছেও অভিযোগ যায়। কিন্তু একটি নদী বছরের পর বছর ধরে মরে গেলেও তার জন্য একই রকম আওয়াজ ওঠে না। অথচ রাস্তা আবার তৈরি করা সম্ভব, নদীর স্বাভাবিক অস্তিত্ব হারিয়ে গেলে তা ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন। জলঙ্গী ও অঞ্জনার পাশাপাশি পথে অন্য নদীগুলির অবস্থাও দেখবেন তাঁরা। কোথায় নদী শুকিয়ে গিয়েছে, কোথায় চর পড়েছে, কোথায় নদীর জায়গা দখল হয়েছে;সেই ছবিও দিল্লিতে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। প্রায় ৮০ বছর বয়সি দুলাল বিশ্বাস অবশ্য দীর্ঘ পথের যাত্রায় অভ্যস্ত। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এর আগে পুরী, কুম্ভমেলা, অযোধ্যা-সহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন তিনি। এবার সাইকেলে তাঁর গন্তব্য দিল্লি। কৃষ্ণনগর থেকে শুরু হওয়া এই দীর্ঘ যাত্রার লক্ষ্য তাই শুধু দিল্লি পৌঁছনো নয়। দুই প্রবীণের দাবি, দিল্লির দরবারে পৌঁছে দিতে হবে নদিয়া থেকে ওঠা সেই প্রশ্ন;নদী যদি না বাঁচে, তবে বাঁচবে কীভাবে পরিবেশ, আর বাঁচবে কীভাবে মানুষ?

আন্তঃজেলা আবাকাস প্রতিযোগিতা 'জেনিত ২০২৬' সফলভাবে সম্পন্ন

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তঃজেলা আবাকাস প্রতিযোগিতা 'জেনিত'। এনরুট আবাকাস নলপুর ও কালনা কর্তৃক যৌথভাবে এই জমকালো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই মহোৎস্ত্ব সবে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সি.পি.ডি.আর ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের প্রতিষ্ঠাতা জনাব অতিন্দ্র ঘোষ। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সম্মাননা জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে নলপুর সেন্টার ডিরেক্টর শ্রী অভিষেক পাল, কো-অর্ডিনেটর এন্ড ট্রেনার সুস্মিতা সরকার পাল, কালনা ডিরেক্টর শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ, কোয়াডিনেটর মনোর্মি ঘোষ, শুক্লাম্বার মিত্র এবং অনিন্দিতা দেব দেব মিত্র প্রমুখরা। ছোটদের মেধা বিকাশ ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে আয়োজিত এই আবাকাস প্রতিযোগিতা ঘিরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে। আজ সকাল ১০০০টায় প্রতিযোগিতার মূল পর্ব শুরু হয় জাতীয় সংগীতের সাথে। সেখানে প্রদীপ প্রজ্জলন, পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারকের সাথে সম্মানীয় অতিথিদের বরণ করা হয়। যেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিযোগীরা তাদের মেধা ও দক্ষতার চমৎকার প্রদর্শন করেন। এই সারাদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় সকল সদস্যের এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য আহারের ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত ছিল। দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার পর অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে বিকেল ৪০০টায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করেন। হাওড়ার ঐতিহ্যবাহী 'শরৎ সদন'-এ এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। সুশৃঙ্খল ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সফল করতে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতি আগে থেকেই নেওয়া হয়েছিল, যা আজকের আয়োজনে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে এ ধরনের আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মত প্রকাশ করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতি এবং আয়োজকদের নান্দনিক ব্যবস্থাপনা এই অনুষ্ঠানটিকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সার্বিকভাবে, হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত 'জেনিত ২০২৬' আবাকাস প্রতিযোগিতাটি আজ এক বর্ণিল ও সফল মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেন্টর শ্রী মৃণাল চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি সহ সকলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু বক্তব্য রাখেন।

ভরা কটালে ভয়াবহ নদীভাঙন সুন্দরবনের গোসাবায়

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোসাবা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কৌশিকী অমাবস্যার ভরা কটালে ফের ভয়াবহ নদীভাঙনের কবলে পড়লো সুন্দরবনের গোসাবার দয়াপুর। গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দয়াপুর গ্রামের বীণাপাণি এলাকায় শনিবার সকাল থেকে পরপর দু'দফায় নদীবাঁধে ভয়াবহ ধস নামে। প্রায় ৩০০ মিটার নদীবাঁধ নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। রবিবার সকালেও ওই এলাকায় ফের কিছুটা ভাঙন দেখা দেয়। এই ঘটনায় চরম আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে আচমকাই নদীবাঁধে বড়সড় ফাটল দেখা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ১০০ মিটার এলাকা জুড়ে বাঁধের মাটি এবং নদীর পাড়ের ম্যানগ্রোভের চর নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন সেচ দফতরের গোসাবা ডিভিশনের এসডিও শুভদীপ দালাল। তাঁর নির্দেশে তিনটি জেসিবি নামিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আগেই বিকেলের দিকে ফের ভয়াবহ ধস নামে একই এলাকায়। জোয়ারের জলের প্রবল স্রোতে আরও প্রায় ২০০ মিটার বাঁধ মুহূর্তের মধ্যে নদী গর্ভে চলে যায়। সব মিলিয়ে ভাঙনের পরিমাণ প্রায় ৩০০ মিটারে পৌঁছয়। রবিবার সকালে ও বাঁধের কিছু অংশে নতুন করে ধস নামে। জোয়ারের জলের তোড়ে মেরামতির কাজ ও বারবার ব্যাহত হচ্ছে।ইতিমধ্যেই সেচ দফতরের কর্মীরা দিন-রাত এক করে বাঁধ রক্ষার কাজে নেমেছেন। তবে সামনেই আরও একটি ভরা কটাল। তার আগে এতটা বিস্তীর্ণ এলাকায় বাঁধে ধস নামায় কার্যত রাতের ঘুম উড়েছে দয়াপুরের বাসিন্দাদের। যে কোনও মুহূর্তে নোনা জল বাঁধ টপকে বা ভাঙা অংশ দিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা সেক্ষেত্রে বসতবাড়ির পাশাপাশি চাষের জমি এবং মিষ্টি জলের পুকুরও প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শনিবার ও রবিবার দু'দিনই এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি। খতিয়ে দেখেন গোসাবার বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর। সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বাঁধ মেরামতির কাজেরও তদারকি করেন তিনি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য চন্দন মণ্ডল বলেন, তধস মেরামতের জন্য আমরা সেচ দফতরের সব রকম সহযোগিতা পাচ্ছি। কিন্তু প্রতি বছরই মাটির বাঁধ ভাঙছে। এর স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। সরকারের কাছে আমাদের দাবি, এখানে দ্রুত কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করা হোক।দ অন্যদিকে আতঙ্কিত গ্রাম বাসীদের কথায়, তআমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। কখন বাঁধ ভেঙে নোনা জল গ্রামে ঢুকে পড়ে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই মাটির বাঁধ দিয়ে আর কতদিন রক্ষা করা যাবে, সেটাই চিন্তার বিষয়।দ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রতি বছর ভরা কটাল ও নদীর জলের চাপে মাটির বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বারবার মেরামতি করেও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। তাই দ্রুত কংক্রিটের স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ না হলে আগামী কটালের জলে গোটা দয়াপুর প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ চললেও, আগামী ভরা কটালের আগে শেষ পর্যন্ত বাঁধ কতটা রক্ষা করা যায়, সেই দিকেই তাকিয়ে দয়াপুরের কয়েক হাজার মানুষ।

কালনায় জমজমাট 'অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া উশু লীগ'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ মহিলাদের আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলা এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া উশু লীগ ২০২৬'। কালনার পুরাতন বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ২২০ জন মহিলা প্রতিযোগী অংশ নেন। সমগ্র প্রতিযোগিতাটি সাব-জুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র;এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উশু ওয়েস্ট বেঙ্গলের সম্পাদক শম্ভু শেঠ, পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক নয়ন দাস এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী মৌসুমী মণ্ডল সহ একাধিক গুণীজন। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়, এই জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীরা রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পাবেন। রাজ্য স্তর পেরিয়ে তাঁদের সামনে জোনাল এবং জাতীয় স্তরে পৌঁছানোর পথ সুগম হবে। জেলা সম্পাদক নয়ন দাস জানান, উশু খেলার মাধ্যমে মহিলারা যেমন আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় কৌশল শিখতে পারছেন, তেমনই ক্রীড়া কোটায় ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির সুবর্ণ সুযোগও তৈরি হচ্ছে। সন্ধ্যায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার সানডা বিভাগে বিজয়ীরা ১১টি সোনা, ১১টি রূপো ও ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। অন্যদিকে তাউলু বিভাগে ৯টি সোনা, ৬টি রূপো ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক পান মহিলা প্রতিযোগীরা। ক্রীড়াপ্রেমীদের উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ভাঙনের মুখে শিব মন্দির, গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কালনা, হু হু করে বাড়ছে গঙ্গার জল। নদীর প্রবল স্রোত ও অব্যাহত ভাঙনের মুখে পড়ে এবার চরম অস্তিত্ব সংকটে কালনার কমলনগর ঘাটের ঐতিহ্যবাহী শতাব্দীপ্রাচীন শিব মন্দির। গঙ্গার জলের প্রবল চাপে ইতিমধ্যেই মন্দিরের নীচের অংশের একটি বড় অংশ ভেঙে ধসে গিয়েছে। ক্রমশ নদীর দিকেই হেলে পড়ছে ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় স্থাপনাটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত মাত্র তিন দিনের মধ্যেই নদীমুখী হয়ে প্রায় ১০ ইঞ্চি পূর্ব দিকে হেলে গিয়েছে মন্দিরটি। ফলে যে কোনো মুহূর্তে মন্দিরটি গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কায় দিন গুনছেন এলাকাবাসী। ভরা বর্ষায় নদী দু'কূল ছাপিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকাতেই। একদিকে জলস্তর বৃদ্ধি, আর অন্যদিকে নদীর ভয়াবহ রূপ;দুইয়ের জোড়া ফলায় বিপন্ন নদীপাড়ের মানুষের জনজীবন ও এই প্রাচীন মন্দির। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, মন্দিরের এই সংকটের কথা প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের একাধিকবার জানানো হলেও মন্দির রক্ষায় এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি অর্থ বরাদ্দ বা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রশাসনিক উদাসীনতায় প্রকৃতির রোষের সামনে কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে প্রকৃতির এই তাণ্ডবের মাঝেও আশা ছাড়ছেন না ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দারা। মন্দির রক্ষা ও ভাঙন প্রতিরোধের আশায় প্রতিদিন শিবলিঙ্গের মাথায় গঙ্গাজল ঢেলে মহাদেবের চরণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন তাঁরা। একদিকে গঙ্গার আগ্রাসন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আকুল প্রার্থনা;এখন দেখার, কমলনগর ঘাটের এই ঐতিহাসিক শিব মন্দিরকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়, নাকি নদীগর্ভেই তলিয়ে যায় ইতিহাসের এই নীরব সাক্ষী।

পূর্বস্থলী ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়েলফেয়ারের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ঃ পূর্বস্থলী ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়েলফেয়ারের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পূর্বস্থলী-১ ব্লকের জাহাননগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুলন্টু সারথি কমপ্লেক্সে। রবিবার অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনকে ঘিরে পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ইটভাটা মালিকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সহ-সম্পাদক কাশীনাথ বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ শ্রীকান্ত রায়-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সম্মেলনে পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লক এলাকার প্রায় ৪০টি ইটভাটার মালিক অংশগ্রহণ করেন।সম্মেলনে ইটভাটা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিকদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে ইটভাটা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়, ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা এবং অন্যান্য নানা প্রতিবন্ধকতার কথা বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন ইটভাটা মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন সমস্যার কারণে ইটভাটা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মালিক ও শ্রমিকদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এদিন ইটভাটা মালিকদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিধায়কের কাছে আবেদন জানানো হয়। তাঁদের বক্তব্য শোনার পর বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট মহলে তুলে ধরে সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইটভাটা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষ যুক্ত রয়েছেন।

ভিডিও বানাতে গিয়েই বিপত্তি ! ২ তরুণীকে হেনস্থার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, রাজগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ভিডিও তৈরির সময় দুই তরুণী কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ ও হেনস্থার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ডঙ্গ্ঠল রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ি ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর ভোরের আলো থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , শুক্রবার অভিযুক্ত ২ যুবক হরিচরণ ভিটার আর সুজন রায় গ্রেফতার করে পুলিশ। আমবাড়ি ৯ নম্বর কলোনির বাসিন্দা চন্দ্র প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে সেই একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়লে এলাকা জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা শুরু হয়।

পুজোতে বুকস্টল ও বিবেকানন্দ - বিতর্ক জিইয়ে রাখলেন শুভেন্দু ও শতরূপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ এই বিষয়টা খুব পরিষ্কারভাবে সকলের বোঝা দরকার যে, বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ লিখেছেন -' আমি একজন কমিউনিস্ট'! এই কথা স্মরণে রাখলে বিতর্ক হয়তো আগেই বন্ধ হয়ে যেতো। দুর্গাপুজোয় মণ্ডপের সামনে সিপিএমের বুকস্টল নিয়ে লাগাতার সমালোচনা শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। প্যান্ডেল থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাল শালু ও দলীয় পতাকায় সাজিয়ে বইয়ের স্টল রাখেন কমরেডরা, অথচ সেখানে মার্ক্স-লেনিন ছাড়া অন্য কোনও বই বিশেষত জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব তথা স্বামী বিবেকানন্দ, লোকেশ্বরানন্দজি, ভারত সেবাশ্রমের কোনও বই পাওয়া যায় না। শনিবারও এমনই কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তার পালটা দিতে স্বামী বিবেকানন্দকে হাতিয়ার করল সিপিএম। দলের তরুণ নেতা পোস্টে উল্লেখ করলেন, বাঙালিকে প্রথম মার্ক্স, লেনিন পড়তে শিখিয়েছিলেন বিবেকানন্দের ভাই, কমিউনিস্ট বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। শনিবার বামেদের তীব্র কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ত৩৪ বছর ধরে যারা পুজো লিখতে দেয়নি, পঞ্জিকা, শাস্ত্র, পুরোহিত, মন্ত্রোচ্চারণ, সাত্ত্বিকতা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তারা মণ্ডপে প্রবেশ করে মাকে আরতি করেনি। অথচ প্যান্ডেল থেকে দূরে একটা লাল শালু লাগিয়ে বসত। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ, লোকেশ্বরানন্দজী, ভারত সেবাশ্রমের লেখা বই পাবেন না। সেখানে বাংলা তৈরির তত্ত্বের কোনও বই পাবেন না। দ্বিজাতি তত্ত্বে ভারত ভাগের বই পাবেন না। হনুমান চালিশা পাবেন না। কার্ল মার্ক্স, লেনিনের বই পাবেন। হনুমান চালিশা পাবেন না।'' এর পালটা দিতে গিয়ে সিপিএমের তরুণ নেতা শতরূপ ঘোষ সিপিএমের পার্টি স্টলে বিবেকানন্দের বই থাকার দাবি করে বলেন, 'দুটো জিনিস জানতে পারবেন। প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের পার্টি স্টলে বিবেকানন্দের লেখা এবং বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা, এই দুই ধরনেরই একাধিক বই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কথা, বাঙালিকে আজ থেকে ১২০ বছর আগে মার্ক্স-লেনিনের বই পড়তে যিনি প্রথম শিখিয়েছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিজের ভাই, নিজের মায়ের পেটের ভাই, কমিউনিস্ট বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।'

ভারতীয় ভাষা সমাগম বিকশিত ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে , বৈশ্বিক জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিণত হবে ভারত

দুরন্তবার্তা, বারাণসী, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভাষার জ্ঞানধারার সঙ্গম, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক মহৎ প্রকাশ - ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা, আঞ্চলিক ভাষা এবং সমৃদ্ধ ভারত বিষয়ক ভারতীয় ভাষা সমাগম-২০২৬-এর সাক্ষী হলো কাশী। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতীয় ভাষাগুলির জগৎ যতটা বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ, বিকশিত ভারতের সম্ভাবনার দিগন্তও ঠিক ততটাই ব্যাপক। ভারতীয় ভাষাগুলি শুধুমাত্র কথা বলা এবং ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, লোক ঐতিহ্য এবং জীবনদৃষ্টির বাহক। এই ভাষাগুলিতে সংরক্ষিত জ্ঞানকে আধুনিক শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতের জ্ঞান-শক্তিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিশ্বের প্রাচীন ও প্রাণবন্ত শহর কাশীতে রবিবার ভারতীয় ভাষাগুলির এই বিপুল সম্ভাবনা প্রদর্শিত হলো। মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠের গান্ধী অধ্যয়ন পীঠ সভাগৃহে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর উদ্যোগে 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা, আঞ্চলিক ভাষা এবং সমৃদ্ধ ভারত' শীর্ষক বিষয়ে ভারতীয় ভাষা সমাগম-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাগমে ভারতীয় ভাষাগুলির বৈচিত্র্যময় জ্ঞান পরম্পরাকে বিকশিত ভারতের সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা এবং বিশ্বব্যাপী জ্ঞান অর্থনীতিতে ভারতের ভূমিকা শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যৌথভাবে সমাগমের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন উপাচার্য ও প্রধান অতিথি ড. কুলদীপ চাঁদ অগ্নিহোত্রী, প্রধান বক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচার টোলি-র সদস্য মুকুল কানিতকর, বিশিষ্ট অতিথি সারনাথের কেন্দ্রীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য ভিক্ষু অধ্যাপক (ড.) ওয়াংচুক দোর্জে নেগি, রাজ্য তথ্য কমিশনার পদুমনারায়ণ (পিএন) দ্বিবেদী এবং উত্তর প্রদেশ সরকারের পর্যটন ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী ড. নীলকণ্ঠ তিওয়ারি। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে মা ভারতীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় ও পুষ্প অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান অরবিন্দ ভালচন্দ্র মার্ডিকর। মুখ্য সমন্বয়ক তথা উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রীয় (আঞ্চলিক) সম্পাদক ড. রাজেশ তিওয়ারি অতিথিদের স্বাগত জানান। মহামনা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হিন্দি সাংবাদিকতা প্রতিষ্ঠান, মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠের ডিরেক্টর ড. নগেন্দ্র কুমার সিং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন। সঞ্চালনা করেন হিন্দুস্থান সমাচারের সম্পাদক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এক জ্ঞান-পরিবার। ভারতীয় ভাষা সমাগম দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছে, যেখানে প্রতিটি ভাষার স্বতন্ত্র পরিচয়ের পাশাপাশি ভারতের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক চেতনাও প্রদর্শিত হয়েছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় সংরক্ষিত জ্ঞানধারাগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই বিরাট ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা গড়ে তোলে, যার শিকড় হাজার হাজার বছরের পুরনো। ভাষাগুলিকে যুক্ত করার অর্থ কেবল শব্দ এবং সাহিত্যের আদান প্রদান নয়। এর ব্যাপক অর্থ হলো একটি অঞ্চলে অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যকে অন্য অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া। স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ জ্ঞান যখন আধুনিক প্রযুক্তি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষা এবং গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হবে, তখন ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য একটি ব্যাপক জ্ঞান-চক্রের রূপ নিতে পারে। সমাগমে এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়, ভারতীয় ভাষাগুলিকে কেবল অতীতের ঐতিহ্য হিসেবে না দেখে, সেগুলিকে ভবিষ্যতের উন্নয়নের শক্তিতে পরিণত করা উচিত। ভাষাগুলির সংরক্ষিত জ্ঞানকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে উপযোগী করে তোলা বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হতে পারে। ঐতিহ্য থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবন থেকে অর্থনীতি। ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ সাহিত্য, লোকজ্ঞান, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, দর্শন এবং জীবন-অভিজ্ঞতা কেবল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়। এগুলিতে আধুনিক গবেষণা, উদ্ভাবন এবং নতুন জ্ঞানভিত্তিক পণ্য তৈরির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজন সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে সংকলন করা, সংরক্ষণ করা এবং আধুনিক জ্ঞান ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং আধুনিক অনুবাদ ব্যবস্থা এই দিশায় নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এই প্রযুক্তিগুলির মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ বিষয়বস্তু বৃহত্তর সমাজ তথা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে কেবল ভাষার বাধা দূর হবে না, বরং ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার নতুন নতুন দিকও সামনে আসবে। বৈশ্বিক জ্ঞান অর্থনীতিতে ভারতের নতুন পরিচয়। একুশ শতকের বৈশ্বিক অর্থনীতিতে জ্ঞান, প্রতিভা এবং উদ্ভাবন প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের তরুণ প্রতিভার পাশাপাশি তার বহুভাষিক এবং বহুমাত্রিক জ্ঞান পরম্পরাও এক বিরাট শক্তি। ভারতীয় ভাষা সমাগম এই শক্তিকেই বিকশিত ভারতের সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার পথ নির্দেশ করেছে। ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে যদি শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তবে এই বৈচিত্র্য আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের নিজস্ব পরিচয় এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাকে আরও মজবুত করতে পারে। আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ জ্ঞানের ডিজিটাইজেশন এবং তার আধুনিক ব্যবহার দেশের বৌদ্ধিক সম্পদ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতীয় ভাষাগুলি হয়ে উঠবে বিকশিত ভারতের জ্ঞান-শক্তি। এই সমাগমের মূল বার্তা ছিল এটাই যে, ভারতীয় ভাষাগুলিকে কেবল ঐতিহ্য হিসেবে সংরক্ষণ করাই যথেষ্ট নয়। সেগুলিকে জ্ঞান, গবেষণা, প্রযুক্তি এবং অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যখন ভারতীয় ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞান আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশ ও বিশ্বের কাছে পৌঁছাবে, তখন সংস্কৃতির বাহক এই ভাষাগুলি জ্ঞান-উৎপাদনকারী শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারবে।ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে নিহিত সাংস্কৃতিক পুঁজিকে আধুনিক জ্ঞান-অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করা বিকশিত ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে এক নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। কাশীতে আয়োজিত ভারতীয় ভাষা সমাগম-২০২৬ এই সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে ভারতের দুর্বলতা হিসেবে নয়, বরং জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং বিশ্ব নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় পুঁজি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / সৌম্যজিৎ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮৪ সংখ্যা, সোমবার , ২৭ ভাদ্র, ১৪৩৩

আন্দামানের বন্দি

কালাপানির ডাক। পার্ক স্ট্রিট সেভেন পয়েন্টের দিকে গেছেন নাকি কোনদিন ? গেলে দেখতে পাবেন গ্রীল দিয়ে ঘেরা এক যুবকের হাফ বাস্ট মূর্তি। নীচে নামটা লেখা আছে কিন্তু ধুলোয় বিবর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিপ্লবী ইনি, তবে তাম্রপত্র জোটেনি। বদলে যে পরাধীন দেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটিয়েছেন মর্তের নরক সেলুলার জেলে, তারাই কেড়ে নিয়েছিল তাঁর প্রাণ! প্রকাশ্য রাস্তায় দিনের বেলায় প্রথমে মাথায় লোহার রডের বাড়ি। তারপর মাংস কাটার চপার দিয়ে ফালাফালা করে দেওয়া হল পেট। রক্তের স্রোতের সঙ্গে বেড়িয়ে এল নাড়িভুঁড়ি। এরই মধ্যে শাবল দিয়ে কেউ দু'চোখ খুবলে নিল তাঁর, জিভটা টেনে বের করে কেটে ফেলল মানুষের বেশে একদল শ্বাপদ! অনাথ হয়ে গেলন তিন বছরের শিশুপুত্র সহ এক তরুণী বধূ। শুনবেন নাকি মানুষটির পরিচয়? তাহলে পিছিয়ে যাই বেশ কয়েকটি বছর। ১৭ই আগষ্ট ১৯৩২ । সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে একটা জাহাজ এসে ভিড়লো পোর্ট ব্লেয়ার জাহাজ ঘাটায়। ডান্ডাবেড়ি লাগিয়ে নামিয়ে আনা হলো একদল তরুণকে। শাসকের বয়ানে এরা ছিলেন বিপজ্জনক কয়েদী। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে সেদিন তাঁরা তুলে নিয়েছিলেন হাতিয়ার। পশুর মতো হাঁটিয়ে এনাদের নিয়ে যাওয়া হল সেলুলার জেলে। দিনের আলো নিভে যাচ্ছে তখন, বিশাল লোহার দরজা পেরিয়ে ঢুকলেন তাঁরা কারা অভ্যন্তরে। চোখের সামনে দেখতে পেলেন ধরিত্রীর বুকে একটুকরো নরক! নতুন বন্দীদের সাথে সেদিন এসেছিলেন বছর বাইশের এক তরুণ সুশীল দাশগুপ্ত। বয়স কম হলে কি হবে, ঐ বয়সেই ঘোল খাইয়ে দিয়েছিলেন বৃটিশ প্রশাসনের। বরিশালের ছেলে সুশীল স্কুলে থাকতেই গুপ্ত সংগঠন 'যুগান্তর' দলের সদস্য হন। সাহসী ও ডানপিটে স্বভাবের জন্য অচিরেই নেতাদের নজরে আসেন। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সরকারের টাকা লুঠ করার দায়িত্ব দেয়া হয় তাঁর ওপর। মার্চ মাসে একদিন তাঁরা দলবল নিয়ে হানা দেন জেলার পুঁটিয়া ডাকঘরের জন্য আসা এক মেলভ্যানে। তাঁদের জানা ছিল না সেদিন ভ্যানে রক্ষীর সংখ্যা ছিল অনেক। সংঘর্ষে আহত হয়ে ধরা পড়ে যান সুশীল। বিচারে তার দশবছর কারাদণ্ড হয়, পাঠিয়ে দেওয়া হলো মেদিনীপুর জেলে। সংযোগ বশত ওখানে তখন বন্দী ছিলেন বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার। বছর খানেকের মধ্যেই জেলের উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে পালালেন দীনেশ, সঙ্গী হলেন সুশীল ও শচীন করগুপ্ত। প্রায় আটমাস পর ধরা পড়লেন সবাই, দীনেশ মজুমদার ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হলেন। সুশীল ও শচীনের ঠাঁই হলো সেলুলার জেল। কেমন ছিল পরাধীন দেশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এই কারাগার? ৪.৫ বাই ২.৭ মিটার সাইজের ৬৯৩ টা কুঠুরি বা সেল নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেলুলার জেল। হাওয়া চলাচলের জন্য পেছনের দেওয়ালে ৩ মিটার উচ্চতায় ছিল শুধু একটা ঘুলঘুলি। সাতটি সারির প্রতিটি কুঠুরির দরজা ছিল সামনের সারির পেছন দিকে। ফলে কোন আবাসিকই কারোর মুখ দেখতে পারতো না। সুশীল দাশগুপ্তকে দেওয়া হলো ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরীর কাজ। অসহ্য গরম। জল চাইলে মিলছে চাবুকের ঘা। এটাই ছিল জেলারের দাওয়াই। বলদের বদলে ঘানি টানতো বন্দীরা।

কেতকী কুশারী ডাইসন

'নির্বাসন নয়, ভাষাই তাঁর স্বদেশ' ঃ কেতকী কুশারী ডাইসন। পরিহাসটি যতই লঘু হোক, এ কথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজি ও বাংলা, উভয় ভাষাতেই তাঁর 'ধোপদুরস্ত' লেখনীর দৌলতে তিনি অভিবাসী বঙ্গীয় সাহিত্যের উজ্জ্বলতম এক স্বর। মানুষ দেশ বদলাতে পারে, ঠিকানা বদলাতে পারে, কিন্তু ভাষা যদি তার শিকড় হয়, তবে সে কখনোই প্রকৃত অর্থে নির্বাসিত হয় না। এই সত্যটি নিজের জীবন ও সাহিত্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন প্রবাসী লেখক, গবেষক ও অনুবাদক কেতকী কুশারী ডাইসন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৪০ সালে, কলকাতা শহরে। অবনীমোহন কুশারী তাঁর বাবা, মা অমিতা কুশারী। এক ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সব থেকে বড়ো কেতকী। কেতকীর পিতামহ ছিলেন সে যুগের এক খ্যাতনামা শিক্ষক। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতির জন্য অনেকে তাঁকে ডাকতেন 'শেক্সপিয়র কুশারী' বলে। শৈশব কেটেছে বর্তমান বাংলাদেশের মেহেরপুরে। বড় হয়েছেন সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে; বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ছিলেন তাঁর বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাবা অবনীমোহন কুশারী ১৯৪২-৪৫ সময়ে মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, পরবর্তীকালে স্বল্প সময়ের জন্য নীলফামারীতে। দেশভাগের পর অবনীমোহন মালদাতে মহকুমা প্রশাসক হিসেবে পোস্টিং নেন। পাঁচের দশকে কৃতী ছাত্রী হিসেবে কেতকী তখনই কলকাতা-খ্যাত। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি ১৯৫৮ সালে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ পরীক্ষায় রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পান। ১৯৬০ সালে স্কলারশিপ নিয়ে পাড়ি দেন বিলেতে। ১৯৬৩-তে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবার স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রি অর্জন করেন। অক্সফোর্ড থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণদের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী। অতঃপর কলকাতায় ফেরা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর শিক্ষকতা। ১৯৬৪ সালে বিয়ে করেন রবার্ট ডাইসনকে। তার পর কিছু সময় ইংল্যান্ডে, বছর দেড়েক ক্যানাডায়। ১৯৬৯-এর শেষে অক্সফোর্ডে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা আরম্ভ করেন। ১৯৭৫-এ ডক্টরেট উপাধি অর্জন। তিনি এক বিরল দ্বিভাষিক সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, যিনি বাংলা ও ইংরেজি, উভয়ই নিজের মাতৃভাষা মনে করেন। খ্যাতনামা জীবিত বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র যিনি এই দুই ভাষাতেই সমান দক্ষতায় লিখে চলেছেন। কেতকী কুশারী ডাইসনের সাহিত্যজগৎ বিস্ময়করভাবে বহুমাত্রিক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়েছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মেয়েদের দুঃখ কষ্টকে মোচন করতে হবে। তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাদেরকে যুক্তিবাদী ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। আর সেই যুক্তিবাদী ধর্মকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে যান তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, নারী শিক্ষাকে প্রসারিত করে শিক্ষিত নারী সমাজ তৈরি করতে হরে। নারীরা শিক্ষিত হলে দেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। মেধার সৃষ্টি করতে হবে। মেধা তৈরি হলে স্বাধীন মন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। জাগরণের শক্তি তৈরি করতে হবে। জাগরণের শক্তি দিয়ে জগৎকে জয় করতে হবে। ভারতে ঐধুনিক বিজ্ঞান চর্চা শুরু করতে হবে। সৎ শিক্ষার প্রসার ঘটলে কেউই বিপাকে পড়বে না। তিনি বলতেন, সৎ শিক্ষার প্রসার চাই। সৎ শিক্ষার প্রসার যত ঘটবে ততই সৎ মেধাবী যুবক তৈরি হবে। সৎ যুব সম্প্রদায় প্রস্তুত হবে। অসৎ বলে আর কিছু থাকবে না। অসৎ হয় শিক্ষার অভাবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।

সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ

রবীন্দ্রকুমার শীল

পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র জীবন শুরু হয়েছিল বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'পথের পাঁচালী'র হাত ধরে। তারপরে পরিচালক সত্যজিৎ রায় আরও তাঁর বেশ কয়েকটি বই নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর মধ্যে রয়েছে 'অপরাজিত' ও 'অশনি সংকেত'। সত্যজিৎ রায় বিভূতি ভূষণকে বেছে নেন তার একটি মাত্র কারণ তাঁর উপন্যাসে বাংলার প্রাকৃতির সঙ্গে বাঙালি সমাজের উত্থান পতন জড়িত। বাংলাকে চিনতে গেলে বিভূতি ভূষণের লেখা অতি অবশ্যই পড়তে হবে। সত্যজিৎ রায় কথা শিল্পী বিভূতি ভূষণ বন্দ্যো পাধ্যায়কে বিশ্বের সমস্ত লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সিনেমার মধ্যে দিয়ে। 'অপু' চরিত্রটি অমরত্ব লাভ করে সত্যজিৎ রায়ের হাত দিয়েই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তিনি মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' তাঁর সবচেয়ে বেশি পরিচিত উপন্যাস। ১৯৫১ সালে 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।

বিভূতিভূষণ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়া পাড়ার নিকটবর্তী মুরাতিপুর গ্রামে নিজ মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁর নিকট । তবে তাদের আদিবাস ছিল উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পানিতর গ্রাম। তার প্রপিতামহ ছিলেন কবিরাজ এবং তিনি বনগাঁর নিকট গ্রামে কবিরাজি করতে আসতেন। তার পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। পাণ্ডিত্য এবং কথকতার জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হন। মাতা মৃণালিনী দেবী। পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে বিভূতিভূষণ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

শিক্ষকতার পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন। একসময় কিছুদিন গোরক্ষিণী সভার প্রচারক হিসেবে বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। পরে খেলাৎ চন্দ্র ঘোষের বাড়িতে সেক্রেটারি, গৃহশিক্ষক এবং তার এস্টেটের ভাগলপুর সার্কেলের সহকারী ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন আবার ধর্মতলার খেলাৎ চন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরপর যোগ দেন বনগাঁর নিকট গোপালনগর হরিপদ ইনস্টিটিউশন স্কুলে। এ স্কুলেই তিনি আমৃত্যু কর্মরত ছিলেন। এ মহান কথাসাহিত্যিক ১৯৫০ সালে ১লা নভেম্বর তারিখে বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) ঘাটশিলায় পরলোকগমন করেন। স্ত্রীর নামে বাড়িটির নামকরণ হয় 'গৌরীকুঞ্জ'। সামনের রাস্তাটি অপুর পথ হিসেবে পারিচিত।

কখনও কখনও বড় সাহিত্য তৈরি হয় খুব সাধারণ একটি জীবন থেকে। গ্রামের পথ, অভাবের সংসার, স্কুলের ঘর আর চারপাশের চেনা মানুষই একদিন হয়ে ওঠে

অসাধারণ এক পৃথিবীর উপাদান। বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত এবং কথক। গল্প বলেই তিনি মানুষের মন টান তেন। হয়তো সেখান থেকেই ছোট ছেলেটির মনে গল্পের প্রতি প্রথম টান তৈরি হয়েছিল।

শৈশব খুব স্বচ্ছল ছিল না। গ্রামের পাঠশালা পেরিয়ে পড়াশোনা শুরু হয় বনগাঁ হাই স্কুলে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ১৯১৪ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর কলকাতার রিপন কলেজে পড়াশোনা। ১৯১৬ সালে আইএ এবং ১৯১৮ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ পাশ করেন। পরে এমএ ও আইন পড়তে শুরু করলেও আর্থিক কারণে সেই পড়াশোনা শেষ করা সম্ভব হয়নি। জীবন তখনও তাঁকে লেখক হিসেবে চিনত না। কখনও স্কুলে শিক্ষকতা, কখনও ভ্রাম্যমাণ প্রচারের কাজ, কখনও গৃহ শিক্ষকতা। পরে খেলাৎচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ভাগলপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। সেই পথ সেই বন সেই মানুষ সেই নিঃশব্দ প্রকৃতি পরে তাঁর লেখার ভিতরে ফিরে ফিরে এসেছে। ভাগলপুরে থাকার সময়ে তিনি সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তাঁর উপন্যাস 'আরণ্যক'-এ চিত্রায়িত করেন।

১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রথম গল্প উপেক্ষিতা। তখনও কেউ জানত না, এই লেখকের কলম বাংলা কথা সাহিত্যের চেহারা বদলে দেবে।

১৯২৫ সালে ভাগলপুরে থাকার সময় শুরু করেন 'পথের পাঁচালী' লেখা। ১৯২৮ সালে তার লেখা শেষ হয়। গ্রামবাংলার এক দরিদ্র পরিবারের ছোট ছোট আনন্দ, দুঃখ, স্বপ্ন আর হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলো এমনভাবে উঠে এল যে পাঠকের কাছে অপু, দুর্গা কিংবা সর্বজয়া কেবল চরিত্র হয়ে রইল না, তারা যেন পাশের বাড়ির মানুষ হয়ে উঠল।

এরপর একে একে এল 'অপরাজিত', 'চাঁদের পাহাড়', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'ইছামতী', 'অশনি সংকেত' সহ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কোথাও জঙ্গলের নিঃসঙ্গতা, কোথাও মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই, কোথাও অতি সাধারণ জীবনের ছোট্ট আনন্দ। তাঁর লেখায় প্রকৃতি কখনও শুধু পটভূমি হয়ে থাকেনি। সে নিজেই যেন গল্পের একজন নীরব চরিত্র হয়ে উঠেছে।

বিশেষ করে 'পথের পাঁচালী' তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য জায়গা এনে দেয়। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে সেই গল্প নতুন করে বিশ্বের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু বইয়ের পাতায় যে পৃথিবী তিনি তৈরি করেছিলেন, তার শক্তি ছিল আরও গভীরে। সেখানে বড় ঘটনা নয়, অনেক সময় একটি বৃষ্টিভেজা পথ, দূরে চলে যাওয়া ট্রেনের শব্দ কিংবা ভাইবোনের সামান্য আনন্দই হয়ে ওঠে জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্ত।

১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর ঘাটশিলায় হৃদরোগে তাঁর জীবন থেমে যায়। বয়স হয়েছিল মাত্র ছাপ্পান্ন। কিন্তু তাঁর তৈরি পৃথিবী থামেনি। আজ এত বছর পরও তাঁর লেখা পড়লে মনে হয়, তিনি আমাদের খুব পরিচিত কোনো গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটছেন। পাশে ধানখেত, দূরে গাছের সারি, কোথাও একটি কিশোরের ছুটে চলা। তিনি বড় বড় কথা বলেননি। মানুষের ছোট জীবনের মধ্যেই খুঁজে নিয়েছিলেন বড় সত্য।

শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের শিখিয়ে গেছেন, গল্পের জন্য দূরের পৃথিবীতে যেতে হয় না। চোখ মেলে নিজের চার পাশটাকে দেখলেই সেখানে লুকিয়ে থাকে অসংখ্য জীবন, অসংখ্য পথ, অসংখ্য গল্প। আর সেই গল্প সত্যি হয়ে উঠলে, লেখক চলে গেলেও তাঁর পথচলা শেষ হয় না।

শোনা যায়, গোপালনগর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে যাওয়ার সময় সদ্য-ভাঙা গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি জাতীয় কিছু একটা নিয়ে যেতেন বিভূতিভূষণ। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে জলযোগ। ইছামতী অথবা বাওড়ের ধারে শক্তপোক্ত গাছের ডালের উপরে গিয়ে বসতেন। খানিক বাদে আবার পড়ানো। প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে আসত তাঁর কাছে। পড়াতেন, গল্প বলতেন। রাতের খাওয়ার পরে কোনও কোনও দিন আড্ডা দিতে বাইরে যেতেন। বাড়ি ফিরতে হয়তো একটা বেজে যেত। আর এই পুরো সময়টাই প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করতেন। বিশেষত, বিকেল আর বেশি রাতে। গাছের ডালে বসে আকাশের বদলাতে থাকা রং দেখতেন। গভীর রাতে দেখতেন গভীর কালো আকাশ। শিক্ষকতার মাধ্যমে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন তিনি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।

এম.এ এবং ল ক্লাসে পড়ার সময়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল নীরদচন্দ্র চৌধুরীর। নীরদচন্দ্রের 'দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক' বইয়ে তার কিছু পরিচয় মেলে।

বিবেকানন্দের আদর্শই আমাদের চলার পথ ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

বিশেষ প্রতিবেদক

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। বিদেশি মন্ত্র আর উচ্চারিত করা যাবে না। বহু বছর ধরে বিদেশি মন্ত্র উচ্চারিত করে পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ দূষিত হয়ে গিয়েছে। এবারে সময় এসেছে স্বদেশি মন্ত্র উচ্চারিত করার। বাম দলের নেতারা এক সময়ে নেতাজিকে 'তোজোর কুকুর' বলেছিল। তারপরে আবার তারা সময় বুঝে ক্ষমা চেয়ে নেয়। স্বদেশিয়ানার বিরোধিতা করতে বাম দলের নেতারা পরিপক্ক। চিন দেশের চেয়ারম্যানকে নিজেদের চেয়ারম্যান বলে আখ্যা দিয়েছিল কট্টর বাম দল। নকশাল বলে তারা পরিচিত। সেই নকশাল আজকে মিলিয়ে গিছে। বাম দল ক্ষয়িষুতে পরিণত।

বামেরা বলত 'ভণ্ড', মার্ক্স-লেনিন নিয়ে শুভেন্দুর সমালোচনায় শতরূপের 'ঢাল' সেই বিবেকানন্দই! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আক্রমণের পালটায় বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম তুললেন শতরূপা। দুর্গাপুজোয় মণ্ডপের সামনে সিপিএমের বুকস্টল নিয়ে লাগাতার সমালোচনা শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। প্যান্ডেল থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাল শালু ও দলীয় পতাকায় সাজিয়ে বইয়ের স্টল রাখেন কমরেডরা, অথচ সেখানে মার্ক্স-লেনিন ছাড়া অন্য কোনও বই বিশেষত জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব তথা স্বামী বিবেকানন্দ, লোকেশ্বরানন্দজি, ভারত সেবাশ্রমের কোনও বই পাওয়া যায় না। গত শনিবারও এমনই কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তার পাল্টা দিতে স্বামী বিবেকানন্দকে হাতিয়ার করল সিপিএম। দলের তরুণ নেতা পোস্টে উল্লেখ করলেন, বাঙালিকে প্রথম মার্ক্স, লেনিন পড়তে শেখান বিবেকানন্দের ভাই, কমিউনিস্ট বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অথচ একসময়ে বামেরাই বিশ্ব কাঁপানো স্বামীজিকে 'আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য বাদী'র মতো নানা নেতিবাচক বিশেষণে ভূষিত করেছিল। ইতিহাস তার সাক্ষী। সময়ের পরিবর্তনে এই বামপন্থীরাই আজ বিবেকানন্দকে 'ঢাল' করছেন।

বিবেকানন্দের নিজের ভাই, কমিউনিস্ট বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন কমিউনিস্ট। তিনিও কোনও সময়ে তাঁর ভাই বিবেকানন্দকে নিয়ে কটাক্ষ করেননি। কমিউনিস্টরা গীতা পাঠ করতে নিষেধ করে। তারা বলে গীতা হচ্ছে একটি ধর্ম গ্রন্থ। আসলে গীতা হচ্ছে ভারত দর্শন। ভারত দর্শন গীতা পাঠ না করলে ভারত সম্পর্কে জানা একেবারে অসম্ভব। এস ওয়াজেদ আলি, সৈয়দ মুজতবা আলি গীতা পাঠ করেছেন। গীতা হচ্ছে ভারতের নিজস্ব দর্শন। আর কার্ল মার্কস, লেনিন স্টালিন হচ্ছে বিদেশি দর্শন। নিজেদের দর্শনকে ত্যাগ করে কেন বিদেশি দর্শন পাঠ করবো তার উত্তর দিতে পারে না বাম দলের নেতারা।

গত শনিবার বামেদের তীব্র কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ৩৪ বছর ধরে যারা পুজো লিখতে দেয়নি, পঞ্জিকা, শাস্ত্র, পুরোহিত, মন্ত্রোচ্চারণ, সাত্ত্বিকতা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তারা মণ্ডপে প্রবেশ করে মাকে আরতি করেনি। অথচ প্যান্ডেল থেকে দূরে একটা লাল শালু লাগিয়ে বসত। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ, লোকেশ্বরানন্দজী, ভারত সেবাশ্রমের লেখা বই পাবেন না। ভারতীয় দর্শনের বই থাকে না। দ্বিজাতি তত্ত্বে ভারত ভাগের বই নেই। 'হনুমান চালিশা' পাবেন না। ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত পাবেন না। পাবেন কার্ল মার্ক্স, লেনিনের বই।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

জলপাইগুড়ি দেখালো বর্তমানের ছাত্র চিত্র

অভিজিৎ ব্যানার্জি

মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া ওই মানুষটা শুধুই জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নন; ওটা আসলে আমাদের মরে পচে যাওয়া সমাজের খসে পড়া মেরুদণ্ড!

হাততালি দিন, জোরে হাততালি দিন! করতালি দিয়ে বরণ করে নিন একবিংশ শতাব্দীর সেই 'সোনার টুকরো' ছাত্রকে, যে প্রকাশ্য দিবালোকে বুক ফুলিয়ে প্রমাণ করে দিল; আমাদের শিক্ষা কারখানাগুলো এখন আর মানুষ তৈরি করে না, হিংস্র এবং অকৃতজ্ঞ জানোয়ার প্রসব করে।

আজকের দিনে পাশের বাড়ির ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে যে সমাজের বুক জ্বলে খাক হয়ে যায়, সেখানে নিজের পেটের সন্তান না হয়েও নিঃস্বার্থভাবে অন্যের ছেলের সাফল্যে যে নির্বোধ জাতটা বুক ফুলিয়ে আনন্দ পায়; তাদের নাম 'শিক্ষক'। এই চরম বোকামিরই যোগ্য পুরস্কার মিলল তো আজ? রক্তে ভেসে গেল জলপাইগুড়ির স্কুলের চত্বর।

কোথায় গেল সেই জ্ঞানপাপী তথাকথিত 'সুশীল' সমাজ? শিক্ষকের সামান্য চোখ রাঙানিতেই যাদের আহ্লাদী বাছাধনদের 'মানসিক ট্রমা' হয়ে যেত, আজ দশম শ্রেণীর এক কিশোরের ধাক্কায় প্রবীণ শিক্ষকের ফাটা কপাল আর রক্তাক্ত জামা দেখে তাদের মানবাধিকারের জিভ কোন গর্তে সেঁধিয়ে গেল? সামান্য শাসনটুকু আজ 'অপরাধ', আর শিক্ষকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াটা আধুনিক 'অধিকার'! এই রক্ত শুধু একজন শিক্ষকের শরীর থেকে ঝরেনি, এ রক্ত এই পঙ্গু সমাজের নির্লজ্জ মুখে চপেটাঘাত। মহাভারতে একলব্য গুরুর চরণে নিজের আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন, আর আধুনিক বাংলার কুপুত্ররা মাস্টারের মাথা ফাটিয়ে রাজপথে রক্তের আলপনা এঁকে দিল। চমৎকার গুরুদক্ষিণা!

সন্তানকে শুধু ৯৯ শতাংশ পাওয়ার প্রতিযোগিতা শিখিয়েছেন, কিন্তু মানুষ হতে শেখাননি। জেনে রাখুন, আজ যে ছেলেটি শিক্ষকের গায়ে হাত তুলতে বুক কাঁপে না, কাল সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আপনার গলা টিপে ধরতেও তার হাত কাঁপবে না। বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন, এখন ফল খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। ঘুমিয়ে থাকুন সমাজ, মরার মতো ঘুমিয়ে থাকুন। নিজের রক্তে যখন ঘর ভাসবে, তখন বুঝবেন; যেদিন মাস্টারমশাই রক্তাক্ত হয়েছিলেন, সেদিনই আসলে এই সভ্যতার মৃত্যুঘণ্টা বেজে গিয়েছিল!

শিক্ষকেররক্ত সামাজিকঅবক্ষয় লজ্জিতবাংলা পচে যাওয়া সমাজ গুরুদক্ষিণা জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল ধিক্কার। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ঘটনা আমাদের সামনে এক ভয়ংকর প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে। যে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জ্ঞানবিজ্ঞান, যুক্তি, মানবিকতা ও শৃঙ্খলার চর্চা হওয়ার কথা, সেই প্রাঙ্গণেই একজন প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হলেন। তাঁকে ঘিরে ধস্তাধস্তি, আক্রমণাত্মক আচরণ, এমনকি মাটিতে ফেলে দেওয়ার দৃশ্য; এ শুধু একজন শিক্ষকের অপমান নয়; এ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার এবং সমাজের নৈতিক সংকটের এক নগ্ন প্রকাশ।

কারো নামে কোনও অভিযোগ থাকতেই পারে। প্রধান শিক্ষক ভুলও করতে পারেন। কিন্তু কোনও অভিযোগের বিচার কি মারধর, হেনস্থা বা দলবদ্ধ আক্রমণের মাধ্যমে হবে? তাও ছাত্রদের হাতে? যেকোনো সভ্য সমাজে অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য নিয়ম আছে, আইন আছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদের হাতে আইন তুলে দেওয়ার অধিকার কে দিল?

তবে এই ঘটনার সম্পূর্ণ সত্য এবং ঘটনার পেছনের কারণ অবশ্যই নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সামনে আসা প্রয়োজন। কিন্তু কারণ যাই হোক, একজন প্রধান শিক্ষককে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করা কখনও প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। এ চরম অসভ্যতা। প্রতিবাদ আর উন্মত্ততা এক জিনিস নয়।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন; আমরা আমাদের সন্তানদের আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কী শেখাচ্ছি? তবে শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে দায় এড়ালে চলবে না। পরিবার, সমাজ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ; সবকিছু মিলিয়েই আজকের প্রজন্ম গড়ে উঠছে। যখন চারপাশে অসহিষ্ণুতা, গালাগালি, হুমকি এবং শক্তির প্রদর্শনকে স্বাভাবিক করে ডিম ছোঁড়া কালচার তৈরি করা হচ্ছে, তখন তার প্রতিফলন বিদ্যালয়ের দরজাতেও এসে পৌঁছায়।

শিক্ষক মানেই তিনি সমস্ত ভুলের ঊর্ধ্বে; এ কথা যেমন সত্য নয়, তেমনই শিক্ষককে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অপমান, হেনস্থা বা আক্রমণ করার অধিকারও কারও নেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভয় বা অন্ধ আনুগত্যের নয়; এটি পারস্পরিক সম্মান, প্রশ্ন, যুক্তি, ভালোবাসা ও দায়িত্বের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু একজন শিক্ষক বা কয়েকজন ছাত্র নয়; ক্ষতিগ্রস্ত হবে পুরো শিক্ষ ব্যবস্থা। নষ্ট হবে সমাজের ভবিষ্যৎ। আজ একজন প্রধান শিক্ষক আক্রান্ত হয়েছেন। কাল হয়তো আক্রান্ত হবেন অন্য কোনও শিক্ষক। তারপর? বিদ্যালয় কি তবে শিক্ষার প্রতিষ্ঠান না হয়ে উঠবে শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ?

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। প্রকৃত সত্য সামনে আসুক। দোষী যে-ই হোক, তার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতেই হবে; বিদ্যালয়ের ভিতরে এমন উন্মত্ততার জন্ম হওয়া একটি গভীর সামাজিক বিপদ সংকেত। তাই শুধু এই ঘটনার নিন্দা করলে আজ চলবে না। প্রয়োজন আত্মসমালোচনার। প্রয়োজন মূল্যবোধের পুনর্গঠনের। প্রয়োজন মানবিকতা ও যুক্তিবোধের শিক্ষা। বিদ্যালয়ের মতো পবিত্র জায়গা আর হয় না। বিদ্যালয় সমাজ গঠন করে। সেই বিদ্যালয় কলুষিত হলে সমাজের অমঙ্গল। আর যদি সেই বিদ্যালয়েই শিক্ষক ছাত্রদের হাতে নিরাপদ না হন, তাহলে পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ে। তাই সত্যিই এই সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

টাকির কাছেই ধান্যকুড়িয়া জমিদার বাড়িতে প্রাচীন দুর্গা পুজো

শঙ্করলাল কর্মকার

বাঙালিদের দুর্গা পুজোকে আপন করে নিয়েছিল সাহেবরা। লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস শোবাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণদেবের বাড়িতে আসতেন দুর্গা পুজোয় অংশ গ্রহণ করতো। তৎকালীন বাংলার জমিদাররা সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতো। চারদিন ধরে সাহেবরা জমিদার বাড়িতে বসে খেয়ে আনন্দ করে দিন কাটাতো। যে দুর্গাপুজো দেখতে ট্রেনে আসতেন। দুর্গাপুজো মানেই কি শুধু কলকাতার বড় বড় পুজো, আলো আর ভিড়? যেমনটা আমি আগেই বলেছি যে, আমার কাছে পুজোর আনন্দটা একটু অন্যরকম। সুযোগ পেলেই শহরের চেনা গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি বাংলার পুরনো বনেদি বাড়ির পুজো দেখতে। কারণ সেখানে শুধু দেবী আরাধনা নয়, পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইতিহাস, ঐতিহ্য আর কয়েক প্রজন্মের স্মৃতি। এবারের গন্তব্য ছিল ধান্যকুড়িয়া। যারা কলকাতা থেকে খুব কাছাকাছির মধ্যে একটু বনেদি ও গ্রাম্য ইতিহাসের সাথে যুক্ত পুজো দেখতে যান তাদের জন্য ধান্যকুড়িয়া অনবদ্য।

শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে যাওয়া যায় কিন্তু আমি সকালেই কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম। শহরের ব্যস্ততা পেরিয়ে টাকি রোড ধরে যত এগোচ্ছিলাম, চারপাশের দৃশ্যও বদলে যাচ্ছিল। রাস্তার দু'পাশের সবুজ আর ছোট ছোট জনপদ পেরিয়ে যখন ধান্যকুড়িয়ায় পৌঁছলাম, তখন বুঝলাম; এই জায়গাটাকে শুধু গ্রাম বললে ভুল হবে। চারপাশের পুরনো প্রাসাদ আর স্থাপত্যের জন্যই ধান্যকুড়িয়া আজও বাংলার অন্যতম 'প্রাসাদ ঘেরা গ্রাম' হিসেবে পরিচিত।

গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হাঁটতেই চোখে পড়ল পুরনো বাড়িগুলো। বয়সের ছাপ স্পষ্ট, কোথাও ভগ্নদশা, কোথাও আবার এখনও দাঁড়িয়ে আছে পুরনো গরিমা নিয়ে। এর মধ্যেই গায়েন বাড়ির ইতিহাস জানতে গিয়ে সবচেয়ে অবাক করা তথ্যটি পেলাম। একসময় এই বাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে ইংরেজ সাহেবরাও আসতেন!

গায়েন পরিবারের পাটের ব্যবসার সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগ ছিল। তাঁদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তৈরি হয়েছিল 'গাইন গার্ডেন' স্টেশন। মার্টিন কোম্পানির বাষ্প চালিত ট্রেনে করে সাহেবরা এসে নামতেন সেখানে, তারপর যেতেন গায়েনদের বাগানবাড়িতে দুর্গা পুজো দেখতে।

আজ সেই স্টেশন নেই, সেই ট্রেনও নেই। কিন্তু প্রায় ১৮০ বছরের পুরনো দুর্গাপুজো এখনও টিকে আছে। একচালার প্রতিমা, সাবেকি রীতি, পুরনো আচার; সব মিলিয়ে এই পুজোর মধ্যে এখনও বনেদিয়ানার একটা আলাদা ছাপ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি মনে দাগ কাটল সন্ধিপুজোর কথা। ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানোর পর নির্দিষ্ট সময়ে বন্দুকের গুলির শব্দে সন্ধিপুজোর মুহূর্ত ঘোষণা করা হয়। ভাবতেই অবাক লাগে; এত বছর পেরিয়েও একটি পুরনো রীতি এখনও একইভাবে বেঁচে রয়েছে!

ধান্যকুড়িয়া ঘুরতে গিয়ে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে এই জায়গাটাই; এখানে ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় নেই। পুরনো বাড়িগুলো, ঠাকুরদালান, পুজোর রীতি; সবকিছুর মধ্যেই তার ছাপ রয়েছে। ফেরার সময় মনে হচ্ছিল, আমরা কলকাতার কত পুজো দেখি, কত আলো দেখি, কত থিম দেখি। অথচ আমাদের এই বাংলার আনাচে-কানাচে এমন কত পুজো ছড়িয়ে আছে, যেগুলোর পিছনে রয়েছে শত বছরের গল্প।

গ্রাম বাংলার বহু প্রাচীন জমিদার বাড়িতে আজও নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গা পুজো হয়ে আসছে। সেই সব পুজোয় অংশ গ্রহণ করে গ্রাম বাংলার মানুষেরা। সেই সব পুজোর ইতিহাস আজও আমাদের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে। অথচ এই সব প্রাচীন পুজোর হচ্ছে বাঙালি ও বাংলাদেশের ঐতিহ্য।

রোগীর রহস্যমৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ নদিয়ার শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের শৌচাগার থেকে উদ্ধার রোগীর ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম তপন ঘোষ (৬০)। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অঞ্জনাপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তপন। শনিবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরিবারের দাবি, সম্ভবত বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেলেছিলেন বৃদ্ধ। এর পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শৌচাগারে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ দেখতে পান হাসপাতালের কর্মীরা। এর পরেই কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তপন আত্মহত্যা করেছেন বলেই প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এ বিষয়ে শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল সুপার জয়ন্ত সরকার বলেন, ''এক রোগীর দেহ উদ্ধার হয়েছে হাসপাতালের বাথরুম থেকে। তাঁর পরিবারও ঘটনাস্থলে এসেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তার রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।''

নাবালিকাকে বিয়ে করতে গিয়ে ধৃত পাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বলেছিলেন, আঠারো বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না। দরকারে গ্রেফতার করা হবে স্বামীকে। রাজ্যের মধ্যে নাবালিকা বিয়ের শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। আর সেই জেলাতেই এবার নাবালিকা বিয়ে রুখল পুলিশ। গ্রেফতার পাত্র। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবকের নাম মুক্তার হোসেন। ধৃতের বাড়ি সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী অর্পিতা হালদারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে পৌঁছায় পুলিশ। অভিযোগে ষোলো বছর বয়সী এক নাবালিকার সঙ্গে বেশ তোড়াজোড় করে বিয়ের আয়োজন করে পরিবার। এরপরই সটান হাজির হয় পুলিশ। অভিযুক্তকে রবিবার বহরমপুরে জেলা জজ আদালতে পাঠানো হয়।

অন্নপূর্ণার টাকা জমিয়ে ফান্ড, প্রথমবার দুর্গাপুজো করবেন এখানকার মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ গ্রামে এতদিন ছিল না দুর্গাপুজো। এবার সেই আক্ষেপ মেটাতে একজোট হলেন গ্রামের মহিলারা। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা থেকে অর্থ দিয়ে দুর্গাপুজোর উদ্যোগ

নিলেন তাঁরা। খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল নতুন দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি। মহিলাদের এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার পুরুষেরাও। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথচক গ্রাম। এতদিন এই গ্রামে কোনও দুর্গাপুজো হতো না। এবার সেই ছবিটাই বদলাতে চলেছে। গ্রামের মহিলারা একজোট হয়ে শুরু করেছেন দুর্গাপুজোর উদ্যোগ। 'রঘুনাথচক মহামায়া দুর্গোৎসব মহিলা কমিটি'-র উদ্যোগে ইতিমধ্যেই হয়েছে দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো। তবে দুর্গাপুজো করতে প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থের। সেই অর্থের জোগান কীভাবে হবে, তা নিয়েও নিজেদের পরিকল্পনা করেছেন মহিলারা। তাঁদের দাবি, অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাভোগী প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন মহিলা প্রতি মাসে পাওয়া ৩ হাজার টাকা থেকে পুজোর ফান্ডে অর্থ দেবেন। এর পাশাপাশি গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা সংগ্রহও শুরু হয়েছে। মহিলাদের এই উদ্যোগকে সফল করতে পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার পুরুষরাও। আগামী দিনে রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের আশা, সকলের সহযোগিতায় এবার রঘুনাথচকে ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম দুর্গাপুজো। অন্নপূর্ণাযোজনার অর্থ দিয়ে মহিলাদের এই দুর্গাপুজোর উদ্যোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই গ্রামে তৈরি হয়েছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এ প্রসঙ্গে এক মহিলা বলেন, ''আমাদের সামনা-সামনি কোথাও দুর্গাপুজো ছিল না। অনেক দূরে যেতাম অঞ্জলি দিতে। সেই কারণে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে আমরা এই পুজো করছি।''

বাল্যবিবাহ ও মানব পাচার রুখতে নিমপীঠে পুলিশের সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ সরকারি নির্দেশ মেনে বাল্যবিবাহ ও মানব পাচার রুখতে আরও তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে জেলার প্রতিটি থানা এলাকায় শুরু হয়েছে বাল্যবিবাহ ও মানব পাচার প্রতিরোধে ধারাবাহিক সচেতনতামূলক প্রচার। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার বকুলতলা থানার উদ্যোগে নিমপীঠ গার্লস হাই স্কুলে আয়োজিত হল বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে স্কুলের ছাত্রীদের সামনে বাল্যবিবাহের কুফল এবং এর ফলে কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক জীবনে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, মানব পাচারের বিভিন্ন কৌশল, পাচারের ভয়াবহ পরিণতি এবং কীভাবে এই

ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব, সে বিষয়েও ছাত্রীদের সচেতন করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ, ভুয়ো চাকরির প্রতিশ্রুতি, বিয়ের প্রলোভন কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে প্রতারণার মতো বিভিন্ন কৌশলে কিশোরী ও মহিলাদের পাচারের ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অপরিচিত কারও প্রলোভনে পা না দেওয়া এবং সন্দেহজনক কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত পরিবারের সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিতে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ নম্বর সম্পর্কে ও শিশু বাল্যবিবাহ, নির্যাতন, পাচার বা অন্য কোনও বিপদের মুখে পড়লে কীভাবে সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় এবং পুলিশের সহযোগিতা কীভাবে নেওয়া সম্ভব, সে বিষয়েও বিস্তারিত ভাবে বোঝানো হয়। পুলিশ প্রশাসনের বক্তব্য, শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করে বাল্যবিবাহ ও মানব পাচারের মতো সামাজিক অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে কিশোরী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা। সেই লক্ষ্যেই স্কুল, গ্রাম ও বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হবে। মূলত কিশোরীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাঁদের আরও সচেতন ও ক্ষমতায়িত করাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দিনেও বকুলতলা থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাল্যবিবাহ এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সচেতনতা প্রচার চালানো হবে।

NIQ, Govt of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Additional temporary IT Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at Nabanna Sabhaghar on 15.09.2026" **[Job No. KIT/RW/179 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-099/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing: **14.09.2026 up to 05.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division**

বাংলার মাটি থেকে ছোড়া হবে ক্ষেপণাস্ত্র!

দিঘার কাছে ডিআরডিও-র মেগা প্রোজেক্ট, অনুমোদন শুভেন্দু-সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ বাংলায় সরকার বদলাতেই প্রতিরক্ষায় বিনিয়োগ। দিঘার খুব কাছেই তৈরি হচ্ছে ডিআরডিও-র নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকেন্দ্র। প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে জমি দিল রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরি হবে। আর দিঘা থেকে জুনপুটের দূরত্ব ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটারের মধ্যে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, ডিআরডিও-র তরফে জুনপুটে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড় প্রোজেক্ট আসছে। ইতিমধ্যেই তিনি অনুমোদন দিয়েছেন। এবার জানা গেল জুনপুটে নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে তৃণমূল সরকারের আমলে জুনপুটে পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব দেয় ডিআরডিও। অভিযোগ, প্রকল্পের জন্য জমি বরাদ্দের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল। নতুন সরকারের আমলে এবার সেই জট কাটল। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের অনুমোদন মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে জমি দিয়েছে শুভেন্দু-সরকার। জানা গিয়েছে, ওড়িশার চাঁদিপুরের পরিপূরক

হিসেবে কাজ করবে জুনপুটের এই নতুন পরীক্ষাকেন্দ্র। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত জুনপুট চাঁদিপুর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে। ফলে দুই পরীক্ষাকেন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষার পরিকাঠামো আরও বাড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন কেন্দ্র তৈরি হলে ক্ষেপণাস্ত্র, রাডার এবং বিভিন্ন উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির পরীক্ষা আরও কার্যকরভাবে করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ব্যবস্থার পরীক্ষার ক্ষেত্রে চাঁদিপুরের উপর চাপ কিছুটা কমানো সম্ভব হতে পারে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা ও পরীক্ষার পরিকাঠামো বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ''ডিআরডিও-র তরফে একটি চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল ২০২৪ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে তারা চিঠি লিখেছিল। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল এলাকা জুনপুটে একটি প্রোজেক্টের জন্য চিঠি লেখা হয়েছিল। কিন্তু, চিঠির কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। আমি উত্তর দিয়ে দিয়েছি। ডিআরডিও-র তরফে পশ্চিমবঙ্গে একটি বড় প্রতিরক্ষা প্রোজেক্ট আসছে। জুনপুটে হচ্ছে। যা দেশের সুরক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গের বিকাশের জন্য বড় পদক্ষেপ।''

NOTICE INVITING QUOTATION

A Notice Inviting Quotation No. **04 (Vehicle)/C.E & P.D., SPMU, WBMIFMP of 2026-27, dated 09.09.2026** is hereby invited by the Deputy Project Director (Civil)-1, SPMU, WBMIFMP, I&W Dte. for Supplying an inspection vehicle (Non-Air conditioned) with driver for the official use of the Additional Project Director-I, SPMU, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Directorate, Jalasampad Bhawan (9th floor) Kolkata-700091 on behalf of Governor of West Bengal from reliable bidders. All the details of N.I.Q can be obtained from the website **https://iwd.wb.gov.in from 14th September, 2026 at 11.00 Hours.** Last date & time for receiving of quotation paper is **23 September, 2026 upto 14.00 Hours.**

Sd/-
Deputy Project Director (Civil)-I
SPMU, WBMIFMP, I & W Dte

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড
ACRE MAKING ASSETS WORK
ইউনিট নং. ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস্, প্লট নং. সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বইঃ ৪০০০৫১

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে

এসিআরই-এআরসি অ্যাসাইনার-এর কাছ থেকে SARFAESI আইন, ২০০২-এর ৫ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার সমস্ত আর্থিক সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ অধিগ্রহণের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং আর্থিক নথিপত্র ও জামানত সংক্রান্ত শর্তানুসারে আর্থিক সম্পদ হস্তান্তর-এর ভিত্তিতে ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার সময়, এসিআরই-এআরসি ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সমস্ত অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ অর্জন করেছে। এর ফলে, ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে এসিআরই-এআরসি এখন অ্যাসাইনার-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তারা ঋণ সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থ আদায় ও সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্টফোলিও	বরাতের তারিখ	ঋণগ্রহীতার নাম	ধারা ১৩(২)-এর অধীন দাবিনামার তারিখ ও দাবিনামার অর্থ
১.	PR01187545	এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১	এসবিএফসি	২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬	রাজ প্রিয়া মোটোর্স, গোবিন্দ দাস, দুর্গা দাস	২৮শে জুলাই, ২০২৬, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১০,১০,৬৬২/- টাকা
বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত খড়ুয়া চাঁদপুর পোস্ট অফিসের অধীন চাঁদপুর মৌজায় অবস্থিত ৩.২ শতক জমির সম্পূর্ণ অংশ ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি-যার জে.এল. নং ৭১, তৌজি নং ৫৮৬, আর.এস. নং ১৫৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৩৬ ও ৩২৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৭১ এবং এল.আর. দাগ নং ১৯০০-এর সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে-একতলা বাড়ি (অস্থায়ী), পশ্চিমে-একতলা বাড়ি, দক্ষিণে-৬ ফুট চওড়া চলাচলের পথ এবং পূর্বে-একতলা বাড়ি।						
২.	PR00960101	এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১	এসবিএফসি	২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬	রাধায়ঙ্গ পতঞ্জলি ভান্ডার, সোমনাথ বসাক, মমতা বসাক, রাধায়ঙ্গ পতঞ্জলি ভান্ডার	২৮শে জুলাই, ২০২৬, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩,৮১,১১৬/- টাকা
বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ উত্তর ২৪-পরগনা জেলার রাজারহাট (বর্তমানে বাগুইআটি) থানার অন্তর্গত এবং রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা (বর্তমানে বিধাননগর পৌর নিগম)-এর আওতাধীন মৌজা-দসদ্রোণ, জে.এল. নং ৪, আর.এস. নং ১৫০, তৌজি নং ২৯৯৮-এ অবস্থিত ৪ (চার) কাঠা ৮ (আট) ছটাক, কম-বেশি। পরিমাণের জমি ও তসংলগ্ন সম্পত্তি যা আর.এস. দাগ নং ৩০৫-এর অন্তর্ভুক্ত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ২১৯, ৮২, ৮৩০ ও ২৯৬ তদনুযায়ী এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৬/১ ও ১৫১/১-এর আওতাভুক্ত। সম্পত্তিটি সন্দীপনি (দসদ্রোণ) নামক রাস্তার ওপর অবস্থিত এবং এর হোল্ডিং নম্বর হল আরজিএম ৭/০৮, বিআই-বি ও আরজিএম ৭/২৫৮, বিআই-বি ওয়ার্ড নং ৭, বর্তমানে ৫। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে-৮ ফুট চওড়া রাস্তা দক্ষিণে-আর.এস. দাগ নং ৩০৫-এর অংশবিশেষ পূর্বে-৮ ফুট চওড়া রাস্তা পশ্চিমে-১০ ফুট চওড়া রাস্তা।						
২.	PR01318267	এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১	এসবিএফসি	২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬	উত্তম মন্ডল, বনশ্রী বার, বলরাম মন্ডল	২৮শে জুলাই, ২০২৬, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৫,৪২,৯৭৩/- টাকা
বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা থানার অন্তর্গত মৌজা- কাঁঠালফুলি, জে.এল. নং ৬৯-এ অবস্থিত প্রায় ২.২২ ডেসিমেল আয়তনের জমিটুকু যা খতিয়ান নং ৩৮৬ তদনুযায়ী আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৮ এবং দাগ নং ৮৮৩-এর অন্তর্ভুক্ত। জমিটির সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে- কালীপদ মণ্ডল, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- মনোরঞ্জন মণ্ডল, পশ্চিমে- গৌর মণ্ডল।						

নোটিশ জারির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিশটি ধারা ১৩(১৩)-এর আওতাভুক্ত যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা সম্পত্তিটি যেন কোনোভাবেই বিক্রি, ইজারা বা হস্তান্তর করা না হয়।

তারিখঃ ১৪.০৯.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা- অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (''ব্যাংক'') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।

ঋণ বা সুবিধাসমূহের শর্তানুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধে ঋণগ্রহীতারা ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়ায়, নিচে উল্লিখিত ঋণ বা সুবিধাসমূহের হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি বা এনপিএ (এনপিএ-নন পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের কাছে একাধিক নোটিশ / ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ প্রেরণ করেছে এর মধ্যে নিচে উল্লিখিত তারিখে পাঠানো চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধকীকৃত সম্পদ বা জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবের সমুদয় বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করে। এতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই বন্ধকীকৃত সম্পদ বা জামানত বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাই, ঋণ চুক্তির আওতায় 'প্লেজি বা জামানত গ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে, ব্যাংক বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ বা তার পরবর্তী সময়ে জামানত হিসেবে রাখা সম্পদ বিক্রি বা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ১৭৬ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী, এই পত্রটিকে যেন বিক্রয় সংক্রান্ত নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য করা হয়-এ মর্মে ঋণগ্রহীতাদের অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে জামানতকৃত সম্পদের মূল্য আরও কমে যায় এবং এর ফলে প্রয়োজনীয় মার্জিন বা জামানতের ঘাটতি দেখা দেয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় কোনো প্রকার পূর্ব-নোটিশ ছাড়াই ১ (এক) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত জামানতকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিতে পারবে। জামানতকৃত সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ) ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX৩০৩০	অসীম ব্যানার্জী	২,০০৮.৪০	১১-০৯-২০২৬
২	XXXXXXXXXX৮০৫২	বিনয় কুমার ঝা	২৭,৭৩০.৬০	১১-০৯-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX৫০৩৮	মহেন্দ্র দুবে	১,৩৭,৪৮৬.৯২	১১-০৯-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX১৭৮৬	রাজীব নারাইনদাস পঞ্জাবি	১৩,৭৪,৩৯৩.৩৪	১১-০৯-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX৪৩২১	চিত্রদা কামেশ্বরী	৩৯,৪৮৭.৯২	১৫-০৯-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX৪৩৭০	ড. তুষার কান্তি দে	৪,৫৪,২৮৯.৪৮	১১-০৯-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX০১৯৮	কল্যাণ চক্রবর্তী	৭,৭০,৮৬০.৩৪	১১-০৮-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX৯০১১	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৫,৫২২.৮৫	১১-০৯-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX১২৩৮	বিজয় কিষাণ চন্দক	১৮,৫১,৫৬৫.০৬	১০-০৯-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX১৮১০	ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য	৬,৫৭,৩২৮.৪৮	১১-০৯-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৬৪৮৯	শুভাশীষ মন্ডল	৮,৮৭,৩৫৪.১৪	১১-০৯-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX৭০২২	মহঃ শাকিল আনসারী	৮,৯০,৯৮৯.৮২	১০-০৯-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX০৭৮৯	রঞ্জিত বেরা	১,৩৪,৮৬৬.৩১	১১-০৯-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১৮,৩৬,০৪৯.৫২	১১-০৯-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৭০৩৩	সৌমাভ হাজরা	৭,৫৮,৩৮১.৭৬	১১-০৯-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX২১৯৮	শমীক রায়	৬,২১,১০৩.৭৩	১১-০৯-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX২১২৮	এরফান আলী মন্ডল	২,৬৪,৫১২.১৮	১১-০৯-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৬৩২৩	দীপক জৈন	৫,১৬,৬০৩.৮৩	১১-০৯-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৯৭৬৫	অরবিন্দ বাজপায়ী	৭৮,৭১৪.৯৫	১১-০৯-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX৫৬৮৪	অঞ্জন কুমার মল্লিক	৪,৩১,০৯৩.৭০	১৫-০৯-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৮২৫৩	সেকেন্দার আলি খান	১,৭৭৪.১২	১১-০৯-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX০৩৩৯	বিভূতি নন্দী	১,৯১,৯৮০.০০	১১-০৯-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX৯৬২১	শচীন গোয়েঙ্কা	১৮,১৯,২৯২.৯৭	১১-০৯-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৬২৯৯	জুহি সাহারিয়া	৪,৩৫,১০৫.২৮	১৫-০৯-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX১৪৪৫	চেতন মজুমদার	৬,৮১,১৮৪.৪১	১৫-০৯-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৩৩৮০	বর্ষা দোশী	৭,২৭,১৩৬.৯৭	১১-০৯-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX৩৭২৯	বিদ্যাভূষণ সিং	২,২১,৬৬২.২২	১৫-০৯-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৭২৯২	কেতকী রায়	৩,৯৯,৫৬৫.৯৪	১১-০৯-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৫৯,৭০৮.২৩	১১-০৯-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX৭২১৯	দেবজান পাল	২,২২,৫৬৬.১৬	১১-০৯-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৪৯,৮৪৭.৪১	১১-০৯-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৭,০৮৭.৮২	১১-০৯-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৬৯৪৭	শুভাশিস চক্রবর্তী	১,০০,২৮৬.৪২	১১-০৯-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX৩০৯২	সুমন দে	৯,৯১,১৮১.৭০	১১-০৯-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX৩৬২২	সুপর্ণ চক্রবর্তী	৮৮,৪৪৬.৭৯	১১-০৮-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX৬৪০২	গৌতম দাস	২,১০৯.৮২	১১-০৯-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX১৭১৪	অনলাভ গুহা	৩০,৮৬২.৪২	১৫-০৯-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX৫১২০	শুক্লা মিত্র	৯১৪.১০	১১-০৯-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৬৬৭৪	অর্পিতা সাহা	১,৬৪,৭০১.৯৯	০৮-০৯-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX৭৭৭৭	শিউলি পাল	৫৭,৮৯৫.৮১	১১-০৯-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX১১৬২	অরুপ কুমার বরাত	৬৫৮.৪২	১১-০৯-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৪৮৮৬	জুহি সাহারিয়া	৩৪,২৯,৭৬৬.৪৫	১৫-০৯-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৭৬২৬	গ্লাইডিং গার্মেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড	২,১২৫.০০	১০-০৯-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX৮২২৫	দীপ বিশ্বাস	৯,৮৭,৬৮৭.৮২	১১-০৯-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX২৪৮৩	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১,৪৫৩.৯২	১১-০৯-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৩১৫৩	সন্দীপ সাক্সেনা	৮৩,৭৪০.০০	১৫-০৯-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX০০৭৯	দিপিকা রানী মিস্ত্রি	১,৯৯৫.৮২	১১-০৯-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX০২২০	অরিন্দম কানুই	৮,৬৯,৮২০.৮২	১১-০৯-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX১৮০১	সঞ্জীব কুমার সরকার	১৩,৮৭,৯২২.৬০	১৫-০৯-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX৫৫২০	সঞ্জীব কুমার সরকার	৮২,৫২৬.৮৫	১৫-০৯-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX৮৫৯১	অর্পিতা সরকার	১০,০১,৩৮৬.০১	১১-০৯-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX০৬৩৯	নারি বুধরানী	১,৭৫৭.৮২	১১-০৯-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX৬৩৭৪	সতীশ গুপ্তা	১৬,১৪,৬৬১.৯২	১১-০৯-২০২৬

তারিখঃ ১৪.০৯.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ত্রিকোণ প্রেম নাকি অন্য রহস্য?

পুরুলিয়ায় তরুণী খুনে সুতপাকাণ্ডের ছায়া, আরও কেউ জড়িত, দাবি বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ বছর তিনেক আগে রাস্তায় প্রকাশ্যে বছর একুশের সুতপা চৌধুরীকে কুপিয়ে খুন করেছিল প্রাক্তন প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরী। বহরমপুরে হাড়হিম করা সেই ঘটনার অভিঘাত এতটাই ছিল যে, বিচার চলাকালীন একে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধ' বলে মনে করেছিল নিম্ন আদালত। পুরুলিয়ায় তরুণী খুনে সেই সুতপাকাণ্ডেরই ছায়া দেখছেন তদন্তাকারীদের একাংশ। তাঁদের কেউ কেউ মনে করছেন, সুশান্তের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে নতুন সম্পর্কে জড়ানোয় যে কোনও ব্যক্তির প্রবেশ ঘটেছে। সম্ভবত অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন প্রেমিকা। তা নিয়ে টানাপড়েনের জেরেই এই ঘটনা বলে মনে করছেন পুলিশের কেউ কেউ। পুলিশ সূত্রে খবর, চাকরির প্রস্তুতির জন্য পুরুলিয়া শহর লাগোয়া টামনা থানা এলাকার একটি মেসে থেকে পড়াশোনা করতেন অমিত। শনিবার রাতে সেখানেই যান ওই তরুণী। সম্ভবত সেখানেই তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। সেই সময়ে রাগের মাথায় প্রেমিকাকে অমিত খুন করেছেন বলে অনুমান তদন্তকারীদের। পুলিশ সূত্রে খবর, করানোর সময়ে মাথা নিচু করে কার্যত মুখ লুকোনোর চেষ্টা করছিলেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির প্রশ্নবাণে নিরুত্তরই ছিলেন যুবক। মেয়েটির পরিবারের লোকেদের দাবি, এই ঘটনায় শুধু অমিত নন, আরও কেউ জড়িত রয়েছেন। মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের। মেয়েটির বাবা বলেন, ''মেয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। ওর মা টানা ফোন করে যাচ্ছিল। কিন্তু ফোন বন্ধ ছিল। সেই কারণেই আমাদের সন্দেহ হয়। আমার থানায় গিয়ে বিষয়টা

ভাবে খুন হতে হয়েছিল সুতপাকে, পুরুলিয়ার তরুণীকেও সম্ভবত একই কারণেই খুন হতে হয়েছে। তা নজরে রেখেই আপাতত ত্রিকোণ প্রেমের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই তরুণীর প্রেমিক অমিত মাহাতোকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, তরুণী বাঘমুণ্ডি থানা এলাকার বোরদা গ্রামের বাসিন্দা। আর ওই থানা এলাকারই হুড়ুমদা গ্রামে অমিতের বাড়ি। একই কোচিংয়ে পড়তেন তাঁরা। সেই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা। বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, সম্প্রতিই সেই সম্পর্কে টানাপড়েন দেখা দেয়। অমিতের সন্দেহ হয়, তাঁদের সম্পর্কে তৃতীয় প্রেমিকাকে খুনের পরে রাতে তাঁর দেহ লোপাটেরও চেষ্টা করেছেন অমিত। দেহ বস্তায় ভরে বাইকে করে বাঘমুণ্ডির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময়েই তাঁকে রাস্তায় আটকায় পুলিশ। বস্তা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখেই তাদের সন্দেহ। তার পরেই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে খুনের কথা। পুলিশের একটি সূত্রে দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীদের লাগাতার প্রশ্নের মুখে ভেঙে পড়ে খুনের কথা স্বীকার করেছেন অমিত। রবিবার সকালে যুবককে পুরুলিয়া জেলা আদালতে হাজির করানো হয়। তাঁকে ৯ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল বলরামপুর থানার পুলিশ। বিচারক তা মঞ্জুর করেছেন। আদালতে হাজির জানাই। পরে রাতে পুলিশ খবর দেয়, একটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার পরেই আমরা থানায় গিয়ে দেখি, আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যে বা যারা জড়িত, তাদের ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি।' বলরামপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ''আপাতত খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। মেয়েটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছি আমরা। ধর্ষণের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসককে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, খুনের নেপথ্যে ত্রিকোণ প্রেম নিয়ে টানাপড়েন ছাড়াও অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছি আমরা।''

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/35
Name of work : **Repairing & relocation of street lighting system at Metropolitan Main Road in Ward No. 57 under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **1,22,596.00**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Period of completion : **15 Day;** Last date and time of submission of bid : **29.09.2026 at 12.00 Noon** and Bid opening date for technical proposals (Online) : **29.09.2026 - 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **18.09.2026 (5 pm).**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/40
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different street in Ward No. 66, under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **3,99,176.24**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**;

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/41
Name of work : **Repairing of damaged pillar box at C.N. Roy Road, Picnic Garden Road and different places in Ward No. 66, Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **2,61,962.69**; Earnest Money : ₹ **5,300.00**;

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/42
Name of work : **Renovation of damaged pillar box at Radha Nath Choudhary Road, Convent Lane and different places in Ward No. 56, Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **1,99,107.36**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 2 to 4);** Last date and time of submission of bid : **25.09.2026 at 3 pm (For Sl. No. 2 to 4)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **25.09.2026 at 5 pm (For Sl. No. 2 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 (6 pm) (For Sl. No. 2 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG/Z-IV, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/16/26-27
Name of work : **Improvement of St. Ltg. system at Sarat Ghosh Garden Road and adjacent areas in Ward No. 91 Br.-X**; Estimate Amount : ₹ **3,99,824.66**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**;

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/17/26-27
Name of work : **Installation of St. Ltg system at Mukherjee Para, Kolu Para and adjacent areas in Ward No. 91 Br.-X**; Estimate Amount : ₹ **4,55,602.92**; Earnest Money : ₹ **9.200.00**;

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/18/26-27
Name of work : **Repairing of St. Ltg. system at Jodhpur Park, Lake Gardens, P.G.H.Shah Road and surrounding areas in Ward No. 93 Br.-X**; Estimate Amount : ₹ **2,48,412.53**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**;

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/19/26-27
Name of work : **Installation of insulating materials on the Street Light Poles Bodies at different places in Ward No. 100 under Br.-X**; Estimate Amount : ₹ **2,49,003.38**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **30 days (for Sl. No. 1 to 4);** Last date and time of submission of bid : **21.09.2026 upto 2 pm(for Sl. No. 1 to 4);** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 from 12.00 Noon (for Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/20/26-27
Name of work : **Installation of insulating materials on the Street Light Poles Bodies at different places in Ward No. 98 under Br.-X**; Estimate Amount : ₹ **2,47,196.49**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **30 days;**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/21/26-27
Name of work : **Supply of LED fittings at Subhash Pally and Netaji Nagar adjacent areas in Ward No. 98, Br.-X**; Estimate Amount : ₹ **1,97,917.34**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **20 days;** Last date and time of Completion of bid : **24.09.2026 upto 12.00 Noon (for Sl. No. 5 & 6);** The bid forms and other details are available on and from **13.09.2026 from 2 pm (for Sl. No. 5 & 6).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 6).**

The **Dy. C.E. (M) (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/GRBU/T13/26-27 (1st Call)
Name of work : **Complete servicing and overhauling of 11 kv 1250A main incomer VCB with allied works at Monikhali DPS under GRBU**; Estimated Amount : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **7 Days**;

(2) NIT No. : KMC/GRBU/T12/26-27 (1st Call)
Name of work : **Complete servicing and overhauling of 160 kW motor of pump unit No. 3 at Monikhali DPS under GRBU**; Estimated Amount : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.09.2026 - 6 pm (Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **16.09.2026 (6 pm) (Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (Sl. No. 1 & 2); For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen (Sl. No. 1 & 2)**..

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/8/II (1st Call)
Name of work : **Restoration of sewer trench by laying Hot Mix at 572 Dakhinpara, 488 Natunpally, 257 Mission Anchal, A-33, B-11 Dineshpally etc. in Ward No. 114, Br. XI**; Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,98,395.54**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**;

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/30 (1st Call)
Name of work : **Restoration of 4 Nos. sewer trench by providing CC Pavement from A- 137/2 to A134, A-134 to A-128, A-137/2 to A-118 and A-118 to A-121, Dineshpally in Ward No. 114, Br. XI**; Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,95,744.93**; Earnest Money : ₹ **10,000.00;**

(3) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/31 (1st Call)
Name of work : **Restoration of 2 Nos. sewer trench by providing CC Pavement from Premises No. A-118 to A-104, Dineshpally and A-116, Dineshpally to 22, Anandapally West in Ward No. 114, Br. XI**; Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,96,778.72**; Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Period of completion : **30 Days (Sl. No. 1 to 3)**; Bid Submission start date (online) : **15.09.2026 at 1 PM (Sl. No. 1 to 3)**; Date of opening of Technical Bid : **25.09.2026 at 1 PM (Sl. No. 1 to 3);** Last date and time of submission of bid (online) : **23.09.2026 at 1 pm (Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 at 1 pm (Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://wbtenders.gov.in (Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/S_D/TDPSA/NRV4/26-27 (1st Call)
Name of work : **Repairing, servicing and overhauling of 800NB defunct multi door non-return valve of 58 CuSec SWF Pump unit No. 4 with allied works at Topsia Point A Drainage Pumping Station;** Estimated Amount : **Open quotation;** Earnest Money : **2% of the quoted amount;** Period of completion : **14 Days**; Last date and time of submission of bid : **28.09.2026 (5pm)**; The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in; For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen.** 495/26-27

কালিকা পুরাণে মহামায়ার ত্রিশূলের সেই বিস্ময়কর কাহিনি

তিন কল্পে তিনবার দেবীর হাতে পরাজিত মহিষাসুর

বিশেষ প্রবেদক ঃ অশুভের বিরুদ্ধে শুভের জয়-দুর্গাপুজোর মূল দর্শনের কেঃেদ্র রয়েছে এই চিরন্তন বার্তা। মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার কাহিনি তাই শুধু দেবী ও অসুরের যুদ্ধের গল্প নয়, বরং শক্তি ও অহংকার, আলো ও অন্ধকারের অনন্ত দ্বঃদ্বের প্রতীক। প্রচলিত পুরাণকথায় মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ এবং তাঁর বধের কাহিনি বহুল পরিচিত। কিন্তু কালিকা পুরাণের বর্ণনায় এই কাহিনির রয়েছে আরও এক বিস্ময়কর অধ্যায়। সেখানে বলা হয়েছে, মহিষাসুরকে একবার নয়, তিনটি ভিন্ন কল্পে তিনবার বধ করেছিলেন মহামায়া। পুরাণের কাহিনি অনুযায়ী, ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করে মহিষাসুর ক্রমশ দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। পুরুষের হাতে অবধ্য হওয়ার বর পেয়েছিল সে। সেই বরকে হাতিয়ার করে দেবতা ও স্বর্গলোকের উপর আক্রমণ চালিয়ে অমরাবতীর সিংহাসন দখল করে নেয় অসুররাজ। দেবতাদের সঙ্গে তার যুদ্ধ চলে দীর্ঘ সময় ধরে। মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবতারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে তাঁরা পরিত্রাণের জন্য মহাশক্তির আরাধনা করেন। দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকেই আবির্ভূত হন মহামায়া। পুরাণকথায় দেবীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দেবতাদের তেজে

গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিবের তেজ থেকে তাঁর মুখমণ্ডল, বিষ্ণুর তেজ থেকে বাহু এবং ব্রহ্মার তেজ থেকে চরণ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেবতা তাঁকে নানা অস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করেন। হিমালয় দেন তাঁর বাহন সিংহ। এইভাবেই মহাশক্তি ধারণ করেন যুদ্ধের রূপ। দেবী ও মহিষাসুরের সংঘর্ষ হয়ে ওঠে ভয়াবহ। নিজের শক্তি ও মায়াবলে মহিষাসুর বারবার রূপ পরিবর্তন করে দেবীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কখনও মহিষ, কখনও অন্য রূপ ধারণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যায় সে। কিন্তু দেবীর শক্তির সামনে কোনও কৌশলই শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি। অবশেষে দেবী তাঁর ত্রিশূল দিয়ে মহিষাসুরকে পরাস্ত করেন। মহিষাসুরের বুকে ত্রিশূলের আঘাত হানে, আর অশুভ শক্তির প্রতীক সেই অসুরের পতন ঘটে। তবে এখানেই শেষ নয়। কালিকা পুরাণের বর্ণনায় মহিষাসুর বধের কাহিনি তিনটি পৃথক কল্পের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম কল্পে দেবী আবির্ভূত হন ' রূপে। অষ্টাদশভুজা সেই দেবীর হাতে ছিল বিভিন্ন অস্ত্র। এই রূপেই মহিষাসুরের প্রথম বিনাশ ঘটে বলে পুরাণে উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় কল্পে দেবী ধারণ করেন ' রূপ। এই পর্যায়ে তিনি ষোড়শভুজা। দেবীর সেই ভয়ংকর শক্তির সামনে ফের পরাজিত হয় অসুররাজ এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন আসুরিক শক্তি। এরপর তৃতীয় কল্পে দেবীর সেই রূপই সবচেয়ে বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে-দশভুজা দুর্গা। বর্তমান সময়ে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে যে মহিষাসুরমর্দিনী রূপ দেখা যায়, সেটিই সেই বহুল পরিচিত রূপ। সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে পরাস্ত করেন এবং ত্রিশূলের আঘাতে তাঁর বধ সম্পন্ন করেন। তিন কল্পে তিনবার দেবীর হাতে পরাজিত হওয়ার পরেও পুরাণের এই কাহিনিতে মহিষাসুরের ভূমিকা একেবারে শেষ হয়ে যায় না। বরং দেবীর করুণায় তাঁর স্থান হয় মহামায়ার পদতলে। সেই থেকেই দেবী দুর্গার মূর্তিতে মহিষাসুরের উপস্থিতিও হয়ে ওঠে অবিচ্ছেদ্য। অর্থা, দুর্গাপুজোর মণ্ডপে দেবীর পায়ের নীচে যে মহিষাসুরকে দেখা যায়, তিনি শুধু পরাজিত অসুর নন পুরাণের প্রতীকি ব্যাখ্যায় তিনি দেবীর শক্তির সামনে অহংকার ও অশুভের পরাজয়ের চিহ্ন। দেবীর সঙ্গে তাঁর এই অবস্থান যেন মনে করিয়ে দেয়-অশুভ যতবারই মাথা তুলুক, শক্তির কাছে তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত একই। তাই মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনি শুধু একটি যুদ্ধের স্মৃতি নয়। কালিকা পুরাণের এই তিন কল্পের বর্ণনা সেই কাহিনিকে আরও বিস্তৃত করে-যুগ বদলায়, দেবীর রূপ বদলায়, অসুরের ছলনা বদলায় কিন্তু সত্য, শক্তি এবং শুভের জয় থেকে যায় চিরন্তন।

বিবেকানন্দের বাণী এবং চলচ্চিত্র উৎসব-মেলবন্ধন ঘটালো ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ

তাপস পাল,কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর বিবেকানঃদ কলেজ এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো তিন দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। স্বামী বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (এস ভি আই এফ এফ) এর উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মূল লক্ষ্য হলো ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ এর শিকাগো বক্তৃতা কে মাথায় রেখে চলচ্চিত্র মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করা ।অনুষ্ঠান এর শুভ সূচনা করেন বিবেকানন্দ কলেজ এর অধ্যক্ষ ড. ভাস্কর মহানায়ক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বেদান্ত সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান চেয়ারমান ড. তড়ি কুমার দত্ত। উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী কাজল চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট তথ্যচিত্র পরিচালক মলয় দাশগুপ্ত প্রমুখ ।উসব পরিচালক পল্লব রায় উত্তরীয় পরিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা জানান। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ড. ভাস্কর মহানায়ক বলেন এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব ছাত্র ছাত্রী দের কে আরো সমৃদ্ধ করবে। প্রসঙ্গত এই চলচ্চিত্র উসব দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করলো। ড. তড়ি কুমার দত্ত ছাত্র ছাত্রী দের কাছে বৈদান্তিক দর্শন, মানবতাবাদ এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যম দিয়ে তরুণ প্রজন্ম কে সচেতন করা কে স্বাগত জানান।বিশিষ্ট তথ্য চিত্র নির্মাতা এবং অধ্যাপক ড. মলয় দাশগুপ্ত তাঁর পরিচালিত বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে এর সাঙ্গীতিক জীবন এর ওপর আধারিত তথ্যচিত্র মাই লাইফ মাই মিউজিক দিয়ে এই চলচ্চিত্র উৎসব এর শুভ সূচনা করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এর কথা ছাত্র ছাত্রী এবং দর্শক দের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

বাল্যবিবাহ বন্ধে সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বকে এগিয়ে আসার আহ্বান মাওলানা আবু তাহের রেজবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাল্যবিবাহ একটি পরিবার বা ব্যক্তির একক সমস্যা নয়, এটি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা। অল্প বয়সে বিয়ে একটি শিশুর শিক্ষা, মানসিক বিকাশ, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ, ধর্মীয় নেতৃত্ব, শিক্ষক ও প্রশাসনকে সম্মিলিতভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন রেজবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা আবু তাহের রেজবী।এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের প্রত্যেকের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। একটি শিশুর শৈশব, শিক্ষা ও ভবিষ্য কেড়ে নিয়ে তাকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। আমাদের সম্মিলিত সচেতনতা ও দৃঢ় অবস্থানের মাধ্যমেই এই সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, ধর্মীয় নেতারা সমাজের মানুষের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও প্রভাবশালী। তাই মসজিদ, মাদরাসা ও বিভিন্ন সামাজিক পরিসর থেকে

বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নিয়মিত সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শুক্রবারের জুমার খুতবা ও ধর্মীয় আলোচনায় এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি অভিভাবকদেরও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মাওলানা আবু তাহের রেজবী বলেন, মেয়েশিশুকে বোঝা হিসেবে নয়, ভবিষ্যতের সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে। তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, স্বপ্ন দেখার সুযোগ দিতে হবে এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে হবে। কোনো শিশুর ভবিষ্যৎ যেন অজ্ঞতা, দারিদ্র্য কিংবা সামাজিক চাপের কারণে অকাল বিবাহের কাছে পরাজিত না হয়। তিনি বাল্যবিবাহের খবর পাওয়া গেলে নীরব না থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করার আহ্বান জানান এবং রেজবী ফাউন্ডেশন বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়ার সামাজিক আন্দোলনে সচেতন নাগরিকদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আমাদের লক্ষ্য শুধু বাল্যবিবাহ বন্ধ করা নয়, এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যেখানে প্রতিটি শিশু নিরাপদে বেড়ে উঠবে, শিক্ষা লাভ করবে এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ার সুযোগ পাবে। বলেন মাওলানা আবু তাহের রেজবী।

৫০ কিলোমিটার পথ, অগণিত সুবিধাভোগী, সফলতার এক বছর পূর্ণ করল মিজোরামের রেল-লাইফলাইন

১৩ সেপ্টেম্বরঃ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বৈরাবি-সাইরাং রেললাইন এবং সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মিজোরামে অগ্রগতি ও উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মাত্র এক বছরের মধ্যেই এই রেললাইনটি দুর্গম পাহাড়ি রাজ্যটিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে রেল-মানচিত্রের কেবল একটি সাধারণ রেখা থেকে এটি উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধার প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়েছে।এক মাইলফলক ঃ পাহাড়ে যখন পৌঁছাল রেলমিজোরামের বন্ধুর ভূপ্রকৃতির কারণে দীর্ঘদিনের জন্য দূরপাল্লার যাতায়াত মূলত স।কপথের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা ছিল অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ, কষ্টদায়ক ও অনিশ্চিত। বৈরাবি-সাইরাং নতুন রেললাইন চালু হওয়ার ফলে সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।বৈরাবি-সাইরাং রেললাইনটি প্রকৌশলবিদ্যার এক অনন্য নিদর্শন, যা মিজোরামের খাড়া পাহাড়, গভীর উপত্যকা ও গিরিখাতগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। এই প্রকল্পে মোট ১৫৩টি সেতু রয়েছে-যার মধ্যে ৫৫টি ব। সেতু, ৮৮টি ছোট সেতু এবং ১০টি রোড ওভার ব্রিজ বা রোড আন্ডার ব্রিজ অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ছয়টি সেতুর উচ্চতা ৭০ মিটারেরও বেশি সবচেয়ে উঁচু সেতুটির উচ্চতা ১১৪ মিটার, যা দিল্লির কুতুব মিনারের চেয়েও ৪২ মিটার বেশি উঁচু। এছা।া এই রেলপথটি প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪৫টি সু।ঙ্গের মধ্য দিয়েও অতিক্রম করেছে। এই রেল করিডোরটি বৈরাবি থেকে শুরু হয়ে নতুন গ।ে ওঠা চারটি স্টেশন-হোরতোকি, কাউনপুই, মুয়ালখাং এবং সবশেষে সাইরাং রেলওয়ে স্টেশন-এর মাধ্যমে জাতীয় রেল-নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। এর ফলে মিজোরামের রাজধানী আইজলের একেবারে দোরগোড়া পর্যন্ত রেল-সংযোগ স্থাপিত হয়েছে।এভাবেই, ২০২৫ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বৈরাবি-সাইরাং রেললাইনের উদ্বোধনের মাধ্যমে মিজোরামের জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এবং রাজ্যের বৃহত্তম জনবসতি, প্রশাসনিক, শিক্ষাগত ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের কাছাকাছি নির্ভরযোগ্য যাত্রী ও পণ্য পরিবহন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনজুড়ে ব্যাপক টিকিট চেকিং ও সচেতনতা অভিযান,৬৫৭টি অনিয়ম শনাক্ত

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ দায়িত্বশীল যাত্রাপথ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, শিয়ালদহ ডিভিশন-সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রী সুনীল কুমার মাহালার নেতৃত্বে-তিনটি প্রধান শহরতলি শাখায় (শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ-ক্যানিং এবং শিয়ালদহ-বনগাঁ) ব্যাপক টিকিট চেকিং ও সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করে। এই বিশেষ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল যাত্রীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ভ্রমণের নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিনা টিকিটে ভ্রমণ রোধ করা এবং ট্রেন ও স্টেশন চত্বরে উন্নত নাগরিক আচরণে উসাহিত করা।অভিযান চলাকালীন, চেকিং দলগুলি মোট ৬৫৭টি অনিয়ম শনাক্ত করে এবং ২,৫৩,২৬৫ টাকা জরিমানা আদায় করে। শনাক্তকৃত অনিয়মগুলোর মধ্যে ছিল বৈধ টিকিট ছাড়া ভ্রমণকারী ৩৪৬ জন যাত্রী, ২৯৭টি বুকিং-বিহীন বা অতিরিক্ত মালপত্র বহন এবং ১৪টি ক্ষেত্রে যত্রতত্র থুতু ফেলা বা আবর্জনা

ফেলার ঘটনা। জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি, চেকিং কর্মীরা যাত্রীদের বৈধ টিকিট কেনার গুরুত্ব এবং মালপত্র বহনের নির্ধারিত সীমা মেনে চলার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সচেতন করেন।এই ব্যাপক অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল টিকিটবিহীন ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রকৃত যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করা। একই সাথে, এই প্রচারণায় থুতু ফেলা নিরুসাহিত করে কোচ ও প্ল্যাটফর্মের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং নিত্যযাত্রীদের নিরাপদে ট্রেনে ওঠা ও দায়িত্বশীল ভ্রমণের বিষয়ে সচেতন করা হয়।এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা বলেন, আমাদের লক্ষ্য কেবল নিয়ম পয়োগ করা নয়, বরং প্রতিটি যাত্রীর জন্য নিরাপদ, দায়িত্বশীল ও আরামদায়ক ভ্রমণের সংস্কৃতি গড়ে তোলা। আমরা সকল যাত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যেন তারা সর্বদা বৈধ টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করেন, মালপত্র বহনের সীমা মেনে চলেন এবং স্টেশন চত্বর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের সহযোগিতা করেন। প্রকৃত যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত ভ্রমণ নিশ্চিত করতে ডিভিশনজুড়ে নিয়মিতভাবে এ ধরনের ব্যাপক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পূর্বস্থলী ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়েলফেয়ারের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়েলফেয়ারের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহাননগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুলন্টু সারথি কমপ্লেক্সে। রবিবার অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনকে ঘিরে পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ইটভাটা মালিকদের মধ্যে উসাহ দেখা যায়।এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়,অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সহ-সম্পাদক কাশীনাথ বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ শ্রীকান্ত রায়-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সম্মেলনে পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লক এলাকার প্রায় ৪০টি ইটভাটার মালিক অংশগ্রহণ করেন।সম্মেলনে ইটভাটা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিকদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে ইটভাটা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়, ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা এবং অন্যান্য নানা প্রতিবন্ধকতার কথা বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন ইটভাটা মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন সমস্যার কারণে ইটভাটা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মালিক ও শ্রমিকদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এদিন ইটভাটা মালিকদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিধায়কের কাছে আবেদন জানানো হয়। তাঁদের বক্তব্য শোনার পর বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট মহলে তুলে ধরে সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইটভাটা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষ যুক্ত রয়েছেন। ফলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হলে ইটভাটা মালিকদের পাশাপাশি শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরাও উপকৃত হবেন। বার্ষিক সম্মেলনে সংগঠনের আগামী দিনের কাজকর্ম এবং সদস্যদের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

মানব পাচার ও বন্ধকী শ্রমিক নিয়ে কর্মশালা

স্টেট মিডিয়া কনক্লেভ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার শহরের মহাজাতি সদনে ইউনাইটেড জার্নালিস্ট ফোরাম কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। মিডিয়া কনক্লেভ শীর্ষক সেমিনারটির প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো। দুটি সময়োপযোগী উল্লেখযোগ্য বিষয়, মানব পাচার এবং বন্ধকী শ্রমিক নিয়ে সচেতনতার প্রসারে সাংবাদিকদের অগ্রণী ভূমিকায় থাকার জন্য তাদের নিয়েই এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। নলেজ পার্টনার হিসেবে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশন মূলত ছিল এই বিষয়টির রূপায়নে। এই সংস্থা রাজ্যসহ এই দেশ, এমনকি অন্যান্য বহু দেশে এই বিষয়গুলির উপর সচেতনতার প্রসার চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার পক্ষে রিচার্ড পেরিস এবং দেবর্ষি চ্যাটার্জী। এদিন মানব পাচার এবং বন্ধকী শ্রমিক বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রশাসনিক আধিকারিক শান্তনু সিনহা, সরকারি আইনজীবী রঞ্জনা চ্যাটার্জি, দ্য হিন্দু পত্রিকার আঞ্চলিক সম্পাদক শিব সহায়, প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার সুদীপ্ত চৌধুরী, ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশনের প্রোগ্রাম হেড সপ্তর্ষী বিশ্বাস, আধিকারিক প্রিয়া আব্রাহাম প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিষয়গুলিকে বাউল গানের কথায় ও আঙ্গিকে পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী গণেশ চন্দ্র রায় ও মৌমিতা পাল। এদিন দু'জন বন্ধকী শ্রমিকপ্রথা থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিকে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। তারা তাদের দুরবস্থার কথা শোনান যা সত্যিই হৃদয় বিদারক। বক্তারা তাদের নিজ নিজ বক্তব্যে এই বন্ধকী শ্রমিক প্রথাকে চিরতরে দূর করা এবং মানব পাচারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ রাখেন এবং সামাজিক তথা জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সওয়াল করেন। সাংবাদিকদের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরও এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান। সমগ্র সেমিনারটি পরিচালনায় ছিলেন ইউনাইটেড জার্নালিস্ট ফোরামের কোষাধ্যক্ষ প্রবাল কুমার চক্রবর্তী। ফোরামের সভাপতি সুমিত পালিতের সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে দিয়ে তিন ঘন্টার এই সেমিনার সেশনটির পরিসমাপ্তি হয়।

পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক বিজয়ী দল ও প্রতিযোগীদের হাতে পদক, কাপ ও শিল্ড তুলে দেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ টেনে শমীকের কড়া বার্তা

১- পাতার পর-শিশুর জন্য সমান সুযোগ, সমান অধিকার এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞান, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি আরও বলেন, শিক্ষা কোনও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ বা সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং কর্মমুখী করার প্রয়োজন রয়েছে বলেও মত তাঁর। শমীকের বক্তব্য, ধর্ম বা পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনও শিশুর ভবিষ্য নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। তিনি এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করেন, যেখানে কুসংস্কারের পরিবর্তে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যুক্তিবাদ প্রাধান্য পাবে। ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের নোটিস এবং আরও শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করার সিদ্ধান্তের পর স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতিতে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রশাসনিক যাচাইয়ের ভিত্তিতে কতগুলি প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এবং কতগুলি নিয়ম মেনে ফের চালু করার সুযোগ পাবে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

পানিহাটিতে সিইএসসি ভবনে ভয়াবহ আগুন

১- পাতার পর- ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ নিরাপদ দূরত্বে সরে যান। ঘটনাস্থলের আশপাশে ভিড় জমে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশও সক্রিয় হয়। বিটি রোডের উপরেই ভবনটি অবস্থিত হওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের সরাসরি প্রভাব পড়ে যান চলাচলে। রবিবার দুপুরে ব্যস্ত সময়ে রাস্তার একটি বড় অংশে যানবাহনের গতি কমে যায়। কোথাও কোথাও তৈরি হয় যানজট। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। দমকলের গাড়ি যাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছতে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডের প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। দমকলকর্মীরা লাগাতার আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাজ্যে পুজোর আগেই ডেঙ্গুর চোখরাঙানি!

১- পাতার পর- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মেডিক্যাল কলেজ এবং আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরগুলিতে নিয়মিত ডেঙ্গু পরীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পুকুর, নালা, ডোবা, শুকনো খাল, দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়া কুয়ো এবং বিভিন্ন কারখানা বা শিল্পাঞ্চলেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশিকা মেনে লার্ভিসাইড ব্যবহারের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। কোনও এলাকাকে কীভাবে ডেঙ্গুর হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার নির্দিষ্ট মাপকাঠিও রয়েছে। কোনও একটি গ্রামে পাঁচজনের বেশি ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান মিললে সেটিকে হটস্পট হিসেবে ধরা হচ্ছে। কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ বা তার বেশি হলে সেই এলাকাকেও হটস্পটের তালিকায় রাখা হচ্ছে। কোনও ব্লকে আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ ছাড়ালে সেটি হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। শহরাঞ্চলে আবার কোনও ওয়ার্ডে পাঁচজনের বেশি আক্রান্তের সন্ধান মিললেই সেই ওয়ার্ডকে হটস্পট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আক্রান্তের নিরিখে বর্তমানে মুর্শিদাবাদ রয়েছে শীর্ষে। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। শহরের শিয়ালদহ, বড়বাজার, টালিগঞ্জ, কসবা, ঢাকুরিয়া, সিঁথি এবং পাইকপাড়া এলাকায় একাধিক ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়-১ ও ভাঙড়-২ ব্লকেও সংক্রমণ বাড়ছে বলে খবর। পুজোর আগে ডেঙ্গুর প্রকোপ যাতে আরও না বাড়ে, সেই লক্ষ্যেই এখন হটস্পটগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছে স্বাস্থ্যদপ্তর। প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও বাড়ি ও আশপাশে জল জমতে না দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে। কারণ মশার বংশবিস্তার রুখতে জমা জল নির্মূল করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা।

ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি এয়ার ইন্ডিয়ার!

জয়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মাঝ আকাশে বিমানের ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন এয়ার ইন্ডিয়ার শতাধিক যাত্রী। ভোপাল থেকে দিল্লিগামী একটি বিমানকে গন্তব্যের পরিবর্তে জয়পুরে জরুরি অবতরণ করানো হয়।

NAME CHANGE

I, Debkumar Gangopadhyay (Old Name) S/o Indrajit Gangopadhyay Residing at 1/433, Gariahat Road, P.o - Jodhpur Park, District - Kolkata, Pin - 700068, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Debkumar Gangopadhyay (Old Name) to Dev Gangopadhyay (New Name) and henceforth I shall be known as Dev Gangopadhyay (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 09-09-2026. Dev Gangopadhyay (New Name) and Debkumar Gangopadhyay (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anil Ghosh (Old Name) S/o Late Rasik Lal Ghosh Residing at 926B, Ghosh Para, Khardaha, Barrackpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700118, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Anil Ghosh (Old Name) to Anil Kumar Ghosh (New Name) and henceforth I shall be known as Anil Kumar Ghosh (New Name) in all purpose, vide affidavit no 11 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 09-09-2026. Anil Kumar Ghosh (New Name) and Anil Ghosh (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arun Kumar Mukherjee (Old Name) S/o Sanat Kumar Mukherjee Residing at 159/102, Shiromani Para Road, Kulinpara, District - North 24 Parganas, Pin - 700116, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Arun Kumar Mukherjee (Old Name) to Arun Kumar Mukhopadhyay (New Name) and henceforth I shall be known as Arun Kumar Mukhopadhyay (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 10-09-2026. Arun Kumar Mukhopadhyay (New Name) and Arun Kumar Mukherjee (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AMIT KUMAR SAHA s/o Late AMAL KRISHNA SAHA residing at 12, Jadunath Ukil Road, P.O. Paschim Putiary, P.S. Haridevpur formerly -Thakurpukur, Kolkata-700041 do hereby solemnly affirm & declare that me and my father's actual name is AMIT KUMAR SAHA and Late AMAL KRISHNA SAHA instead of AMIT SAHA and Lt. A.SAHA which is wrongly recorded in my driving licence no. WB2020090225517 vide an affidavit sworn before the LD. Judicial Magistrate, 1st class, Alipore No. 80475 on 11.09.2026. AMIT KUMAR SAHA s/o Late AMAL KRISHNA SAHA and AMIT SAHA s/o Lt.A.Saha both are same and one identical person

NAME CHANGE

I , Hamidur Rahman Choudhury (Old Name) S/O–Mokhlesur Rahman Choudhuri resident of Vill-Meheruddin Munsitola , Po & Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732202 do hereby declared that I have changed my name from Hamidur Rahman Choudhury to Hamidur Rahman Chowdhury and henceforth I shall be known as Hamidur Rahman Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/ 09/ 2026. My name Hamidur Rahman Chowdhury & Hamidur Rahman Choudhury both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ishrat Chowdhury (Old Name) W/O–Hamidur Rahman Chowdhury resident of Vill-Meheruddin Munsitola , Po & Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732202 do hereby declared that I have changed my name from Ishrat Chowdhury to Ishrat Parveen and henceforth I shall be known as Ishrat Parveen (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/ 09/ 2026. My name Ishrat Parveen & Ishrat Chowdhury both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mayunnesa Mondal (old name) W/o- Md. Sayed Ali Mondal residing at Gaharapota, Dingel, Kaliganj, Dist- Nadia, Pin-741137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAYUNNESA MONDAL to MAYUNNECHHA BIBI and henceforth I shall be known as MAYUNNECHHA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Sub Divisional Executive Magistrate, Katwa Burdwan dated 10/04/2015. MAYUNNESA MONDAL (old name) and MAYUNNECHHA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mabassar Hossain, S/o Md Hayatullah, residing at Vill- Babupur &, PO-Gangaprasad, PS-Raghunathganj, Dist- Murshidabad, WB, Pin 742213,do hereby declared that my father actual name is Md Hayatullah, which is written in my Aadhaar card being no 2056 5927 9707. That in my Driving Licence being no WB93 20240003917, my father name written as Hayatullah, by mistake.That my father Md Hayatullah and Hayatullah, is one and same identical person vide an affidavit No. 17262 sworn IN THE COURT OF LD EXECUTIVE/JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT JANGIPUR/BERHAMPUR, MURSHIDABAD on Dated 17/08/2026.

NAME CHANGE

I, Nurul Hoda (Old Name) S/O–Md Wazed Ali residing at Vill & PO-Baliadanga , PS-Kaliachak , Dist-Malda, West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Nurul Hoda to Md Nurul Hoda and henceforth I shall be known as Md Nurul Hoda (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 11/09/2026 . My name Md Nurul Hoda & Nurul Hoda both are same and one identical person

মেসবাড়ির ভয়ঙ্কর রহস্যের পর্দাফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ পরপর চারটি ঘটনাপ্রবাহ। ঘটনা ১. মেস ঘর ফাঁকা। সেই সুযোগেই প্রেমিকাকে ডেকেছিলেন তাঁর প্রেমিক। ২. তারপর থেকেই সেই ছাত্রীর খোঁজ মিলছিল না। ৩. বস্তার ধারে একটি বস্তা উদ্ধার। তা নিয়ে সন্দেহ। বস্তার মুখ খুলতেই উদ্ধার খণ্ড খণ্ড দেহ। রক্তাক্ত! ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে উঠে এল রোমহর্ষক ঘটনা। দিল্লির শ্রদ্ধা ওয়ালকারের খুনের ঘটনার ছায়া। যেখানে প্রেমিকাকে ৩৫ টুকরো করেছিল প্রেমিক। পুরুলিয়ার টামনা থানার রামকৃষ্ণপল্লি এলাকায় ভয়ঙ্কর ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম প্রীতিকা মাহাতো। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামকৃষ্ণ পল্লি এলাকায় একটি বাড়িতে মেস ভাড়ে করে থাকত ১৬জন। দোতলার ২টি ঘরের মধ্যে ১টি ঘরে বাগমুণ্ডী থানা এলাকার ২জন থাকত। অমিত মাহাতো ও পবিত্র গোপ। তার মধ্যে শনিবার দুপুরে পবিত্র নিজের বাড়ি চলে যায়। শনিবার বিকালে মেসের বাকি ছাত্ররা মাঠে খেলতে যায়। বাড়িতে একা থাকে অমিত। সেই সময়ে প্রেমিতা প্রীতিকাকে ডেকে পাঠায় অমিত। মেসের অন্যান্য ছাত্রদের দাবি, সন্ধ্যার পর তারা বাড়িতে

ফিরে অমিতের অস্বাভাবিক আচরণ দেখতে পায়। মেঝেতে রক্তের দাগও পড়ে থাকতে দেখে। রুমের মধ্যে পরে থাকা রক্ত জল দিয়ে মুছে ফেলে অমিত। তাতে আরও সন্দেহ হয় বাকিদের। এরপরই তারা থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে রুমটিকে সিল করে দেয়। এদিকে, প্রায় সে সময়েই বলরামপুর-বাগমুন্ডি রাজ্য সড়কের ধারে একটি বস্তার খণ্ড খণ্ড দেহ উদ্ধার হয়। জানা যায় দেহটি প্রীতিকার। এরই মাঝে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অমিত। কিন্তু তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ মনে করছে, প্রীতিকাকে খুন করে দেহ কেটে টুকরো করে বস্তা ভরে ফেলে নিজে পালানোর চেষ্টা করেছিল অমিত। কেন খুন, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রীতিকার বাবা ফলারি মাহাতো বলেন, ''মেয়ে শহরে একটি মেসে থাকতো। নার্সিং কোচিং নেওয়ার জন্য। শনিবার দুপুরের পর যোগাযোগ করা যায়নি। মেসের মালিকের সঙ্গে কথা বলে পুরুলিয়া সদর থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করতে গিয়ে জানতে পারি মেয়ে খুন হয়েছে। আমরা মেয়ের সম্পর্কের বিষয়ে কিছুই জানি না।''

নিকাশি বেহাল, বেআইনি ভেড়ির মাশুল গুনছে মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ প্রলোভন আর ভয় দেখিয়ে চাষের জমিকে রাতারাতি ভেড়ি বানানোর অভিযোগ উঠেছিল ভেড়ি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের পনেরো বছরের রাজত্বে পূর্ব মেদিনীপুরে এ ভাবে ভেড়ি তৈরির কারবার জাঁকিয়ে বসেছিল। অভিযোগ, তৎকালীন শাসক দলের মদতেই ভেড়ি মাফিয়ারা একচেটিয়া জমি দখল করে ভেড়ি তৈরি করত। নিকাশি আটকে এ ভাবে ভেড়ি তৈরি হওয়ায় প্রতি বছর পাঁশকুড়া এবং কোলাঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকা বর্ষায় জলমগ্ন হয়। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে ওই সব বেআইনি ভেড়ির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আবেদন নিয়ে বার বার জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও কাজই হয়নি। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরে ওই সব বেআইনি ভেড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সুষ্ঠু জল নিকাশির দাবি জানিয়েছেন চাষিরা। জেলার মধ্যে ময়না সব থেকে নিচু ব্লক। বর্ষাকালে ময়নায় চাষবাস প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ২০১১য় তৃণমূলের সরকার এসে ময়নাকে মাছ চাষের মডেল ব্লক

হিসাবে গড়ে তোলে। ময়নার প্রায় ৮০ শতাংশ নিচু জমিতে ভেড়ি তৈরি করে শুরু হয় মাছ চাষ। ময়না মডেলের সেই সাফল্যে জেলা জুড়ে ভেড়ি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। শুরু হয়ে যায় নিয়মের তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র চাষের জমিকে ভেড়ি বানিয়ে ফেলা। ২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত পাঁশকুড়া এবং কোলাঘাট জুড়ে এ ভাবেই তৈরি হয়েছে অসংখ্য ভেড়ি। কোলাঘাট ব্লকের ভোগপুর এবং দেড়িয়াচক এলাকায় এমন একাধিক ভেড়ি তৈরি হয়েছে। সাগরবাড়, বৃন্দাবনচক, পুলশিটা, কোলা-১, খন্যাডিহি প্রভৃতি পঞ্চায়েত এলাকায় আটকে গিয়েছে নিকাশি। পাঁশকুড়া ব্লকের খণ্ডখোলা, রাধাবল্লভচক, কেশাপাট ইত্যাদি এলাকাতেও রয়েছে বেআইনি ভেড়ি। প্রশাসন সূত্রে খবর, পাঁশকুড়া এবং কোলাঘাট এলাকার ভেড়িগুলি খাতায় কলমে এখনও চাষের জমি। তৃণমূলের আমলে ভেড়ি এলাকার চাষের জমির মালিকদের জমির চরিত্র বদলের জন্য ভূমি দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু কোনও চাষিই সরকারের আবেদনে সাড়া দেননি। চলতি বর্ষায় কোলাঘাট এবং পাঁশকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। নষ্ট হয়ে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা আমন চাষ। এই অবস্থায় তৃণমূলের সরকারকে দুষছেন স্থানীয় মানুষজন। তমলুক মহকুমা মাছের ঝিল বিরোধী কৃষক সংগ্রাম কমিটির মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, ''আগের সরকার বেআইনি ভে।রি বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় আজ এই জলবন্দি দশা। যার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আমাদের দাবি, সব বেআইনি ভেড়ি উচ্ছেদ করে নিকাশি সচল করুক নতুন সরকার।'' জেলা সভাধিপতি বামদেব গুছাইত বলেন, ''আমরা ইতিমধ্যে বেআইনি ভেড়ির মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে ডেকেছি। নিকাশি বন্ধ করে যাঁরা ভেড়ি করেছেন তাঁদেরই নিকাশি সচল করে দিতে হবে। নতুবা আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।''

সন্দেশখালিতে ৫ বছর পর মাটি খুঁড়ে তোলা হল বিজেপি কর্মীর দেহ, কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, সন্দেশখালি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ৫ বছর আগে ভোটের ফল প্রকাশের পর বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ। একুশ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় খুনের সেই মামলায় এবার বড় পদক্ষেপ। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে মাটি খুঁড়ে তোলা হল বিজেপি কর্মীর দেহ। এবার হবে ময়নাতদন্ত। মৃত ওই বিজেপি কর্মীর নাম আস্তিকচন্দ্র দাস। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূলের ভয়ে পাঁচ বছর আগে অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি তারা। এবার সুবিচার পাবেন বলে মৃতের পরিবারের আশা। আস্তিকচন্দ্র দাসের বাড়ি সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের ন্যাজাট থানার কালীনগর অঞ্চলের ঝনঝনিয়া এলাকায়। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে আস্তিকচন্দ্র দাসকে মারধর করে খুনের অভিযোগ ওঠেছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া হয়েছিল। বাড়িতে মৃত্যু হয় আস্তিকচন্দ্রের। পরিবারের আরও অভিযোগ, সেই সময় পুলিশ লিখিত অভিযোগ নিতে চায়নি। এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তও করতে দেওয়া হয়নি। পরে ভয় দেখিয়ে মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে বাধ্য করা হয়। রাজ্যে পালাবদলের পর ফের এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সমাধি থেকে আস্তিকচন্দ্র দাসের দেহ তুলে ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন দেহ তোলার সময় ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ আধিকারিক, থেকে ফেরার পথে বাবাকে রাস্তায় ধরে মারে তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী। বাবা পুকুরে পড়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তুলেও বেধড়ক মারা যায়। বাবা রাস্তায় পড়েছিলেন। আমরা হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে বাধায় দেয় তৃণমূলের লোকেরা। বাবাকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করাতে হয়। পরে আবার হাসপাতালে নিয়ে

চিকিৎসক এবং ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই সমাধি থেকে মৃতদেহ তোলা শুরু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর নতুন তদন্তে কি বেরিয়ে আসবে চাঞ্চল্যকর তথ্য? এখন সেদিকেই নজর। মৃতের পুত্র সুব্রত দাস বলেন, ''একুশ সালের ভোটের ফল ঘোষণার পর বাবা বাজারে গিয়েছিলেন। ওইদিন তৃণমূলের বিজয় মিছিল ছিল। বাজার যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু, পারিনি। ২০২১ সালের ১০ মে বাবা বাড়িতে মারা যান। পুলিশ কোনও সাহায্য করেনি। বরং বাবাকে সমাধি না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ির চারপাশে ঘুরছিল। ভয়ে বাবার মৃতদেহের ময়নাতদন্তও করাতে পারিনি। অভিযোগও দায়ের করতে পারিনি।'' এখন বিজেপি সরকার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করবে বলে তিনি আশাবাদী।

২১ বছর পর ফের থানার সামনে রাত জাগলেন হুমায়ুন কবীর, এর পিছনের ইতিহাস জানেন?

মিঠুন হালদার, রেজিনগর, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ গোবরের উপর প্লাস্টিক পেতে তার উপর চেয়ার নিয়ে বসে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সারারাত শক্তিপুর থানার সামনেই কাটালেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র কর্মী সমর্থকদের ওপর পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে 'মিথ্যা মামলা দেওয়া' এবং অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগ তুলে শনিবার বিকেল চারটে থেকে শক্তিপুর থানার সামনে ধর্নায় বসেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। প্রথমে সেই ধর্ণা থানার ভিতরে চললেও রাত বাড়তেই পুলিশ হুমায়ুনকে থানার ভিতরে ধর্ণা চালাতে দেয়নি বলে অভিযোগ। এরপর হুমায়ুন নিজের দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে থানার সামনে বসে পড়েন। সেই ধর্ণা রবিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত চলে। তবে অদ্ভুতভাবে গতকাল শক্তিপুর থানার কাছে হুমায়ুন পৌঁছানোর আগেই থানার প্রবেশপথ এবং সংলগ্ন কালভার্টের ওপরে বসার জায়গাটি কেউ বা কারা গোবর দিয়ে লেপে দেয়। রাতে কিছুটা শুকিয়ে যাওয়া গোবররে ওপর প্লাস্টিক পেতে সেখানেই দলীয় কর্মীদের নিয়ে ধর্ণা দেন হুমায়ুন। সূত্রের খবর, গতকাল রাত দেড়টা পর্যন্ত কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে হুমায়ুন কবীর শক্তিপুর থানার সামনে চেয়ার পেতেই বসেছিলেন। এরপর নিজের গাড়ির সিট কিছুটি নামিয়ে ঘণ্টা দু'য়েক বিশ্রাম নেন তিনি। তারপর ফের একবার কর্মী-সমর্থকদেরকে নিয়ে সকাল ন'টা পর্যন্ত শক্তিপুর থানার সামনে ধর্ণা দেন হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুন কবীর বলেন, ''আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার কোনও থানার সামনে রাত জাগলাম। আজ থেকে ২১ বছর আগে ডিসেম্বর মাসে বহরমপুর থানার পুলিশ যখন অধীর চৌধুরীকে দিল্লি থেকে একটি মামলায় গ্রেপ্তার করে বহরমপুরে নিয়ে এসেছিল সেই দিন বহরমপুর থানার লকআপে কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর ওপর যাতে কোনও অত্যাচার না হয় তা সুনিশ্চিত করতে অনেকের সঙ্গে আমিও রাত জেগে ছিলাম। আর দ্বিতীয়বার থানার সামনে রাত জাগলাম গতকাল।'' তিনি বলেন, ''সারারাত জেগে থাকার কারণে কিছুটা ক্লান্তি অবশ্যই লাগছে কিন্তু আমি লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে যাব না।'' নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, ''গতকাল আমি শক্তিপুর থানার সামনে অবস্থান করার কারণে আমার দলের কোনও কর্মী সমর্থকের বাড়িতে রাতে পুলিশ যায়নি। তবে আমার এই ধর্ণায় কোনও লাভ বা ক্ষতি হয়েছে কিনা তার তাৎক্ষণিক বিচার আমি করতে চাইনা।'' তিনি জানান, ''আজ সারাদিন বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকেল চারটার দিকে ফের রেজিনগর থানার সামনে ধর্নায় বসবো। আমার ধর্নায় বসার খবর পেয়ে গতকাল শক্তিপুর থানার পুলিশ থানার সামনেগোবর লেপে রেখে দিয়েছিল। আজও আমি ভালো কিছু আশা করছি না। আমার সঙ্গে যেমন ঘটনা ঘটবে তেমন তাক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেব। তবে আন্দোলন করলে এসব সহ্য করতে হয়।'' হুমায়ুন কবীর অভিযোগ করেন, ''গতকাল পুলিশ বহুবার প্ররোচনা দিয়ে চেষ্টা করেছিল আমার বিরুদ্ধে যাতে নতুন করে আরও একটি মামলা শুরু করা যায়। কিন্তু আমি বা আমার দলের কোনও কর্মী পুলিশের প্ররোচনায় পা দেইনি।''

রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃতের নাম মনোজ সমাজদার (৪৫)। তিনি ঝাড়গ্রাম শহরের রাজ কলেজ কলোনির বাসিন্দা। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ বুকে ব্যথা নিয়ে মনোজবাবুকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি করার কয়েক ঘণ্টা পর রাত ১১টা নাগাদ চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পরিবার ও আত্মীয়-পরিজনেরা। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মৃতের ভাগ্নে সুব্রত বিশ্বাসের অভিযোগ, ''সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয়নি। একসঙ্গে প্রায় ২০টি ওষুধ খেতে দেওয়া হয়েছিল। কী ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, তা চিকিৎসকরাই বলতে পারবেন।'' তাঁর দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য চিকিৎসক প্রদীপ্ত সোমের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনার পর মনোজ সমাজদারের স্ত্রী টুম্পা সমাদার ঝাড়গ্রাম থানায় এই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার তথা ভাইস প্রিন্সিপাল অনুরূপ পাখিরা বলেন, ''আমাদের কাছে এই নিয়ে কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি।'' হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের পরিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আবেদন করেননি। পরে তাঁরা দেহ নিয়ে চলে যান।

রেজিনগর উপনির্বাচনে 'একতরফাভাবে' বাম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে

'অখুশি' আরএসপি সিপিআইএমের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ মুর্শিদাবাদের রেজিনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজ্য বামফ্রন্টের দুই বড় শরিক সিপিআইএম এবং আরএসপি-র মধ্যে ফাটল আরও চওড়া হলো। শনিবারই জানা যায় রেজিনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টের দুই শরিক আরএসপি এবং সিপিআইএমের মধ্যে 'ঠান্ডা লড়াই' চলছে এবং দুপক্ষই রেজিনগরে দেওয়াল দখলের কাজ শুরু করে দিয়েছে । এরপরই শনিবার সন্ধ্যার পর তড়িঘড়ি রাজ্য বামফ্রন্টের তরফ থেকে প্রেস বিবৃতি জারি করে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম আসনে তাদের প্রার্থী নাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়। রেজিনগর আসনটি বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিআইএম নিজেদের দখলেই রেখেছে। ওই কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী আইনজীবী সায়েদ। নন্দীগ্রাম আসনে প্রার্থী হচ্ছেন সিপিআই প্রার্থী শান্তিগোপাল গিরি। বহরমপুর আদালতের আইনজীবী তথা রেজিনগরের আন্দুলবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সায়েদকে প্রার্থী করা নিয়ে আরএসপি-র সঙ্গে সিপিআইএমের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। সূত্রের খবর, বামফ্রন্টের অন্যতম বড় শরিক আরএসপি-র মতামতকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে সিপিআইএমের তরফ থেকে 'একতরফাভাবে' সায়েদকে রেজিনগর কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়ায় আরএসপি দল একদমই খুশি নয়। আগামীকালই আরএসপি-র তরফ থেকে রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য তাদের পৃথক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। আরএসপি-র মুর্শিদাবাদ জেলার সম্পাদক নওফেল মহাঃ সফিউল্লা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রেজিনগর কেন্দ্রে সিপিআইএম যাকে প্রার্থী করেছেন তিনি বামফ্রন্টগত প্রার্থী নন। প্রসঙ্গত, রেজিনগর বিধানসভা তৈরি হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রথমবার সেখানে বিধানসভা নির্বাচন হয়। তবে বরাবরই বামেদের তরফ থেকে আরএসপি-কে ওই আসনটি ছাড়া হত। যদিও ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর আসনে আরএসপি বা সিপিআইএম কেউই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তার পরিবর্তে ওই আসন থেকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসালিস্ট পার্টি'র তরফ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তুষারকান্তি চ্যাটার্জী। তিনি মাত্র ৭৪৮টি ভোট পেয়েছিলেন। আরএসপি-র দাবি রেজিনগর আসনে বরাবর তারাই প্রার্থী দেন এবং উপনির্বাচনেও তারাই প্রার্থী দেবেন। সূত্রের খবর, শনিবার কলকাতায় বামফ্রন্টের বৈঠকে রেজিনগর কেন্দ্রে প্রার্থী ঠিক করাকে কেন্দ্র করে আরএসপি এবং সিপিআইএম নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র বাক যুদ্ধ হয়। আরএসপি নেতৃত্ব বামফ্রন্টের বৈঠকে জানিয়েছিলেন তারা রেজিনগর কেন্দ্রে লড়তে চান। উল্টোদিকে সিপিআইএম নেতৃত্ব ওই আসন ছাড়তে রাজি হয়নি। সেই কারণে আজ বৈঠক 'অমীমাংসিত' ছিল। সূত্রের খবর, আরএসপি নেতৃত্বকে 'অন্ধকারে রেখে' শনিবার সন্ধ্যের পর বামফ্রন্টের তরফে রেজিনগর কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। আরএসপি-র এক শীর্ষ নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে জানিয়েছেন, সিপিআইএমের প্রার্থী রেজিনগরের বাসিন্দা হলেও তাঁর 'রাজনৈতিক ইতিহাস' স্বচ্ছ নয়। তিনি একসময় বাম রাজনীতি করলেও পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরে ফের সাম্প্রতিক সময়ে সিপিআইএমে ফিরে এসেছেন। সূত্রের খবর, সিপিআইএম যেভাবে একতরফাভাবে রেজিনগর কেন্দ্রে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে তাতে অখুশি রাজ্য আরএসপি নেতৃত্ব। রবিবারই তাদের তরফে দলীয় প্রার্থীর নাম রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে রেজিনগর উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের দুই শরিক দলের মধ্যে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' লড়াই দেখবে রাজ্যবাসী। গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য সিপিআইএমের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক জামির মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ''এটা নিয়ে আমাদের কোনও মন্তব্য নেই। যা বলার রাজ্য বামফ্রন্ট বলবে। রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠকে প্রার্থীর নাম ঠিক করা হয়েছে এবং সেখান থেকে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে।''

ফুটবলের পর কিকবক্সিংয়েও সাফল্য ঝাড়গ্রামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ অনূর্ধ্ব-১৫ সুব্রত কাপ ফাইনালে দেশের সেরা হয়ে ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের সাফল্যে যখন উচ্ছ্বসিত জেলা, তখনই জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপেও সাফল্যের খবর এল ঝাড়গ্রাম থেকে। জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ (সিনিয়র ও মাস্টার্স)-২০২৬-এ অংশ নিয়ে রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন জেলার প্রতিযোগীরা। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ৮ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হয় জাতীয় কিকবক্সিং প্রতিযোগিতা। এমেচ্যার কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন অফ মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপনায় এবং ওয়াকো ইন্ডিয়া কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন বিভাগে মোট ২২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট কিকবক্সিং স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে জেলার হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন মানস পাল, দেবপর্ণ পাণিক রাই, নির্মল মাহাতো এবং ত্রিলোকনাথ চক্রবর্তী। তাঁদের মধ্যে মানস পাল ফুল কনট্যাক্ট বিভাগে রুপোর পদক এবং দেবপর্ণ পাণিক রাই লো কিক বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। অন্যদিকে, বক্সিংয়ের অন্যান্য বিভাগে নির্মল মাহাতো নবম এবং ত্রিলোকনাথ চক্রবর্তী পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। জেলার চার প্রতিযোগীর এই সাফল্যে খুশি ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট কিকবক্সিং স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক অভিজি রায় চৌধুরী বলেন, ''ঝাড়গ্রামের প্রতিযোগীরা ভালো খেলে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে দেশের কাছে। আমরা চাইব, আগামী দিনে আরও ভালো ফলাফল হোক।'' আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশ থেকে ঝাড়গ্রামে ফিরবেন জেলার প্রতিযোগীরা।

অজিত প্রসাদ মাহাতোর ডাকে কড়াডিতে করম নাচ উৎসব

মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে জেলা প্রশাসন ও মন্ত্রী পরিষদ

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির অন্যতম উৎসব 'করম নাচ' প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে জমজমাট আয়োজন বলরামপুর বিধানসভার কড়াডিতে। বিশিষ্ট উদ্যোক্তা অজিত প্রসাদ মাহাতোর বিশেষ আমন্ত্রণে এই মেগা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে কড়াডি মাঠে তোড়জোড় চলছে জোরকদমে। সভার চূড়ান্ত রূপরেখা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে কড়াডি মাঠে পৌঁছায় এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। এই তদারকিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী ড. অজয় কুমার পোদ্দার, রাজ্যের আর এক মন্ত্রী নদীয়ার চাঁদ বাউরি এবং শীর্ষ রাজ্য নেতৃত্ব বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী ও বিবেক রাঙ্গা। সঙ্গে ছিলেন পুরুলিয়া জেলার সমস্ত বিধায়ক ও বিধায়িকারা। প্রশাসনিক ও পুলিশি নিরাপত্তার বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে প্রতিনিধি দলের সাথে মাঠ পরিদর্শনে যোগ দেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক সুধীর কণ্ঠম এবং জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। উদ্যোক্তা ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা মূল মঞ্চ, মেলা প্রাঙ্গণ, করম নাচের আখড়া এবং ভিড় সামলানোর জন্য প্রবেশ ও প্রস্থান পথগুলি ঘুরে দেখেন। লোকশিল্পীদের এই মহামিলনমেলায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সমগ্র বলরামপুর এলাকা জুড়ে তুমুল উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।

ছয় দাবিদারকে পেরিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রসেনজিৎ দে

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হলেন প্রসেনজিৎ দে। জেলা সভাপতি পদে মোট ছয় জনের নাম আলোচনায় ছিল। তাঁদের প্রত্যেকের সাংগঠনিক ভূমিকা, দলের বিভিন্ন স্তরে গ্রহণযোগ্যতা, জনসংযোগ এবং সংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত প্রসেনজিৎ দে-র উপরেই আস্থা রাখল কংগ্রেসের হাইকম্যান্ড। জেলা সভাপতি বাছাইয়ের আগে এআইসিসির পর্যবেক্ষক অমিত সিহাগ গত মাসে ঝাড়গ্রামে এসে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। ছয় দাবিদারের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি। জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পাশাপাশি প্রত্যেক দাবিদারের সাংগঠনিক ভূমিকা, দলের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এলাকায় তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হয়। সেই তথ্য ও মতামত পর্যালোচনা করে একটি রিপোর্ট তৈরি করে হাইকম্যান্ডের কাছে জমা দেন অমিত সিহাগ। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে প্রসেনজিৎ দে-কে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সভাপতি পদের ছয় দাবিদারের মধ্যে ছিলেন প্রসেনজিৎ দে, প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি যজ্ঞেশ্বর হেমরম, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সদস্য সুব্রত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দাস, জেলা কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি গোলাপি সরেন এবং জামবনি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অশোক হাঁসদা। দলের অন্দরের

হিসাবেও ছয় জনের প্রত্যেকেরই নিজস্ব পরিচিতি ছিল। সুব্রত ভট্টাচার্য এক সময়ে জেলা সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। প্রবীণ নেতা হিসেবে তাঁর দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। যজ্ঞেশ্বর হেমরমও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ নেতা। প্রদীপ কুমার দাস জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হলেও জনসংযোগের ক্ষেত্রে তিনি অন্য কয়েক জনের তুলনায় পিছিয়ে বলে দলের একাংশের মত। অশোক হাঁসদার ক্ষেত্রে জামবনি এলাকায় সংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকলেও নিজের ব্লক কমিটি গড়ে তুলতে না পারার বিষয়টি আলোচনায় ছিল। অন্য দিকে, বিদায়ী সভাপতি গোলাপি সরেনের সময়ে জেলা সংগঠন প্রত্যাশিত ভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি বলেও দলের একাংশের মূল্যায়ন। প্রসেনজিৎ দে-র ক্ষেত্রে অবশ্য জেলা সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতা এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি আগে জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পরে এখন তাঁর সামনে মূল লক্ষ্য জেলা সংগঠনকে আরও সক্রিয় করা। বিশেষ করে ব্লক ও বুথ স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোই হবে তাঁর প্রাথমিক কাজ। ছয় দাবিদারের মধ্যে থেকে প্রসেনজিৎ দে-কে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অমিত সিহাগের সংগৃহীত তথ্য ও হাইকম্যান্ডে জমা দেওয়া রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে দলীয় সূত্রের দাবি।

কল্যাণীতে রনজি শুরুর আগে বাংলার জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রনজি ট্রফির নতুন মরশুম শুরুর আগে নিজেদের আরও একবার ঝালিয়ে নিতে চাইছে বাংলা ক্রিকেট দল। পণ্ডিচেরিতে সদ্য শেষ হওয়া সিয়েচেম ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়লেও, রনজির মতো দীর্ঘ ফরম্যাটের প্রতিযোগিতার আগে ম্যাচ প্র্যাকটিসকে আরও গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। সেই লক্ষ্যেই কল্যাণীতে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে একাধিক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা করেছে বাংলা। দলীয় সূত্রে খবর, কল্যাণীতে বাংলা ও হায়দরাবাদের মধ্যে দুই থেকে তিনটি প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা চলছে। ম্যাচগুলি তিন দিনের ফরম্যাটে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রাথমিকভাবে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রথম ম্যাচ আয়োজনের কথা ভাবা হয়েছে। তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সোমবারের মধ্যে সূচি নিয়ে যাবতীয় আলোচনা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক এগোলে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকেই কল্যাণীতে অনুশীলনে নেমে পড়বে বাংলা দল। পণ্ডিচেরিতে সিয়েচেম ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ইতিমধ্যেই মরশুমের প্রথম ট্রফি ঘরে তুলেছে বাংলা। তবে সেই প্রতিযোগিতা থেকে পাওয়া ছন্দকে রনজিতে কাজে লাগাতে আরও ম্যাচ অনুশীলন প্রয়োজন বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে লাল বলের ক্রিকেটে দীর্ঘ সময় ব্যাটিং-বোলিং করার অভ্যাস এবং ম্যাচ পরিস্থিতিতে নিজেদের পরিকল্পনা পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য এই প্রস্তুতি ম্যাচগুলি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বাংলার সামনে প্রস্তুতির পরীক্ষাটা আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ। শনিবারই আসন্ন রনজি মরশুমের জন্য হায়দরাবাদের অধিনায়ক হিসেবে মহম্মদ সিরাজের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে কল্যাণীতে যদি সিরাজকে পাওয়া যায়, তা হলে বাংলার ব্যাটারদের সামনে প্রস্তুতির মঞ্চেই বড় পরীক্ষা হয়ে উঠতে পারে এই ম্যাচ। তবে সিরাজ আদৌ হায়দরাবাদ দলের সঙ্গে কল্যাণীতে আসবেন কি না, সেই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কোনও খবর নেই। রনজি মরশুমের আগে তাঁর ওয়ার্কলোড, জাতীয় দলের ব্যস্ততা এবং প্রস্তুতির পরিকল্পনা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সিরাজ খেললে তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলার ব্যাটাররা নিজেদের প্রস্তুতির মান যাচাই করার দারুণ সুযোগ পাবেন। এবারের রনজি ট্রফিতে বাংলার অভিযান শুরু হচ্ছে ১১ অক্টোবর। প্রথম ম্যাচেই ঘরের মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে নামার কথা লক্ষ্মীরতন শুক্লার দলের। কিন্তু সেই ম্যাচ ইডেনে আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, ওই সময় ইডেন গার্ডেন্সে রয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। ১০ অক্টোবর ইডেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে চক্ষুদানের কর্মসূচির মাধ্যমে এ বছরের দুর্গাপুজোর সূচনা হওয়ার কথা। তার আগে কলকাতায় একটি রোড শো-ও রয়েছে। মহালয়ার দিন ১০ অক্টোবর রেড রোড ধরে বিশেষ পুজোর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে। সেখানে বাংলার ২৩টি জেলার ২৩ ধরনের নৃত্যকলার মাধ্যমে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। এছাড়াও ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইডেন গার্ডেন্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে এসপিজির হাতে। ফলে ওই সময় মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই বাংলার প্রথম রনজি ম্যাচটি ইডেনের পরিবর্তে কল্যাণীতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রনজির প্রথম ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে প্রায় তিন সপ্তাহ হাতে রয়েছে বাংলার। এই সময়ের মধ্যে কল্যাণীর প্রস্তুতি ম্যাচগুলিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাটিং, বোলিং এবং দলীয় কম্বিনেশন নিয়ে শেষ মুহূর্তের পরীক্ষা চালাতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সিয়েচেম ট্রফির সাফল্যের পর এবার রনজির মঞ্চে ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই বাংলার মূল লক্ষ্য। আর তার আগে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এই জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচ সেই লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

মিলতে পারে বিশ্বকাপের ইঙ্গিত

রোহিতের বিকল্প খুঁজতে গম্ভীরের নজরে ৫ তারকা!

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ এক বছর পরেই ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার

আগে থেকেই ভবিষ্যতের দল গুছিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। চলতি মাসের শেষ দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। সেই সিরিজের দল নির্বাচন ঘিরেই ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। নিয়মিত দলের বাইরে থাকা একাধিক ক্রিকেটারকে ফের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে ঘিরে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলোচনা যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে। টেস্ট ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন তরুণ ওপেনার। কিন্তু ওয়ানডে দলে এখনও নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স তাঁর পক্ষে কথা বলছে। শেষ তিনটি ওয়ানডের মধ্যে দু'টিতেই শতরান করেছেন যশস্বী। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে তাঁকে ফের সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা। যশস্বীকে দলে নেওয়ার আরও একটি কারণ হতে পারে তাঁর বাঁহাতি ব্যাটিং। শুভমান গিলের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ডানহাতি-বাঁহাতি কম্বিনেশন তৈরি করতে পারেন তিনি। রোহিত শর্মা যদি প্রথম একাদশে থাকেন, সেক্ষেত্রে যশস্বীকে তাঁর ব্যাকআপ হিসেবেও তৈরি করা সম্ভব। ফলে তাঁকে দলে রাখা হলে একদিকে যেমন তরুণ প্রতিভাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আরও সুযোগ দেওয়া হবে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের বিকল্পও তৈরি হবে। রোহিতের ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই নানা প্রশ্ন উঠছে। বিসিসিআইয়ের তরফেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। যদিও এখনও তাঁর জায়গা নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে যশস্বীকে দলে রেখে ধীরে ধীরে বিকল্প তৈরি করার পরিকল্পনা থাকতেই পারে। বিশ্বকাপের আগে এমন প্রতিযোগিতা দলের জন্যও ইতিবাচক হতে পারে। তালিকায় আরও একটি বড় নাম ঋষভ পন্থ। চোটের কারণে দীর্ঘদিন ছন্দের বাইরে থাকার পর ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের জায়গা মজবুত করার চেষ্টা করছেন তিনি। এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দলে ঈশান কিষানদের থাকায় পন্থকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বিকল্প উইকেটকিপার হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই এখন দেখার। অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজাকেও ফের ওয়ানডে দলে দেখা যেতে পারে। শেষ দু'টি ওয়ানডে সিরিজে তিনি ছিলেন না। তাঁর অবসর নিয়েও মাঝেমধ্যে জল্পনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু অলরাউন্ডার হিসেবে জাদেজার অভিজ্ঞতা এবং ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা এখনও ভারতীয় দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিশ্বকাপের আগে তাঁকে ফের নিয়মিত পরিকল্পনায় আনার চেষ্টা হতে পারে। মহম্মদ সিরাজের ক্ষেত্রেও একই ছবি। ওয়ানডেতে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নতুন বলে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা ভারতীয় বোলিং আক্রমণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁকেও ফের দলে ফেরানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে নজরে রয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও। সুযোগ পেলেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন এই ব্যাটার। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডেতে শতরান করেও পরবর্তী সময়ে নিয়মিত সুযোগ পাননি।

হরমনপ্রীতের সঙ্গে হাত মেলাননি নিগার!

এশিয়া কাপের বিতর্কের পর এবার অধিনায়কত্ব হারানোর আশঙ্কা বাংলাদেশের তারকার

ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত-বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেটের এশিয়া কাপ সেমিফাইনাল শেষ হয়েছে কয়েক দিন আগেই। কিন্তু ম্যাচের ফলের থেকেও বেশি আলোচনায় রয়েছে দুই দলের অধিনায়কের সৌজন্য বিনিময় না করার ঘটনা। ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউরের সঙ্গে করমর্দন না করায় বিতর্কের কেন্দ্রে বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা। এবার সেই ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে তাঁর নেতৃত্বের উপরও। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরে নিগারের আচরণ নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বৃহস্পতিবার এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও বাংলাদেশ। ম্যাচের আগে টসের সময় দুই দলের অধিনায়কের করমর্দন ক্রিকেটের প্রচলিত সৌজন্যেরই অংশ। কিন্তু সেদিন সেই ছবি দেখা যায়নি। জানা গিয়েছে, হরমনপ্রীত করমর্দনে আগ্রহী থাকলেও নিগার তাতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত দুই অধিনায়কের হাত না মিলিয়েই শুরু হয় ম্যাচ। মাঠের লড়াইয়ে অবশ্য বাংলাদেশকে কোনও সুযোগ দেয়নি ভারত। ৪০ রানে জয় তুলে নিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে হরমনপ্রীতের দল। অন্যদিকে, এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নেয় বাংলাদেশ। তবে ম্যাচের পরও করমর্দন না করার ঘটনা নিয়ে আলোচনা থামেনি। পরিস্থিতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিক্রিয়ায়। বোর্ডের মহিলা ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম বাবু জানিয়েছেন, নিগারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং এর সঙ্গে বোর্ডের কোনও নির্দেশ বা অনুমতির সম্পর্ক ছিল না। রফিকুলের বক্তব্য অনুযায়ী, ক্রিকেটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হওয়া উচিত। ভারত হোক বা অন্য কোনও দেশ, বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রশাসন সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। তাই নিগারের এই সিদ্ধান্তকে বোর্ডের অবস্থান হিসেবে দেখা উচিত নয় বলেই তাঁর বক্তব্য। তবে প্রশ্ন উঠছে, বোর্ড যদি ঘটনাটিকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হিসেবেই দেখে থাকে, তা হলে নিগারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আলোচনা কেন শুরু হল? বোর্ডের মহিলা ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যানের বক্তব্য থেকেই অবশ্য সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে। জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বোর্ডের অন্দরে আলোচনা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বোর্ড সভাপতি জানিয়েছেন, আসন্ন এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স দেখার পর নিগারকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফলে তাঁর অধিনায়কত্ব ভবিষ্যতে থাকবে কি না, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা। নিগারের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও শাস্তির সিদ্ধান্ত এখনও ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে বোর্ডের ভাবনাচিন্তা যে শুরু হয়েছে, তা স্পষ্ট। এশিয়ান গেমসে দলের ফলাফল এই সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

‘ভারতীয় হিসেবে এত গর্ব আগে কখনও হয়নি’, মোদির কূটনৈতিক সাফল্যে মুগ্ধ রবি শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ক্রিকেটের মাঠে ভারতীয় দলের হয়ে একাধিক স্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছেন রবি শাস্ত্রী। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য তিনি। পরবর্তীতে ভারতীয় দলের হেড কোচ হিসেবেও পেয়েছেন একাধিক ঐতিহাসিক সাফল্য। কিন্তু এবার ক্রিকেট নয়, আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে ভারতের ভূমিকা দেখে নিজের গর্বের কথা প্রকাশ করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। ভারতের মাটিতে ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন দেখে আপ্লুত শাস্ত্রী। দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের একাধিক শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা-সহ একাধিক রাষ্ট্রনেতা এই সম্মেলনে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও। এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের গুরুত্ব এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রনেতাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ছবি বিশেষ ভাবে নজর কেড়েছে। মোদি, পুতিন এবং শি জিনপিংকে একসঙ্গে বৃক্ষরোপণ করতেও দেখা যায়। সেই ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন শাস্ত্রী। সেখানেই ভারতের হয়ে নিজের আবেগ প্রকাশ করেন প্রাক্তন ভারতীয় দলের হেড কোচ। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল-একজন ভারতীয় হিসেবে এমন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের উপস্থিতি তাঁকে গভীর ভাবে গর্বিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কূটনীতির এমন দৃশ্য আগে

দেখেননি বলেও নিজের পোস্টে উল্লেখ করেন শাস্ত্রী। শাস্ত্রীর এই মন্তব্য সামনে আসার পর স্বাভাবিক ভাবেই তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং দেশের হয়ে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করা শাস্ত্রী নিজেই বহুবার জাতীয় গর্বের মুহূর্তের অংশ হয়েছেন। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় তাঁর ক্রিকেটজীবনের অন্যতম সেরা অধ্যায়। পরবর্তীতে কোচ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গাব্বায় ভারতের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ও তাঁর কোচিং জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কিন্তু ক্রিকেটের সেইসব সাফল্যের বাইরেও দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থান তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করেছে যে, ব্রিকস সম্মেলনকে নিজের বিশেষ গর্বের মুহূর্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি। ভারতের ব্রিকস-ভূমিকাকে অবশ্য অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও দেখা হচ্ছে। দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বড় অংশ এখনও আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। তাই ভারতের উচিত পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করা-এমন মতও রয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিকসের মতো বহুপাক্ষিক জোটকে শক্তিশালী করা বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলেও মনে করেন অনেকে। এই প্রেক্ষাপটে দিল্লিতে একই সময়ে মোদি, পুতিন, শি জিনপিং এবং পেজেশকিয়ানের মতো নেতাদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা টানাপোড়েনের মধ্যেও ভারত যে একাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছে, ব্রিকস সম্মেলনের মঞ্চে সেই ছবিই আরও স্পষ্ট হয়েছে। আর সেই দৃশ্যই মুগ্ধ করেছে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটারকে। মাঠে বহুবার ভারতীয় পতাকা উড়তে দেখেছেন রবি শাস্ত্রী। এবার দিল্লির আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে ভারতের প্রভাব দেখে তাঁর মুখে শোনা গেল অন্য এক ধরনের জাতীয় গর্বের কথা।

বাঙালি কোচকে জায়গা দিতে জাতীয় দলের এসসি কোচ বাদ? এশিয়ান গেমসের দল নির্বাচন ঘিরে ফের বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমসের মঞ্চে নামার আগেই ভারতীয় টেবল টেনিস দলকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। ১৬ সেপ্টেম্বর জাপানের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ভারতীয় দলের। তার আগে দল নির্বাচন নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠছে। মণিকা বাত্রা এবং অঙ্কুর ভট্টাচার্যের মতো প্যাডলারদের দলে না থাকা নিয়ে বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আলোচনার কেন্দ্রে জাতীয় দলের স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ জনসন দেবরাজের বাদ পড়া। সূত্রের দাবি, ব্যক্তিগত কোচ হিসেবে সৌম্যদীপ রায়কে দলে জায়গা করে দিতে গিয়েই জনসনকে এশিয়ান গেমসের সফর থেকে বাদ পড়তে হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে সরকারি ভাবে এখনও কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, দীর্ঘদিন জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করা একজন গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট স্টাফকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে আসল কারণ কী? ঘটনার সূত্রপাত জুন মাসে। জানা গিয়েছে, ১০ জুন জাতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশনের তরফে সাপোর্ট স্টাফদের একটি প্রাথমিক তালিকা স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা এসসি-এর কাছে পাঠানো হয়। সেই তালিকায় ছিলেন বিদেশি পরামর্শদাতা ম্যাসিমো কস্ট্যানটিনি, কোচ সৌরভ চক্রবর্তী, সোমনাথ ঘোষ, মমতা প্রভু এবং শচীন শেট্টি। পাশাপাশি ফিজিও শ্বেতা সোনোন, ম্যাসিওর অমরজি সিং এবং স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ জনসন দেবরাজের নামও ছিল। সেই প্রাথমিক তালিকায় সৌম্যদীপ রায়ের নাম ছিল না। পরবর্তীতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। এশিয়ান গেমসের ভারতীয় স্কোয়াডে থাকা সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, পায়াস জৈন এবং সিন্ড্রেলা দাস সৌম্যদীপের অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেন। তিন প্যাডলারই টিম ইভেন্টে থাকলেও সিঙ্গলসে অংশ নেওয়ার কথা নেই। সুতীর্থা ও সিন্ড্রেলা মহিলাদের ডবলসে এবং পায়াস মিক্সড ডবলসে খেলবেন। এই তিন খেলোয়াড়কে নিয়ে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত কোচ হিসেবে দলের সঙ্গে জাপানে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন সৌম্যদীপ। সূত্রের খবর, জুলাই মাসে তিনি ফেডারেশনের কাছে সেই সংক্রান্ত আবেদন করেন। এরপর আগস্টে এসসি এবং ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সময় ফেডারেশনকে জানানো হয়েছিল, অনুমোদিত সাপোর্ট স্টাফ তালিকায় নাম থাকলেই কেবল দলের সঙ্গে এশিয়ান গেমসে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। এরপর ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অনুমোদিত তালিকায় সৌম্যদীপের নাম যুক্ত করার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শুরুতে এসসি এর তরফে প্রকাশিত চূড়ান্ত সাপোর্ট স্টাফ তালিকা সামনে আসতেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। সেখানে কোচ হিসেবে সৌম্যদীপের নাম রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক তালিকায় থাকা জনসন দেবরাজের নাম আর নেই। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই আপত্তি উঠেছে দলের অন্দরমহলে। কারণ গত দে। থেকে দু'বছর ধরে জাতীয় দলের স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন জনসন। প্রাক্তন অ্যাথলিট হিসেবে জাতীয় দলের প্যাডলারদের শারীরিক সক্ষমতা, ম্যাচের আগে প্রস্তুতি এবং দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় ফিটনেস ধরে রাখার বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে এশিয়ান গেমসের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। দলের এক সদস্যের কথায়, দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের শারীরিক ভাবে প্রস্তুত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচের আগে প্যাডলারদের প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এসসি কোচের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেও দাবি তাঁর। তাঁর প্রশ্ন, সেই জায়গায় একজন ব্যক্তিগত কোচকে কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হল, বিশেষ করে যিনি প্লেয়িং এরিয়ায় যাওয়ার সুযোগও পাবেন না? অন্যদিকে, সৌম্যদীপ রায়ের বক্তব্য, তাঁর অ্যাকাডেমির প্যাডলারদের পাশে থাকার জন্যই তিনি দলের সঙ্গে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন। তবে দলের অন্য খেলোয়াড়দের প্রয়োজনেও তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। এশিয়ান গেমসের আগে তাই ভারতীয় টেবল টেনিস দলের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি এখন নজরে রয়েছে প্রশাসনিক এই বিতর্কও। শেষ পর্যন্ত জনসনের পরিবর্তে সৌম্যদীপকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত দলের প্রস্তুতিতে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই দেখার।

ভারতীয় হকিকে ঘিরে ফের বড়সড় বিতর্ক

একক সিদ্ধান্তে নীল থেকে গেরুয়া, ফের নীল! জার্সি-বিতর্কে সাময়িক বরখাস্ত হকি ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় হকিকে ঘিরে ফের বড়সড় বিতর্ক। দলের জার্সির রং রাতারাতি বদলে দেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন হকি ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল আর কে শ্রীবাস্তব। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারতীয় হকি তারকা দিলীপ তিরকে। শ্রীবাস্তবকে ইতিমধ্যেই একটি কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে মোট আটটি অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভারতীয় হকি দলের জার্সির রং বদলের সিদ্ধান্তকে ঘিরে। দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক হকিতে ভারতের পরিচিত জার্সির অন্যতম বৈশিষ্ট্য নীল রং। কিন্তু চলতি বছরের আগস্টে হকি বিশ্বকাপের আগে নতুন জার্সি প্রকাশের একটি ভিডিও সামনে আসতেই চমকে যান সমর্থকরা। ভিডিওতে ভারতীয় হকি দলের তারকাদের নীলের পরিবর্তে গেরুয়া রঙের জার্সিতে দেখা যায়। নতুন জার্সির ছবি ও ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া। কেন আচমকা জার্সির রং বদল করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দলের কোচ, খেলোয়াড়

কিংবা হকি ইন্ডিয়ার অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা করা হয়নি। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় পরে। সমালোচনার মধ্যেই ভারতীয় দলের জার্সির রং ফের বদলে নীল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসন্ন এশিয়ান গেমসে ভারতীয় হকি দল ফের নীল জার্সিতেই খেলবে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, জার্সির রং গেরুয়া করার সিদ্ধান্ত যেমন শ্রীবাস্তব নিজেই নিয়েছিলেন, তেমনই সেটি বদলে ফের নীল করার সিদ্ধান্তও তিনি একক ভাবেই নিয়েছিলেন। এই ঘটনাই অবশ্য শ্রীবাস্তবের বিরুদ্ধে ওঠা একমাত্র অভিযোগ নয়। তাঁর বিরুদ্ধে আরও একাধিক প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে হকি ইন্ডিয়া লিগের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার দায়িত্ব ছেড়ে বিশ্বকাপ চলাকালীন নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে চলে যাওয়ার বিষয়টিও রয়েছে। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই তিনি বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। এই ধরনের একাধিক সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক আচরণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল বলে সূত্রের খবর। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি হকি ইন্ডিয়ার শীর্ষ কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এরপরই সভাপতি দিলীপ তিরকের নির্দেশে শ্রীবাস্তবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নোটিসে মোট আটটি অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য শ্রীবাস্তবকে চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে নিজের বক্তব্য জানাতে হবে। তদন্ত বা বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হকি ইন্ডিয়ার কোনও প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না তিনি। হকি ইন্ডিয়ার এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় হকির প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ জার্সির রং বদলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সময়ে দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন-একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সংস্থার অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এখন নজর থাকবে শ্রীবাস্তবের জবাবের দিকে। আটটি অভিযোগের কী ব্যাখ্যা তিনি দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী সময়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় হকি ইন্ডিয়া, সেটাই দেখার। আপাতত সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার পর জাতীয় হকি প্রশাসনে শ্রীবাস্তবের ভূমিকা পুরোপুরি স্থগিত।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com